অদৃশ্য জলদস্যু

অনিল ভৌমিক

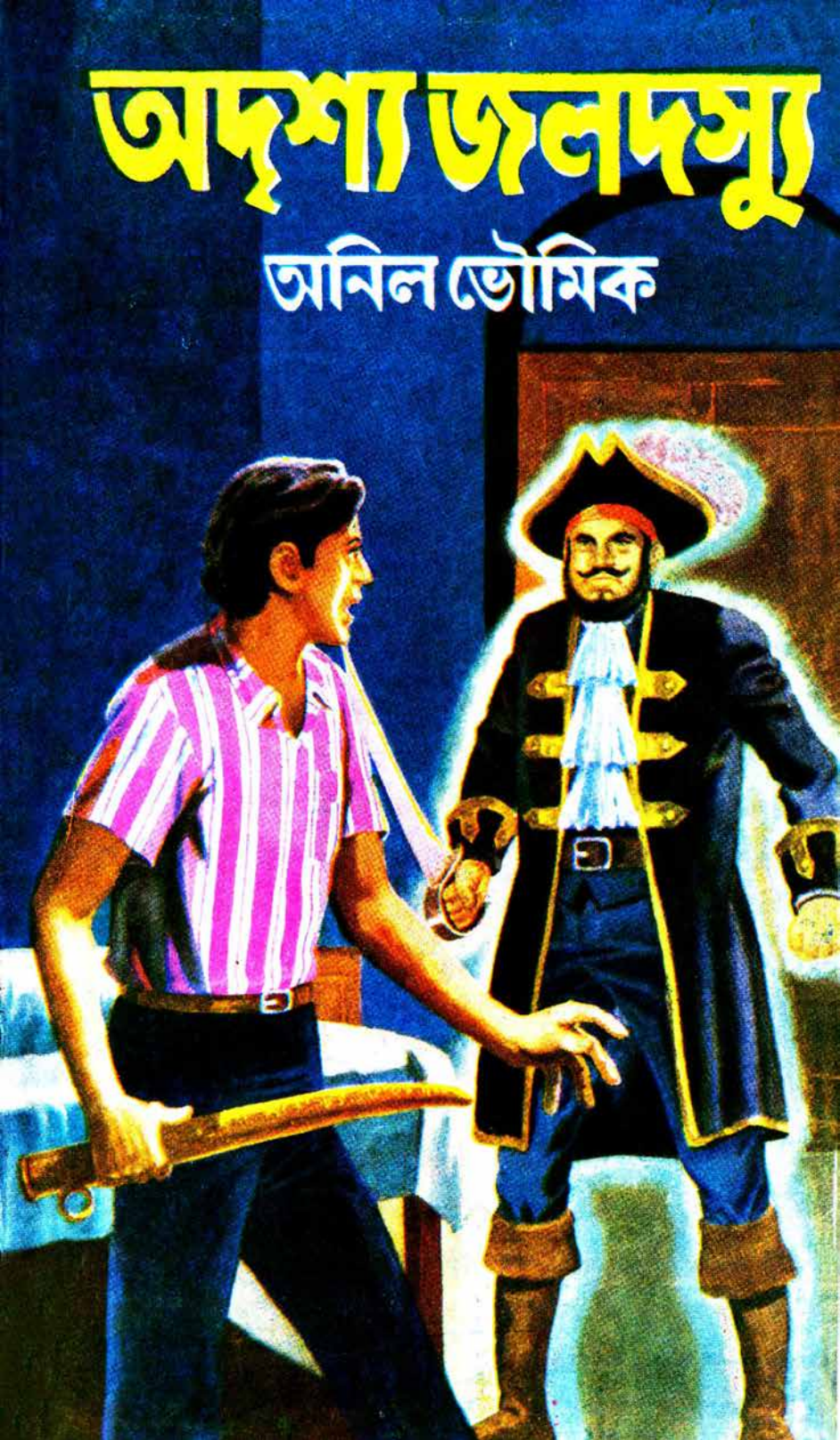

অদৃশ্য জলদস্যু

অনিল ভৌমিক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ADRISYA JALADASYU
by
Anil Bhowmick

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৯০
পুনর্মুদ্রণ
বইমেলা, ১৩৯৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
নারায়ণ দেবনাথ

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

দাম ঃ
টা. ১৯·০০

স্নেহের ভাগিনেয় শ্রীমান শুভজিৎ বাগচীকে

—কুট্টিমামা

আমার পূর্বলিখিত দু'টি উপন্যাস "সোনার ঘণ্টা" ও "হীরের পাহাড়"-এর মত বর্তমান উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রেও চিত্র-কাহিনীর প্রেরণা কাজ করেছে। তবে ঘটনাস্থল, ঘটনা চরিত্র সব কিছুই আমাকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে আগের উপন্যাস দু'টোর মতই।

বর্তমান উপন্যাসে একটি তরোয়ালের খাপের গায়ে খোদিত একটা পোর্তুগীজ ভাষার মন্ত্রের উল্লেখ আছে এভাবে—আজেভিনহো মিউ মেনিনো—ইত্যাদি। আসলে এটা মন্ত্র নয়—এটা একটা পোর্তুগীজ লোক-সংগীত। এটা আমি Rodney Gallop লিখিত "Portugal—a book of folk-ways" থেকে নিয়েছি। কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে লোক-সংগীতটির বঙ্গানুবাদ দিচ্ছি—

Holly (একরকমের গাছ)-বাছা আমার
দেখ তোমাকে আমি সংগ্রহ করতে এসেছি
যা'তে কেনাবেচার ক্ষেত্রে
এমন কি যে কাজই আমি করি না কেন
তা'তে তুমি যেন সৌভাগ্য আনো।

উত্তর পোর্তুগালের অধিবাসীরা Holly গাছের ডাল কেটে গাছটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে ঐ গানটা গায়।

গঞ্জালো আরো দু'টো যে গান গেয়েছে সে দু'টোও উপরোক্ত পুস্তক থেকে নিয়েছি। সেই দু'টো গানের অর্থ গঞ্জালো নিজেই ব'লে দিয়েছে—আমার জন্যে অপেক্ষা করেনি।

সবশেষে নিবেদন গঞ্জালোকে আমি বাঙালীর ঘরের মানুষ ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছি। যদি সেটা পেরে থাকি তাহ'লেই "অদৃশ্য জলদস্যু" লেখা সার্থক হয়েছে মনে করবো।

অনিল ভৌমিক

১২৮/১ শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড,
কলকাতা—৭০০ ০৩১

পর্তুগীজ অভিযাত্রী ভাস্কো ডা গামা-র নাম সকলেরই জানা। আর একজন পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি রডার পরিচয়ও ইতিহাসে রয়েছে—বিশেষ ক'রে বাঙ্‌লা দেশের ইতিহাসে। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে গঙ্গাবক্ষে রডা যুদ্ধ করেছিল। এরা সব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

আজ যে পর্তুগীজ জলদস্যুর কাহিনী শোনাব তার নাম গঞ্জালো। কিন্তু গঞ্জালো কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্র নয়। তা ছাড়া তার কাহিনী অতীত যুগেরও নয়—এ যুগের—এ কালের।

॥ ১ ॥

পলাশগড়। ডায়মণ্ডহারবার যাওয়ার রাস্তার ধারে এই আধা শহর আধা গ্রাম। গঙ্গার ধারে পলাশগড়ের বাজার অঞ্চল বেশ জমজমাট। এদিকটাতে রয়েছে দোকানপাট, থানা, পোস্টঅফিস। লোকজন গাড়িঘোড়ার আনাগোনায় জায়গাটায় প্রায় সব সময়ই ভিড়। এখন থেকে দক্ষিণমুখো আধ মাইলটাক এগোলেই পলাশ-গড় হাই স্কুল। বেশ কয়েক বিঘা জমি নিয়ে এই স্কুল। স্কুলের এলাকা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে রয়েছে স্কুলবাড়ি, ছাত্রদের হোস্টেল, শিক্ষকদের কোয়ার্টার, ফুলের বাগান, বিরাট একটা খেলার মাঠ, দারোয়ান বেয়ারাদের কোয়ার্টার। তাছাড়া রয়েছে অনেকখানি চাষের জমি। এই স্কুলের ছাত্ররাই চাষের কাজ করে। আলু, পটল, কাঁচা লঙ্কা যা কিছু হয় ছাত্রদের হোস্টেলে রান্নায় লাগে সেসব। মোটকথা ছাত্ররা যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নানাভাবে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়।

মাত্র দুটো দর্শনীয় স্থান পলাশগড়ে। এক পলাশগড়ের পুবদিকের জংলা জায়গাটায় একটা খুব প্রাচীন শিবমন্দির। এখন মন্দিরটার ভগ্নদশা। বট অশথ আর জংলা গাছে মন্দিরের ভাঙ্গা ফাটলগুলো

BanglaBook.org

ঢেকে গেছে। মন্দিরের ভেতরটা এখনও ভেঙ্গে পড়েনি, সেখানে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ রয়েছে। ভক্তরা এখনো দুধজল ঢেলে বেলপাতা দিয়ে পুজো করে। অবশ্য দিনের বেলাতেই ভক্তরা মন্দিরে যায়। পুজো সেরে সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসে। রাত্রি বেলা কেউ ওদিকে পা বাড়ায় না। চোরডাকাতের ভয় তো আছেই, তাছাড়া সাপের আড্ডা ওখানে।

আর একটা দর্শনীয় স্থান গঙ্গার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো প্রাচীন দুর্গটা। লোকে বলে ওটা নাকি পর্তুগীজ জলদস্যুদের দুর্গ বা গড়। ঐ থেকে জায়গাটারও নাম হয়েছে পলাশগড়। দুর্গটার প্রাচীর, পাথরের রাস্তা—এ সবই এখন গঙ্গাগর্ভে চলে গেছে। আছে শুধু একতলা সমান উঁচু কয়েকটা গোলমত ঘর। দূর থেকে পাথরের ঢিবির মত লাগে দেখতে। অনেক লোক এই গড়টা দেখতে আসে। গঙ্গা দিয়ে যেতেও গড়টা দেখা যায়। কিংবদন্তী চলতি আছে এই দুর্গটা নাকি মস্তবড় ছিল। হার্মাদ জলদস্যুদের আস্তানা ছিল এই দুর্গ। দুর্গের পাথুরে দেয়ালে এখনো কয়েকটা লোহার আঙটা ঝুলছে দেখা যায়। সেই আঙটাগুলোতে নাকি বাঁধা থাকতো বিরাট বিরাট জাহাজ। জলদস্যুর দল রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ ভাসাতো গঙ্গার বুকে। একসময় নিঃশব্দে কোন গ্রামের ধারে জাহাজ গিয়ে ভিড়ত। উন্মুক্ত তরবারি হাতে জলদস্যুর দল ঝাঁপিয়ে পড়ত ঘুমন্ত গ্রামগুলোর ওপর। গ্রামের মানুষের ঘুম ভেঙে যেত জলদস্যুদের বিজাতীয় চিৎকারে। দরজা খুলে পালাবার জন্যে উঠোনে পা দিয়েই দেখত ইয়া দশাসই চেহারার হার্মাদ—খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে। পালানো অসম্ভব। কেউ তাদের বাধা দেবার কথা ভাবতেও পারতো না। যে বাধা দিতে যেত তারই মুণ্ডু কাটা পড়ত। জলদস্যুরা কখনো কখনো ঘরবাড়িতে আগুন দিত। আবার কখনো কখনো শুধু লুঠপাট করে চলে যেত। যে কাজটা তারা সবাই করত সেটা হল ক্রীতদাস সংগ্রহ করা। গ্রামের মানুষদের ধরে জাহাজে নিয়ে তুলতো। তারপর

BanglaBook.org

পাড়ি দিত য়ুরোপের দিকে। জাহাজের খোলের মধ্যে শেকল বাঁধা অবস্থায় পশুর মত দিন কাটত এইসব মানুষদের। য়ুরোপের দাস ব্যবসার বাজারে নিয়ে গিয়ে তাদের বিক্রী করা হত। এমনি একদল হার্মাদের আস্তানা ছিল এই পলাশগড়ের দুর্গটি। এই দুর্গে তারা নাকি লুঠ করা মালপত্র ধনভাণ্ডার সব লুকিয়ে রাখত। অনেকের বিশ্বাস সেই সঞ্চিত গুপ্ত ধনভাণ্ডার এখনো আছে দুর্গটার নীচে। খুঁড়লেই পাওয়া যাবে। তবে এটা চলতি গল্পই। কেউ খুঁড়ে দেখতে যায়নি।

কিন্তু না খুঁড়েও জয়ন্ত পেয়েছিল একটা তলোয়ারের খাপ। সেই গল্পই বলি।

জয়ন্ত চ্যাটার্জী মাত্র মাস দুয়েক হল পলাশগড় স্কুলে ফিজিকাল ট্রেনিং-এর শিক্ষক হয়ে এসেছে। জয়ন্ত খেলাধুলোয় বরাবরই চৌকশ ছিল। কি ফুটবলে কি ক্রিকেটে জয়ন্ত ছিল সমান পারদর্শী। তাছাড়া ফিজিকাল ট্রেনিং-এও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল। খেলাধুলো ছাড়াও সাঁতারে, রাইফেল সুটিং-এ, গাড়ি ড্রাইভ করতে সে ছিল ওস্তাদ।

এখানে এসে জয়ন্তর দিনগুলো মন্দ কাটছিল না। ছেলেদের প্যারেড করানো, নানাধরনের খেলা শেখানো, বিকেলে খেলাধুলো, তারপর ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া। ভালই লাগে জয়ন্তর। জয়ন্তর খুব ভাল লাগতো হার্মাদ জলদস্যুদের ভাঙা দুর্গটা। এদিকটাতেই সে বেশী বেড়াতে আসত। কথায় কথায় জয়ন্ত একদিন স্কুলের ছেলেদের বলেছিল—এইখানে সে সাঁতরে গঙ্গা পার হবে। ছেলেরা সেই থেকে দিন গুনছে কবে জয়ন্ত স্যার সাঁতরে গঙ্গা পার হবে। ছেলেরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, কবে গঙ্গা পার হবেন স্যার। জয়ন্ত হাসে। বলে—'হবো রে হবো।' এই মাস দুয়েকের মধ্যেই ছেলেরা জয়ন্ত স্যারকে ভালবেসে ফেলেছে। ওরা খেলার মাঠে দেখেছে—জয়ন্ত স্যার কি সুন্দর ফুটবল খেলে, প্যারেড করায়, নতুন নতুন কত

BanglaBook.org

রকমের খেলা শেখায়। ছেলেদের মুখে মুখে জয়ন্ত স্যারের নাম।

সেদিন শনিবার। হাফছুটির আনন্দে ছাত্ররা মশগুল। হঠাৎ ছাত্রদের মুখে মুখে খবর রটে গেল—জয়ন্ত স্যার আজকে সাঁতরে গঙ্গা পার হবে। ছাত্রদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা। কতক্ষণে ছুটির ঘণ্টা পড়বে। কতক্ষণে গঙ্গার ধারে ছুটবে সবাই!

ছুটির ঘণ্টা বাজল। হুড়মুড় করে সবাই ক্লাস ছেড়ে বেরিয়েই ছুটল ভাঙা দুর্গটার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্রদের কোলাহলে গঙ্গার ধার মুখর হয়ে উঠল। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জয়ন্ত স্যারের জন্যে। কিছুক্ষণ কাটল। তারপরই দেখা গেল জয়ন্ত স্যার আসছে। পরণে সাঁতারের পোশাক। সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল। জয়ন্ত স্যারের সঙ্গে আরো কয়েকজন স্যারও আসছিলেন। শোনা গেল একটু পরে হেড স্যার বিমলবাবুও আসবেন।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে ছাত্রদের মধ্যে দিয়ে পথ করে নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। অন্যান্য মাস্টারমশাইরাও এসে দাঁড়ালেন। জয়ন্ত ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলল—'কেউ একেবারে নদীর ধারে এসে দাঁড়াবে না। ওপরে পাড় থেকে দেখবে।' যেসব ছাত্ররা উৎসাহের চোটে নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল তারা উঁচু পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল।

নদীর ধারে পূর্ব ব্যবস্থামত একটা দিশী ডিঙি বাঁধা ছিল। জয়ন্ত ডিঙিটাতে গিয়ে উঠল। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বলল—'আমি ওপার থেকে সাঁতরে এখানে আসব।' তারপর জয়ন্তের নির্দেশমত মাঝি নৌকো খুলে দিল। ডিঙিটা মুহূর্তে পাক খেয়ে স্রোতের টানে গিয়ে পড়ল। মাঝিটা পাকা হাতে স্রোতের টান সামলে ওপারের দিকে নৌকো বাইতে লাগল। জয়ন্তই এই ডিঙির ব্যবস্থা করেছিল। ওপার থেকে সাঁতরে আসার সময় ডিঙিটাও সঙ্গে সঙ্গে আসবে। বিপদ আপদের কথা কিছু বলা যায় না।

BanglaBook.org

ডিঙিট্টা ছোটো হতে হতে প্রায় বিন্দুর মত হয়ে গেল। এক সময় নদীর ওপারে পৌঁছাল সেটা। এপার থেকেও দেখা গেল ডিঙিটাকে স্রোতের বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। অনেকটা দূর থেকে ডিঙিটা কোণাকুণি পাড়ি দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল জয়ন্তকে। ডিঙিটার সামনে সাঁতরে আসছে। জয়ন্তকে দেখতে পেয়ে ছাত্রের দল আনন্দে একসঙ্গে হই হই করে উঠল। একটু পরেই জয়ন্তকে স্পষ্ট দেখা গেল। ওস্তাদ সাঁতারুর মত জল কেটে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জয়ন্ত নদীর এপারের কাছাকাছি চলে এল। ছাত্ররা হাততালি দিয়ে চিৎকার করে জয়ন্তকে উৎসাহ দিতে লাগল। একসময় জয়ন্ত ভাঙ্গা দুর্গের দেয়ালের কাছে চলে এল। এখন জোয়ারের সময়। নদীর জল দুর্গটার দেয়ালের অনেকটা ওপরে চলে এসেছে। জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে ভাঙ্গা পাথুরে দেয়ালের গায়ে গাঁথা একটা লোহার আঙটা ধরে হাঁপাতে লাগল। ছাত্ররা সব দুর্গের আধ-ভাঙা ছাতটায় এসে দাঁড়াল। ঝুঁকে জয়ন্ত স্যারকে দেখতে লাগল। জয়ন্ত মুখ তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে একবার হাত নাড়ল।

জয়ন্ত লোহার আঙটা ধরে দম নিল কিছুক্ষণ। দেখল পর পর তিন-চারটে লোহার আঙটা পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা। এই আঙটাগুলোর সঙ্গেই নাকি হার্মাদ জলদস্যুদের জাহাজ বাঁধা থাকত। এসব গল্প জয়ন্ত পলাশগড়ে এসেই শুনেছে। জয়ন্ত আঙটাগুলোকে ধরে ধরে এগোতে লাগল। হঠাৎ একটা আঙটা দেয়াল থেকে আলগা হয়ে গেল। জয়ন্ত একটু অবাকই হল। আঙটাগুলো তো এত পলকা হবার কথা নয়। দেখাই যাক না আঙটাটা খুলে আসে কিনা। জয়ন্ত গায়ের জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই আঙটাটা হুড়মুড় করে খুলে এল। টুকরো পাথর ধূলোবালি গড়িয়ে জলে পড়ল। লম্বাটে একটা গর্ত দেখা গেল। দুটো মসৃণ কালো রঙের পাথর পাশপাশি বসানো। অনেকটা

BanglaBook.org

বেদীর মত মনে হল। সাপের বাসা কিনা কে জানে? জয়ন্ত সরে আসতে গিয়ে দেখল—সেই কালো পাথর দুটোর মাঝখানে লম্বাটে ধরনের কী একটা জিনিস যেন আটকে আছে। ও লোভ সামলাতে পারল না। দেখাই যাক না জিনিসটা কী? ভালো করে দেখতেই বুঝল তলোয়ারের খাপের মত কী যেন একটা। উৎসাহে ওর মন নেচে উঠল। ও খাপটা ধরে টানতে লাগল। বলা যায় না—হয়ত ভেতরে তলোয়ারও রয়েছে। কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দিতেই আরও কিছু ধুলো পাথর পড়ল। তলোয়ারের খাপটা অনেকখানি আলগা হয়ে গেল। আরো কয়েকটা টান দিতেই খাপটা বেরিয়ে এল। জয়ন্ত দেখে হতাশ হল শুধু একটা খাপ! তলোয়ার নেই। যাকগে তলোয়ার। সুন্দর একটা খাপ তো পাওয়া গেছে। ধুলোময়লায় খাপের গায়ের নকশাগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। তবু জয়ন্ত দেখেই বুঝল—খুব সুন্দর লতাপাতা এঁকে খাপটার ওপর মিনে করা হয়েছে। খাপটা বেশ বড়। শেষের দিকে বাঁকানো। জয়ন্ত ভেবে অবাক হল, কত বড় শরীর হলে তবে কোমরে এত বড় তলোয়ার ঝোলানো যায়।

এদিকে নদীর ধারে ছাত্রেরা মাস্টারমশাইরা অধীর আগ্রহে জয়ন্তর জন্য অপেক্ষা করছে। হেডমাস্টার বিমলবাবুও এসে গেছেন। জয়ন্ত তলোয়ারের খাপটা উঁচু করে ধরে আস্তে আস্তে সাঁতরে পারে এসে উঠল। ছাত্রেরা সব আনন্দে চিৎকার করতে লাগল—হাততালি দিতে লাগল। জয়ন্ত তার উত্তরে হাসল। তারপর এগিয়ে এসে হেডমাস্টারের হাতে তলোয়ারের খাপটা দিল। অন্যান্য মাস্টারমশাইরা ছাত্রেরা সবাই ভিড় করে এল। সবাই অবাক চোখে খাপটা নাড়াচাড়া করে বললেন—'বেশ পুরোনো জিনিস বলে মনে হচ্ছে। একটু মাজাঘষা করলেই নকশাগুলো ফুটে উঠবে। এটা পেলেন কোথায়?'

জয়ন্ত তখন ভাঙা দুর্গটা দেখিয়ে—আঙটা খুলে আসা—বেদীর মত কালো পাথর, তার ফাঁকে খাপটা আটকে থাকা—সব

BanglaBook.org

বলল। বিমলবাবু দেখে বললেন—'লোকে যে বলে এই ভাঙা দুর্গে পর্তুগীজ জলদস্যুদের গুপ্তধন আছে—কথাটা তাহলে খুব মিথ্যে নয় দেখছি।'

আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। জয়ন্ত তলোয়ারের খাপটা নিয়ে তার কোয়ার্টারে ফিরে এল। ও ভাঙা গড় থেকে একটা তলোয়ারের খাপ পেয়েছে—এ খবরটা মুখে মুখে বেশ ছড়িয়ে গেল। উৎসাহী ছাত্ররা তো আসতে লাগলই, অন্য লোকজনও এল। জয়ন্ত ওটা বাইরের ঘরে রেখে দিল। যারা এল তারা বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে খাপটা দেখে গেল।

পরদিন জয়ন্ত বেশ উৎসাহের সঙ্গে তলোয়ারের খাপটা মাজতে বসল। প্রথমে সমস্ত খাপটায় তেঁতুল ঘষল। তারপর ঝামা দিয়ে ঘষতে লাগল। আস্তে আস্তে আঠার মত লেগে থাকা ময়লা উঠে আসতে লাগল। পরিষ্কার ফুটে উঠল লতাপাতা আঁকা নকশা। নানা রঙ তাতে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক মাজাঘষার পর খাপটা বেশ ঝকঝকে হয়ে উঠল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর জয়ন্ত খাপটা নিয়ে বসল। একটা লোহার পেরেক দিয়ে নকশার ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা ময়লাগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে লাগলো। তখনই হঠাৎ ওর নজরে পড়ল—খাপটার মাঝামাঝি জায়গায় দুপিঠে কি যেন লেখা। অক্ষরগুলো ইংরেজী অক্ষরের মত কিন্তু ভাষাটা দুর্বোধ্য। জয়ন্তর বেশ মজা লাগল। জোরে জোরে পড়তে লাগল—

আজভিন হো, মেন মেমিনো
এ্যাকুই তে ভেনাস্তা কলহার
প্যারাক মে দেস ফরচুনা
নো কমপারার এ নো ভেন্দার
এ এম তো দো সস নিগোসিয়স
এমেক্ মে এন মেডার।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা তীব্র নীল আলো চমকে গেল।

BanglaBook.org

যেন বিদ্যুৎ চমকাল। জয়ন্ত একটু অবাক হল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল—আকাশ পরিষ্কার। তারা ফুটে আছে। তবে এই আলো কোত্থেকে এল? জয়ন্ত জানালা থেকে ফিরে এসে বিছানায় বসল। আবার লেখাগুলো পড়তে লাগল। পড়া হয়ে গেল। দেখল সবশেষে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা—গঞ্জালো। হঠাৎ জয়ন্তর মনে হল—কে যেন ওর পেছনে বিছানার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্ত প্রথমে এই ভাবনাটা ভুলতে চাইল। আবার পেরেক দিয়ে খুঁটে খুঁটে ময়লা তুলতে লাগল। কিন্তু নাঃ—সত্যিই কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক।

জয়ন্ত মুখ তুলে তাকাল। ওর সমস্ত শরীরটা নাড়া খেল। ও চমকে উঠল। সত্যিই তো—একটা মোটা দশাসই চেহারার লোক ওর বিছানার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখে কালো দাড়ি গোঁফ, গায়ে বিচিত্র পোশাক। অনেকটা ইতিহাস বইতে ভাস্কো-ডা-গামার যেমন ছবি থাকে তেমনি ঢোলা হাতা কালো রঙের জোব্বা—তাতে সোনালি জরির কাজ করা। কোমরে বেল্ট। তাতে একটা খোলা তলোয়ার ঝুলছে। পায়ে প্রায় হাঁটু অব্দি ফিতে বাঁধা চামড়ার বুট। মাথায় বাঁকানো টুপি। লোকটা জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। জয়ন্ত বিস্ময়ে হতবাক। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। একবার ভাবল—স্বপ্ন দেখছে। পর্তুগীজ জলদস্যুর স্বপ্ন। কিন্তু নাঃ! লোকটা কোমর থেকে তলোয়ার বের করল। জয়ন্ত তখনও নিশ্চুপ বসে রইল। কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না। লোকটা তলোয়ারের ডগাটা এগিয়ে জয়ন্তর থুতনিতে লাগিয়ে একটু চাপ দিল। জয়ন্ত বুঝল—ঠাণ্ডা ইস্পাতের চাপ। এ স্বপ্ন নয়। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। লোকটা তেমনিভাবে তলোয়ার ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বলল—'খাপ আমারে দাও।'

লোকটার মুখে বাংলা শুনে জয়ন্ত আরো অবাক হল। কী করবে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। থুতনিতে

BanglaBook.org

তলোয়ারের চাপ পড়ল। আবার লোকটার জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'হুকুম তামিল কর।'

॥ ২ ॥

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তলোয়ারের খাপটা নিয়ে এগিয়ে দিল। লোকটা গোঁফদাড়ির ফাঁকে হাসল। হাতের তলোয়ারটা খাপে ভরে কোমরের বেল্টে আটকে রাখল। জয়ন্ত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—'আপনি কে?'

লোকটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল—'তলোয়ারের খাপে এইমাত্র আমার নাম পড়িলে—ভুলিয়া গিয়াছ?'

জয়ন্তর মনে পড়ল—বাঁকা অক্ষরে লেখা—গঞ্জালো। বলল—'ও! গঞ্জালো।'

লোকটা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল—'হ্যাঁ। গঞ্জালো—দ্য গ্রেট পাইরেট—'।

জয়ন্ত বলল—'তার মানে জলদস্যু?'

লোকটা আবার হেসে উঠল—'হ্যাঁ! তোমরা বাংলাতে আমাদের জলদস্যু বল—আমাদের হার্মাদ বল।'

জয়ন্ত এতক্ষণে একটু সাহস পেল। বলল—'কিন্তু আপনি এখানে এলেন কেন?'

এবার গঞ্জালো আরামের ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বুলোল। বলল—'মন্ত্র কাহাকে বলে—জান?'

—'হ্যাঁ জানি।'

—'এই তলোয়ারের খাপের উপরে মন্ত্র লিখা আছে। যে ইহা পড়িবে সে আমারে দেখিতে পাইবে। তুমি এইমাত্র সেই মন্ত্র পড়িয়াছ।'

জয়ন্ত এবার বুঝতে পারল। তলোয়ারের খাপের গায়ে যা

BanglaBook.org

লেখা ছিল, ও বেশ জোরে জোরে সে সব পড়েছিল। তাই গঞ্জালোর আবির্ভাব। জয়ন্ত মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গেল। কি জানি —কোন কারণে রেগে গিয়ে যদি তলোয়ার চালায়। কিন্তু ভয় পেলে তো চলবে না। এখন দস্যুটাকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। কোন কারণেই যেন রেগে না যায়।

গঞ্জালো বারকয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারী করল। তারপর হেসে বলল—'তোমার ঘর ভালো। শয্যা ক্ষুদ্র।'

জয়ন্ত চমকে উঠল। মতলব কী রে বাবা। এইখানেই থাকবে নাকি? গঞ্জালো হঠাৎ পায়চারী থামিয়ে দু'হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বলল—'বড় খুদা পাইয়াছে খাদ্য লইয়া আইস।'

জয়ন্ত বিপদ গুনল। সর্বনাশ! এই রাত্তিরে খাবার পাবে কোথায়? তার নিজের তো খাওয়া হয়ে গেছে। ও তাড়াতাড়িই খেয়ে নেয়। রাঁধুনি হরির মা কাছাকাছি একটা গ্রামে থাকে। বিকেল বিকেল রান্না শেষ করে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। জয়ন্তও ভাত তরকারি ঠাণ্ডা হবার আগেই খেয়ে নেয়। কিন্তু এ তো মহা ঝামেলায় পড়া গেল। ও এখন খাবার যোগাড় করে কোত্থেকে? জয়ন্তর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গঞ্জালো নিশ্চয়ই পর্তুগীজ। ভাত-ডাল নিশ্চয়ই খায় না! ও বলল—'কিন্তু আপনি তো ভাত-ডাল খান না।'

গঞ্জালো হেসে উঠল। বলল—'বাঙলা বলিতে পারি, ভাত ডাল খাইতে পারি না?

ও বাবা! আজকে তো রেহাই নেই। বাঙলা কথা বলে —ভাত-ডাল খায়—এ আবার কেমন পর্তুগীজ? জয়ন্ত পড়ল উভয় সঙ্কটে। গঞ্জালোকেও চটানো যাবে না। আবার খাবারই বা যোগাড় করে কোত্থেকে? একমাত্র উপায় ছাত্রদের হস্টেলের রান্নাঘর থেকে খাবার চুরি করা। সাড়ে ন'টার সময় ছাত্রেরা রাত্তিরের খাওয়া খায়। হাতে সময় মাত্র আধঘণ্টা। এর মধ্যে নিঃশব্দে সকলের অগোচরে চুরি সারতে হবে। ধরা পড়লে তো

BanglaBook.org

অপমানের একশেষ কিন্তু ওদিকে যে গঞ্জালোর তলোয়ার? বাঁচতে তো হবে। আগে তো প্রাণ তারপর তো মান।

গঞ্জালোর অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'আমার খাদ্যের কী হইবে?' তলোয়ারের হাতলে হাত রাখলো সে।

জয়ন্ত ভীতস্বরে বলে উঠল—'যাচ্ছি—যাচ্ছি। দেখি কী করা যায়। জয়ন্ত বেরিয়ে এল কোয়ার্টার থেকে। মাথায় দুশ্চিন্তা—কী করে খাবারের জোগাড় হবে।

ছাত্রদের হোস্টেলের রান্নাঘরে রাঁধুনী ঠাকুর চাকরদের তখন কাজকর্ম শেষ। ওদের জোর তাসের আসর বসেছে রান্নাঘরের বারান্দার কোণে। ওরা তাস খেলায় মশগুল। এই সুযোগ। জয়ন্ত নিঃসাড়ে রান্নাঘরের দরজার শেকল খুলল। অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে খাবার রাখার সেফ খুলল। মাংসের গন্ধ পেল সে। যাক, পর্তুগীজ ব্যাটার মনের মত খাবার জুটেছে। কিন্তু ভাতের ডেকচিটা যে মস্ত বড়। খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট হাঁড়ি পেল। ভেতরে হাত দিয়ে বুঝল ভাত। বোধহয় রাঁধুনী ঠাকুর চাকরদের জন্য আলাদা করা। জয়ন্ত অন্ধকারের মধ্যেই মাংসের গামলা থেকে অনেকটা মাংস ঝোল ছোট ভাতের হাঁড়িটায় ঢেলে নিল। তারপর হাঁড়িটা নিয়ে পায়ে পায়ে রান্নাঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল, দেখল রাঁধুনী আর চাকররা তখনও তাস নিয়ে মেতে আছে। জয়ন্ত পা টিপে টিপে উঠোনে নামল। তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এল। টেবিলের ওপর হাঁড়িটা রাখতেই গঞ্জালো চাপা স্বরে বলে উঠল—'আঃ মাংস ভাত।' জয়ন্ত মনে মনে বলল—আ বেটা হার্মাদের পো—কত খাবি খা। গঞ্জালো আবার হাতের চেটো দু'টো ঘষে নিল। তারপর টেবিলে খেতে বসল। থালা গ্লাশের বালাই নেই। হাঁড়ি থেকেই হাত দিয়ে তুলে তুলে খেতে লাগল। এক সময় ধরা গলায় বলল—'পানি।' জয়ন্ত কুঁজো থেকে গ্লাশে জল ঢালতে গেল। গঞ্জালো বলে উঠল—'ঐটা লইয়া আইস।' জয়ন্ত কুঁজোটা

BanglaBook.org

এনে ওর হাতে দিল। গঞ্জালো কুঁজোটা মুখের কাছে ধরে ঢক ঢক করে আধকুঁজো জল খেয়ে নিল। তারপর আবার গোগ্রাসে গিলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁড়ি সাফ। কুঁজো থেকে জল খেয়ে ঢেকুর তুলল। গঞ্জালোর চোখে মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠল। হেসে বলল, 'ধন্যবাদ বাবু।' জয়ন্ত মনে মনে ওর মুণ্ডপাত করতে লাগল। গঞ্জালো কুঁজোর জলেই হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় বসল। ওর গলায় ঝোলানো ছিল একটা তামার ক্রুশ। তারই সরু ডগাটা দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল। বেশ পরিতৃপ্তির ভঙ্গী। তারপর ঝোলা জোব্বার পকেট থেকে বের করল একটা ছোট্ট চামড়ার শিশি। শিশির মুখে তুলো লাগানো। তুলো খুলে শিশি থেকে কী যেন গায়ে ছিটোল। জয়ন্ত বুঝল—আতর। বেলফুলের গন্ধের মত তীব্র গন্ধ ঘরটায় ছড়িয়ে পড়ল। জয়ন্ত এবার বুঝল ও এতক্ষণ ধরে এই আতরের গন্ধই পাচ্ছিল। গঞ্জালো গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে হাসল—'আতর—কেমন বাবু?'

—'খুব ভালো।' জয়ন্ত ফাঁকা হাঁড়িটা টেবিলের নীচে রাখতে রাখতে বলল। তারপর লক্ষ্য করল তলোয়ারের খাপটা ঘরের এক কোণায় ঝুলছে। গঞ্জালোর কোমরে গোঁজা খোলা তলোয়ার। খাপটা আবার খুলে রাখল কেন? জয়ন্ত এর কারণ ভেবে পেল না। জয়ন্তর মনের কথা গঞ্জালো বোধহয় বুঝতে পারল। বলল—'ঐ খাপ পবিত্র বেদীর মধ্যে ছিল। উহা পবিত্র স্থানে রাখিতে হইবে।'

—'আপনি তাহলে খাপটা আর ব্যবহার করবেন না?'

—'না। তবে আমি যেদিন চলিয়া যাইব সেইদিন উহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।'

গঞ্জালো বার কয়েক হাই তুলে জয়ন্তর বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। একে তক্তপোশটা ছোট, তাতে অত বড় দশাসই একখানা শরীর। হাত খানেক জায়গাও অবশিষ্ট রইল না। জয়ন্তর ঘুমও পেয়েছে খুব। অথচ শোবার জায়গা তো ঐটুকু।

BanglaBook.org

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গঞ্জালোর নাক ডাকতে শুরু করল। জয়ন্ত আর কী করে! তক্তপোশের ধারে ঐ এক হাত জায়গার মধ্যেই শুয়ে পড়ল। গঞ্জালো ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরল। তক্ত-পোশে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল! তক্তপোশটা ভেঙে না যায়। জয়ন্ত চোখ খুলে শুয়ে রইল। ঘুম আসবে কি? কোন মতে শুতে পেরেছে এই যথেষ্ট। জয়ন্ত শুয়ে শুয়ে গঞ্জালোর নাকের গর্জন শুনতে লাগল। ফন্দী আঁটতে লাগল কী করে এই জলদস্যুর হাত থেকে পালানো যায়। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ পেটের ওপর চাপ পড়তে ওর ঘুম ভেঙে গেল! দেখল গঞ্জালো একটা মোটা থামের মত পা ওর পেটের ওপর তুলে দিয়েছে! ও এক ধাক্কায় পা সরিয়ে দিল। বাইরে তাকিয়ে দেখল ভোর হয়ে এসেছে। ভাবতে লাগল কী করে পালানো যায়। হঠাৎ মনে পড়ল স্কুলের একটা স্টেশন ওয়াগন আছে! সেটা গ্যারেজ থেকে বার করে নিয়ে পালালে কেমন হয়! গ্যারাজের চাবি, গাড়ির চাবি সবই দারোয়ান শিউচরণের কাছে থাকে। শিউচরণকে ডেকে তুলে সব কাজ নিঃশব্দে সারতে হবে। একবার গাড়ি নিয়ে বাইরের রাস্তায় পড়তে পারলে আর ওকে পায় কে! ও একবার গঞ্জালোর দিকে তাকাল। সে গভীর ঘুমে অচেতন। এই সুযোগ! পালাতে হলে এক্ষুণি পালাতে হবে।

জয়ন্ত আস্তে আস্তে উঠে বসল। জামা-জুতো হাতে নিয়ে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দারোয়ানদের কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে পেছন ফিরে দেখল। না—গঞ্জালো এখনও ঘুমুচ্ছে। শিউচরণের ঘরের কড়া নাড়ল আস্তে আস্তে। দু' চারবার কড়া নাড়তে শিউচরণ বেরিয়ে এল। এত ভোরে জয়ন্তকে দেখে অবাকই হল। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'শিউচরণ, গাড়িটা নিয়ে আমাকে এক্ষুণি কলকাতা যেতে হবে। গ্যারেজ আর স্টেশন ওয়াগনটার চাবি দুটো দাও।'

BanglaBook.org

—'লেকিন হেডমাস্টার বাবুসে পুছে বিনা—'

—'আরে, ফিরে এসে আমি সব বুঝিয়ে দেব। হেডমাস্টার-মশাই তোমাকে কিছু বলবেন না। চলো—আমার তাড়া আছে।'

—'চলিয়ে!'

গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে সেটা ঠেলে ঠেলে স্কুল কম্পাউণ্ডের গেটের কাছে নিয়ে এল। তখনও গাড়িতে স্টার্ট দিতে সাহস হল না যদি এঞ্জিনের শব্দে গঞ্জালোর ঘুম ভেঙ্গে যায়। শিউচরণ মেন গেটের তালা খুলে ধাক্কা দিয়ে গেটটা খুলতে লাগল। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ উঠল। এদিকে জয়ন্ত বলতেও পারে না যে শব্দ করো না। তাই নিজেই গেটে হাত লাগাল। আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে গেটটা খুলল। তারপর গাড়িতে উঠে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল। রাস্তায় পড়েই গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। কিছু-দূর চলার পর জয়ন্ত নিশ্চিন্ত হল। যাক—জলদস্যুর হাত থেকে বাঁচা গেল।

গাড়ি চলল। কিন্তু কিসের গন্ধ যেন। হ্যাঁ সেই বেলফুলের মত আতরের গন্ধ। তবে কী?—ভাবতে ভাবতে পেছনের সীটের দিকে তাকাল। দেখল, গঞ্জালো হাই তুলে উঠে বসল। ও এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে ছিল। একটু কেশে নিয়ে গঞ্জালো বলল—'এইটা কি গাড়ি?'

জয়ন্ত উত্তর দেবে কি। রাগে ওর সারা গা জ্বলে গেল। এই ব্যাটা হার্মাদের হাত থেকে কি কিছুতেই নিস্তার নেই? জয়ন্ত বেশ রাগের সঙ্গেই বলল—'এটা মোটর গাড়ি।'

—'খুব বেগে চলিতেছে।'

—'হ্যাঁ। আজকালকার গাড়ি বেগেই চলে।' তারপর বিড়বিড় করে বলল—'ব্যাটা দাড়িওলা রামছাগল।'

—'তুমি আমারে গালি দিতেছ?' গঞ্জালো বেশ অভিমানের সুরেই বলল।

—'তা দেব কেন? কোলে তুলে আদর করব।'

BanglaBook.org

—'তুমি রুষ্ট হইয়াছ। আমি তোমার কোন ক্ষতি করি নাই।'

—'আমাকে চোর বানিয়েছ সাহেব।' জয়ন্ত বেশ রেগেই বলল।

—'খুব খুদা পাইয়াছিল।' গঞ্জালো উদাস ভঙ্গিতে বলল।

জয়ন্ত হাল ছেড়ে দিল। যার কাছ থেকে পালাবার জন্যে এত কাণ্ড সে-ই তো পেছনের সীটে বহাল তবিয়তে বসে আছে। আর বাড়িতে গিয়ে কী হবে? জয়ন্ত গাড়ি থামিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আবার ফিরে চলল পলাশগড়ের দিকে। গঞ্জালো একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—'তুমি কুথায় যাইতেছিল?'

—'জাহান্নমে।'

গঞ্জালো আর কোন কথা বলল না।

ভোর হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। জয়ন্ত ভাবল—একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি থামাল। গঞ্জালোকে জিজ্ঞেস করল—'কী সাহেব, চা খাবে?'

—'উহা কী?' গঞ্জালো জিজ্ঞেস করল।

—'উহা পানীয়। পান করিতে হয়। বসো, চা নিয়ে আসছি।'

জয়ন্ত গাড়ি থেকে নেমে চা আনতে গেল। গঞ্জালো এই ফাঁকে সামনে ড্রাইভারের সীটে এসে বসল। জয়ন্ত দু গ্লাস চা নিয়ে এসে দেখে গঞ্জালো ড্রাইভারের সীটে বসে আছে। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল—'তোমার মতলব কী সাহেব?'

—'ক্ষুদ্র গাড়ির হুইল দেখিতেছি।'

—'ওটা হুইল নয়। হুইল থাকে জাহাজে। ওটা স্টিয়ারিং—নাও, চা খাও।'

দুজনে চা খেতে লাগল। গঞ্জালো আগে কোনদিন চা খায় নি। বোধ হয় চায়ের স্বাদটা অনুভব করবার চেষ্টা করল। মুখ কুঁচকে বলল—'ইহা সুস্বাদু নয়।'

জয়ন্ত কিছু বলল না। আড়চোখে স্টিয়ারিং-এর দিকে তাকিয়ে গঞ্জালো বলল—'আমাকে একবার ক্ষুদ্র গাড়ি চালাইতে দিবে?'

BanglaBook.org

সর্বনাশ! বলে কি? জয়ন্ত বলল—'এটা তোমার জাহাজ নয় যে যেমন খুশি হুইল ঘুরিয়ে চালাবে।'

কিন্তু গঞ্জালো ছাড়বার পাত্র নয়। বার বার বলতে লাগল—'একবার চালাইতে দাও।'

জয়ন্ত ভাবল—পর্তুগীজ ব্যাটার এতই যখন শখ, চালাক একটু। জয়ন্ত গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে স্পীড দিল। তারপর পাশে সরে বসে গঞ্জালোর হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিল। গঞ্জালো মনের আনন্দে ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালাতে লাগল। গঞ্জালো হঠাৎ এক সময় জাহাজের হুইলের মত স্টিয়ারিং ঘোরাতে লাগল। একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে। গাড়ি চলল একবার রাস্তার ও-কোণায়, আর একবার এ-কোণায়। জয়ন্ত যতবার স্টিয়ারিং ধরতে গেল, গঞ্জালো বলিষ্ঠ হাতে ওর হাত সরিয়ে দিতে লাগল। এবার গঞ্জালো হেঁড়ে গলায় গান ধরল—'জার্দিম ইওরোপা ও বেইরা মাস প্ল্যানতাদো—ও—ও।'

দিল স্টিয়ারিং সবটা ঘুরিয়ে। গাড়ি রাস্তা ছেড়ে নেমে এল রাস্তার পাশের বাড়ি ঘরদোরের দিকে। কারো বাগানের বেড়া ভেঙে, কারো ঘরের খুঁটি উপড়ে ফেলে, টালির ছাত ভেঙে গাড়ি চলল। গঞ্জালোর গানও চলল সেই সঙ্গে।

জয়ন্ত চোখ বুজে দুর্গানাম জপ করতে লাগল। আরো কয়েকটা বাগানের গাছ বেড়া ভেঙে গাড়ি এবার রাস্তায় উঠল। জয়ন্ত বুঝতে পারেনি যে এতক্ষণ একটা পুলিসের গাড়ি ওদের পিছু ধাওয়া করেছে। হঠাৎ পেছনে মুহুর্মুহু হর্ণের শব্দ শুনে জয়ন্ত পেছনে তাকাল। দেখলো—কালো রংয়ের পুলিসের জীপগাড়ি। জয়ন্তর মুখ শুকিয়ে গেল। সর্বনাশ! নিশ্চয়ই এতক্ষণ পুলিসের লোকেরা ওদের কাণ্ডকারখানা দেখেছে। জয়ন্ত গাড়ি থামাবে বলে হাত বাড়াল। কিন্তু গঞ্জালো ওর হাত সরিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং পুরোটা ঘুরিয়ে দিল। আবার গাড়ি নেমে এল বাড়িঘরের দিকে। দু' দুটো গোয়াল ঘর ভাঙল। গরুগুলি হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে

BanglaBook.org

এদিক ওদিক ছুটল। কয়েকটি বাগানের বেড়া ভেঙে একটা কলাগাছে ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা থেমে গেল। গঞ্জালোর গানও থেমে গেল। হর্ণ বাজাতে বাজাতে পুলিসের গাড়িটাও রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ওদিকে যাদের গোয়ালঘর বাগানের বেড়া ভেঙেছে তারাও হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে আসছে দেখা গেল। জয়ন্ত একবার ভাবল পালাই। কিন্তু সার্জেণ্ট ততক্ষণে অনেকটা কাছে চলে এসেছে। লোকজনও এসে পড়েছে। পালানো অসম্ভব। গঞ্জালো ঠিক স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে আছে। জয়ন্ত চেঁচিয়ে বলে উঠল—ব্যাটা হার্মাদের পো! তোর জন্যে আমাকে জেল খাটতে হবে।

গঞ্জালো গোঁফদাড়ির ফাঁকে মিটিমিটি হাসতে লাগল। দেখে জয়ন্তর গা পিত্তি জ্বলে গেল।

॥ ৩ ॥

ততক্ষণে লোকজন ছুটে এসে জয়ন্তকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা তো জয়ন্তকে প্রায় মারে আর কি। সার্জেণ্ট সবাইকে সরিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে নোটবই বের করল। ঘুরে ঘুরে জয়ন্তদের গাড়িটা দেখল। মুখে একটা শব্দ করল—হুঁ! জয়ন্তর কাছে এসে বলল—দেখি আপনার লাইসেন্স।

জয়ন্ত তাড়াতাড়িতে লাইসেন্সটা আনতে ভুলে গেছে।

জয়ন্ত বলল—দেখুন—ওটা—মানে—তাড়াতাড়ি বেরুতে হল—তাই—।

—বুঝেছি—থানায় যেতে হবে আপনাকে।

—তা যাচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার কোন দোষ নেই।

—হুঁ!

—যত নষ্টের গোড়া এই ব্যাটা হার্মাদ।

—হার্মাদ? সার্জেণ্ট অবাক।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ। ঐ তো গাড়িতে বসে আছে জলদস্যুটা। আবার হাসা হচ্ছে।

—আপনি কার কথা বলছেন? সার্জেণ্টের চোখে বিস্ময়।

—কেন? ঐ যে গাড়িতে বসে আছে।

—গাড়িতে তো আমি কাউকেই দেখছি না।

এবার জয়ন্তর আশ্চর্য হবার পালা। বলল—সে কি? জলজ্যান্ত জলদস্যুটা বসে আছে আপনি দেখছেন না?

সার্জেণ্টের মনে কেমন সন্দেহ হল। লোকটা পাগল-টাগল নয় তো?

জয়ন্তর পিঠে দুটো আলতো থাপ্পড় মেরে বলল—ঠিক আছে। থানায় চলুন।

জয়ন্ত এবার রুখে দাঁড়ালো—আমি থানায় যাব কেন?

—তাহলে এই গাড়ি কি আমি চালাচ্ছিলাম?—সার্জেণ্ট কৌতুকের সুরে বলল।

—গাড়ি আমিও চালাচ্ছিলাম না।

—মজা মন্দ নয়। তাহলে গাড়ি চালাচ্ছিল কে?

—বললাম তো। ঐ হারামজাদা হার্মাদ।

গঞ্জালো এতক্ষণ দু'জনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল। এবার একটা হাই তুলে পকেট থেকে আতরের শিশিটা বের করল। শুঁকল, তারপর গায়ের পোশাকে ছিটোল। সার্জেণ্টের নাকে আতরের গন্ধ লাগল। দু'একবার জোরে জোরে নাক টেনে গন্ধটা শুঁকল। বেলফুলের মত গন্ধ।

সার্জেণ্ট বলল—বেশ গন্ধ বেরোচ্ছে তো!

চার পাশে দাঁড়ানো লোকগুলো এবার একসঙ্গে বলে উঠল—ঠিক বলেছেন স্যার। আমরাও গন্ধ পাচ্ছি।

সার্জেণ্ট বুকপকেট থেকে আবার নোটবই বের করল। গম্ভীরস্বরে বলল—নাম বলুন।

জয়ন্ত ভয় পেয়ে গেল। স্কুলে জানাজানি হলে চাকরি তো

BanglaBook.org

যাবেই, অপমানের আর শেষ থাকবে না। হাত জোড় করে বলল—বিশ্বাস করুন এটা আতরের গন্ধ।

—নাম বলুন। সার্জেণ্ট তাগাদা লাগাল।

গঞ্জালো এবার গাড়ি থেকে মুখ বার করে বলল—হুঁশিয়ার! নাম-ঠিকানা ঠিক বলিও না।

রাগে জয়ন্তর মাথা গরম হয়ে গেল। আবার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে! চেঁচিয়ে বললও—তুই থাম্!

সার্জেণ্টের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল।

—কী বললেন?

—না না স্যার। আপনাকে না। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

—বাজে কথা ছাড়ুন। নাম বলুন।—সার্জেণ্ট বলল।

বৃথা চেষ্টা। পুলিসের খপ্পরে যখন পড়েছে তখন সব জানাজানি হবেই। জয়ন্ত এবার বুঝতে পারল গঞ্জালোকে এক সে ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কাজেই গঞ্জালোর কথা বলতে গেলে লোকে ওকে পাগল ঠাওরাবে। কাউকেই বোঝানো যাবে না যে একটা জলদস্যুর পাল্লায় পড়ে তাকে নাকাল হতে হচ্ছে। তার চেয়ে এই ভালো। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। আবার গঞ্জালো বলে উঠল—হুঁশিয়ার! নাম-ঠিকানা বলিও না।

জয়ন্ত ভেবে দেখল—কথাটা মন্দ নয়। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।

—নাম বলুন। সার্জেণ্টের দৃঢ় কণ্ঠস্বর তাকে সচকিত করে তুলল।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আমার নাম—

আর কিছু বলার আগেই জয়ন্ত দেখল—গঞ্জালো সার্জেণ্টের নোটবইয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে। জয়ন্তও হাত বাড়িয়ে গঞ্জালোকে বাধা দিতে গেল। সেই ফাঁকে নোটবইটা হঠাৎ শূন্যে উঠে গিয়ে পাশের বাড়ির বাগানে গিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

সার্জেণ্ট রাগে ফেটে পড়ল—আপনি আমার নোটবই ছুড়ে ফেললেন। জানেন আমাদের কাজে বাধা দেওয়া—

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সার্জেণ্টের হাত চেপে ধরল—বিশ্বাস করুন স্যার। আমি কিছু করিনি।

—ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি? সার্জেণ্ট গজরাতে গজরাতে চলল বাগানে নোটবই খুঁজতে। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই নোটবইটা পাওয়া গেল। সার্জেণ্ট নোটবই পকেটে গুঁজতে গুঁজতে বলল—চলুন থানায়। মজা টের পাওয়াচ্ছি।

এর মধ্যে কনেস্টেবল দুজন সার্জেণ্টের নির্দেশে জয়ন্তর চোট খাওয়া গাড়িটা দড়ি দিয়ে পুলিশের জীপ গাড়ির পেছনে বেঁধে দিয়েছে। থানায় জমা হবে গাড়িটা। জয়ন্ত ভেবে মন-মরা হয়ে গেল। হেডমাস্টারমশাই কী ভাববেন? কমিটির সভ্যরাই বা কী মনে করবেন? মাত্র মাস দুয়েক চাকরি করে লোকটা গাড়ি নিয়ে পালালো। যদি নাও পালায় তবু ওর বিরুদ্ধে পুলিসের অভিযোগ তো সবাই জানবেন। বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছিল—পুলিস নিশ্চয়ই এই কথাই বলবে ছিঃ! অপমানের আর শেষ থাকবে না।

—চলুন। সার্জেণ্ট জয়ন্তর হাত ধরে টানল। চারপাশের লোকজন খুব খুশী হল যে লোকটাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ মন্তব্য করল—'যাও বাছাধন—বুঝবে কত ধানে কত চাল।' জয়ন্ত কোন কথা বলল না। সার্জেণ্টের পেছন পেছন চলল। ও পেছনে বাঁধা স্কুলের গাড়িটাতে গিয়ে বসল। ভাবনায় ডুবে গেল ও। গঞ্জালো ঠিকই বলেছে। ঠিক ঠিক নাম ঠিকানা বলবো কেন? আমি তো কোন দোষ করিনি। তা ছাড়া রাস্তার ধারের কিছু বেড়ার বাড়িঘর, বাগানের বেড়া, গোয়াল ঘর ভেঙেছে। কিছু ফুলফলের বাগানও তছনছ হয়েছে। কিন্তু প্রাণে মরেনি তো কেউ। অবশ্য এভাবে গাড়ি চালানো দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু আমি কি করব? এই ভাবনার মধ্যেও জয়ন্ত নাকে আতরের গন্ধ পেল। নির্ঘাৎ গঞ্জালো।

BanglaBook.org

ঠিক তাই। পেছনের সীটে বসে আছে গঞ্জালো। হাতে ও কি? এক কাঁদি পাকা কলা। কে জানে কার বাগান থেকে চুরি করে এনেছে। মনের আনন্দে কলা খাচ্ছে। দেখে জয়ন্তর পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্তু কী করবে ও?

পুলিসের কালো জীপ গাড়িটা জয়ন্তদের গাড়িকে টেনে নিয়ে চলল। সারা রাস্তা জয়ন্ত ভেবে দেখল—ঠিক নাম ঠিকানা বলা উচিত হবে না। অন্য নাম ঠিকানা বলে দেখাই যাক না কী হয়? পরে না হয় সব স্বীকার করবে। উপস্থিত কিছু জরিমানা দিয়ে যদি রেহাই পায় তাহলে তো ভালোই। ব্যাপারটা আর বেশী দূরে গড়াবে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানতেও পারবে না। না হয় গাড়ি মেরামতির খরচটা নিজের পকেটে থেকেই যাবে। জয়ন্ত কী নাম বলবে, কী ঠিকানা দেবে, কী কাজ করে বলবে—সব ঠিক করে রাখলো।

বেহালা থানায় যখন গাড়ি দুটো ঢুকল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। গাড়ি থামলে সার্জেণ্ট এসে ডাকল—কই নামুন।

দুরু দুরু বুকে জয়ন্ত থানার অফিসঘরে ঢুকল। থানার ও. সি. সার্জেণ্টকে দেখে বলে উঠল—আরে দত্তবাবু! আসুন—বসুন।

সার্জেণ্ট সামনের চেয়ারটায় বসল। পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে জয়ন্তকে বলল—বসুন।

ও. সি. জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার, দত্তবাবু?

—আর কি? রাশ ড্রাইভিং।

জয়ন্ত বলে উঠল—স্যার, আমি—

—থামুন। ও. সি. ধমক লাগাল।

সার্জেণ্ট বলতে লাগল—রাশ ড্রাইভিং—বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছিল। খুব ভাগ্যি অত সকালে রাস্তায় লোকজন গাড়িটাড়ি ছিল না। নইলে মারাত্মক অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যেত।

—গাড়িখানা এনেছেন তো?

—হ্যাঁ। ঐ তো মাঠে রয়েছে।

BanglaBook.org

জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে ও. সি. বলল—স্টেশন ওয়াগন ?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া নাম ঠিকানা জানতে চাইলে আমার নোটবই ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।

—বলেন কি ?

—আমি ফেলিনি। জয়ন্ত বলে উঠল।

—দু দিন লকআপে থাকুন। তারপর সব বোঝা যাবে।

কথাটা বলে ও. সি. টেবিলের ওপর থেকে একটা মোটা খাতা টেনে নিল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল—নাম বলুন।

—আমার নাম ? জয়ন্ত ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ।

—আমার নাম উদয়কুমার নন্দী।

—থাকেন কোথায় ?

—বেলেঘাটা।

—ঠিকানা বলুন। ও. সি. ধমকে উঠল।

—১৩র ডি বুড়োশিবতলা লেন।

—হুঁ। কী করেন ?

—একটা প্রেস চালাই।

—গাড়ি আপনার ?

জয়ন্ত বুঝে উঠতে পারল না—কী বলবে ? ও. সি. খাতা থেকে মুখ তুললো। বলল—গাড়িটা কার ?

জয়ন্ত বলতে গেল। কিন্তু পারল না। কোমরে কিসের খোঁচা খেল। পেছনে তাকিয়ে দেখল গঞ্জালো তলোয়ারের বাঁটটা দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে। জয়ন্ত রেগে চেঁচিয়ে উঠল—আবার তুই এখানে ?

সার্জেন্ট দত্ত ও. সি.-র দিকে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে কী বলল ?

ও. সি. বারদুয়েক মাথা নাড়ল। তারপর জোর গলায় বলে উঠল —পেছনে তাকিয়ে কী দেখছেন ?

BanglaBook.org

জয়ন্ত সম্বিত ফিরে পেল। বলে উঠল—না না। কিছু না।

—গাড়িটা কার?

—ই-য়ে—আমার—।

—তা হলে প্রেস বেশ ভালোই চলে?

—আপনাদের দয়ায় মোটামুটি—

—লাইসেন্স দেখি।

—আজ্ঞে ওটা তো—

—সঙ্গে নেই।

—না।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে। গাড়ির নম্বর কত?

জয়ন্ত মহা ফাঁপরে পড়ল।

ও. সি. ব্যঙ্গের সুরে বলল—নিজের গাড়ির নম্বর জানেন না?

—মানে—। জয়ন্ত চুপ করে গেল। ঠিক তখনই গঞ্জালো কানের কাছে মুখ এনে বলল—WB 5923।

জয়ন্ত এবার চটল না। ফিরেও তাকাল না। গড়গড় করে বলে গেল—WB 5923।

সার্জেন্ট রাধাকান্ত দত্ত আপনার বিরুদ্ধে যে সব চার্জ এনেছেন, সেই সব চার্জ সত্য বলে আপনি স্বীকার করেন?

—কিন্তু—

—স্বীকার করেন কি করেন না? এক কথায় জবাব দিন।

জয়ন্ত অসহায়ভাবে কিছুক্ষণ ও. সি-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল—হ্যাঁ, স্বীকার করি।

ও. সি. আরো কী সব খাতায় লিখল। সার্জেন্ট দত্ত উঠে দাঁড়াল—চলি।

—সে কি? বসুন। চা-টা খেলেন না।

—অনেক দেরি হয়ে গেছে।—হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সার্জেন্ট দত্ত বলল—লালবাজার পৌঁছতে হবে দশটার মধ্যে। চলি —বাই বাই।

BanglaBook.org

—বাই বাই।

সার্জেণ্ট দত্ত চলে গেল। ও. সি. কলম টেবিলে রেখে চেয়ারে হেলান দিল। গলা চড়িয়ে ডাকল—সুরিন্দর্—

—হুজুর।—একজন সেপাই ঘরে ঢুকল।

—একে লকআপে ঢোকাও।

—চলিয়ে।—সুরিন্দর এগিয়ে এসে জয়ন্তর হাত ধরল। জয়ন্ত ওর হাত ছাড়িয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। জয়ন্ত একবার ভাবল মিথ্যে নাম ঠিকানার কথা স্বীকার করি। নয় তো আরো ঝামেলায় জড়িয়ে যাবো। কিন্তু আবার কোমরে তলোয়ারের হাতলের খোঁচা। জ্বালিয়ে খেল! জয়ন্ত ঘুরে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু নিজেকে সংযত করল—থাক। কেউ ওর ভোগান্তির কথা বুঝবে না। এ ক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঠং-ঠং শব্দ করে লকআপের দরজা খুলে গেল। জয়ন্ত ভেতরে ঢুকল। পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ও দেখল—লক আপে একজন আধবয়সী লোক দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আর একটা লোক মেঝেয় চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। কে জানে, এরা কারা—গুণ্ডা না পকেটমার? ঘরটায় বিশ্রী গন্ধ। হঠাৎ নাকে এসে লাগল আতরের গন্ধ। সেই বেলফুলের মত গন্ধ। এখানেও গঞ্জালো? হ্যাঁ, ঠিক তাই। জয়ন্ত দেখলো—গঞ্জালো ঘরের মধ্যে। লোহার দরজাটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। নিশ্চয়ই ও. সি-র টেবিল থেকে চুরি করে এনেছে। জয়ন্ত চেঁচিয়ে উঠল—আর কত জ্বালাবে সাহেব?

গঞ্জালো একটা হাত তুলে ওকে থামতে ইঙ্গিত করে হাসলো। চা খাওয়া তখন শেষ হয়েছে। কাপ-প্লেট নামিয়ে রেখে দিল। তারপর জোব্বার পকেট থেকে আতরের থলি বের করে শুঁকল। আবার থলিটা পকেটে রেখে জয়ন্তর পাশে এসে বসল। বলল—তুমি কি ঠিক নাম-ঠিকানা বলিয়াছ?

BanglaBook.org

—তাতে তোমার কি? আমার যা খুশি তাই বলেছি।

গঞ্জালো তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুক্-চুক্ করল—ভাল কর নাই।

—আমার ভালো তোমাকে করতে হবে না।—জয়ন্ত রাগত-স্বরে বলল।

—তুমি রুষ্ট হইয়াছ।—গঞ্জালো অভিমানের সুরে বলল।

—যাও সব। জাহান্নমে যাও।—জয়ন্ত রেগে বলল।

—আমি তোমার কোন ক্ষতি করি নাই।—বোঝাবার ভঙ্গিতে গঞ্জালো বলল।

—নাঃ, ক্ষতি আর কি! পুলিসকে মিথ্যে কথা বলতে হল, স্কুলের গাড়ি ভাঙল, এই লকআপের জঘন্য পরিবেশে চোর মাতাল পকেটমারদের সঙ্গে বসে থাকতে হচ্ছে—এসব ক্ষতি নয়—তাই না?

গঞ্জালো আর কোন কথা বলল না। হাই তুলে দেয়ালে হেলান দিল।

জয়ন্ত ভেবে দেখল এখনই গঞ্জালোর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলার সময়। ঘরে মাত্র দুজন লোক। এরা তাকে একা একা কথা বলতে দেখে নিশ্চয়ই পাগল ঠাওরাবে। যা খুশি ভাবুক এরা। গঞ্জালোর সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। জয়ন্ত ডাকল—গঞ্জালো?

গঞ্জালো চোখ বুঁজে ঝিমোচ্ছিল। চোখ খুলে উত্তর দিল—কহ।

জয়ন্ত বলল—তোমাকে তো আমি ছাড়া কেউ দেখতে পাবে না?

—না।

—কেন? জয়ন্ত জানতে চাইল।

—তলোয়ারের খাপে যে মন্ত্র লিখা আছে তাহা যে জোরে জোরে পাঠ করিবে সেই আমাকে দেখিতে পাইবে।—গঞ্জালো বলল।

—হুঁ। বুঝলাম। এবার বলো তো সাহেব, কী করলে তুমি আমার ঘাড় থেকে নামবে?—জয়ন্ত বলল।

—তোমাকে আমার ভাল লাগিয়াছে।—গঞ্জালো হেসে বলল।

BanglaBook.org

—তা তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

—আমি বাঙ্গালী খানা খাইতে খুব ভালবাসি।—গঞ্জালো হাসিমুখে বলল।

—শুনে কিতাথ হলাম। এবার বল, কবে তুমি আমার ঘাড় থেকে নামবে?

—সময় হইলেই চলিয়া যাইব।—গঞ্জালোর উদাস কণ্ঠস্বর।

—সে সময়টা হবে কবে?—জয়ন্তের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি।

—গঙ্গায় আমার জাহাজ আসিবে। সেই জাহাজে উঠিয়া আমি চলিয়া যাইব।—গঞ্জালো বলল।

জয়ন্ত এর মধ্যে লক্ষ্য করল মেঝেয় শোয়া লোকটা উঠে বসেছে। অবাক চোখে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে আছে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসা লোকটাও চোখ পিট পিট করে জয়ন্তকে দেখছে। হঠাৎ মেঝেয় বসা লোকটা চিৎকার করে ডাকল—সেপাইজী, সেপাইজী। বার কয়েক ডাকবার পর একজন সেপাই লক আপের দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল—ক্যায়া হুয়া? চিল্লাতা কেঁও?

লোকটা জয়ন্তকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে চিৎকার করে বলল—

—সেপাইজী, হাজতে পাগল ঢুকেছে।

—এই, চিল্লাও মত।—সেপাইটি ধমক দিল।

লোকটা, বলতে লাগল—আমি এখানে থাকবো না—হে ভগবান, পাগলের হাত থেকে বাঁচাও।

—আমি এখানে থাকবো না—হে ভগবান পাগলের হাত থেকে বাঁচাও।

চেঁচামেচি চিৎকার শুনে ও, সে হাজত ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—কী ব্যাপার? এত চেঁচামেচি কীসের?

—স্যার, ঐ লোকটা পাগল।—লোকটা আঙ্গুল দিয়ে জয়ন্তকে দেখাল।

—কী করে বুঝলে?

—অনেকক্ষণ ধরে একা একা কথা বলছিল।

BanglaBook.org

ভয় নেই। আঁচড়ে কামড়ে দেবে না।—ও. সি. অভয় দিল।

লোকটা ব্যাকুলস্বরে বলে উঠল—স্যার, পাগলের সঙ্গে আমি থাকব না। একবার একটা পাগল আমার কান কামড়ে দিয়েছিল।

—তেমন কিছু হলে দেখা যাবে'খন। এখন চুপ—একটি কথাও না।

ও. সি. চলে গেল। লোকটার ভয় তবু যায় না। বারবার ভয়ার্ত চোখে জয়ন্তর দিকে তাকাতে লাগল। ও. সি. যখন কথা বলছিল তখন পাহারাদার সেপাইটা তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। জয়ন্ত লক্ষ্য করল—গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে গঞ্জালো সেপাইর পকেট থেকে চাবি তুলে নিল। জয়ন্ত বাধা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়ল। আবার যদি গঞ্জালোকে থামাতে গিয়ে কথা বলে তবে ও. সি. নিশ্চয়ই ওকে পাগল ঠাওরাবে। তার মানে পাগলাগারদে যেতে হবে। তার চেয়ে এই হাজত অনেক ভাল। জয়ন্ত আর উঠল না। গঞ্জালোকে বাধাও দিল না। চুপচাপ বসে রইল।

॥ ৪ ॥

দুপুরের খাবার দেবার সময় ধরা পড়ল যে সেপাইটির চাবি চুরি গেছে। সেপাইটি একবার এ পকেট আর একবার ও পকেট হাতড়ায়। কিন্তু কোথায় চাবি? থানায় হইচই পড়ে গেল। হাজত ঘরের চাবি চুরি গেছে।

কিছুক্ষণ পরে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে হাজতঘরের দরজা খোলা হল। জয়ন্তদের সামনে দিয়ে গেল কলাই করা থালায় ভাত ডাল আর মাছের ঝোল। জয়ন্তর মোটেই খেতে ইচ্ছে করছিল না। নানা চিন্তায় কিছুই ভাল লাগছিল না। তবু খেতে হবে। উপায় কি! কিন্তু গঞ্জালোর খাবারের কী হবে? জয়ন্ত মাছের ঝোলের

BanglaBook.org

বাটিতে কিছু ভাত তুলে নিল। তারপর বাকী ভাত ডাল আর ঝোল গঞ্জালোর দিকে এগিয়ে দিল। খেতে খেতে লক্ষ্য করল, গঞ্জালো ভাত ডাল ঝোল একসঙ্গে মেখে দুই গ্রাসেই খেয়ে ফেলল। তারপর চোখ-মুখ কোঁচকাল। বোঝা গেল—ওর মোটেই পেট ভরেনি। গঞ্জালো দরজার দিকে এগোল। গরাদ দিয়ে হাত বাড়িয়ে তালার ফুটোয় চাবি লাগিয়ে ঘোরাল। দরজা খুলে গেল। আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ গেল। জয়ন্তর খাওয়া হয়ে গেছে। ও চুপচাপ বসে আছে। হাজতঘরের দরজায় একটু শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখল গঞ্জালো আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে ভেতরে ঢুকছে। ও জয়ন্তর পাশে এসে বসল। তালার ক্রুশটার ডগা দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল।

আবার থানায় হইচই পড়ল। রান্নাঘরে সেপাইদের জন্যে রান্না করা খাবার-দাবার সব চুরি হয়ে গেছে। হাঁড়ি-কুড়ি একেবারে সাফ। জয়ন্ত বুঝল—কার কীর্তি এটা। কিন্তু কিছু বলল না। গঞ্জালোর দিকে তাকিয়ে দেখল, গঞ্জালো দেয়ালে পিঠ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু পরেই গঞ্জালোর নাক ডাকতে লাগল।

বেশ রাত হয়েছে। রাত্রের বরাদ্দ ডাল রুটি তরকারি খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। গঞ্জালো যথারীতি সেপাইদের ডাল রুটিও চুরি করে খেয়ে এসেছে। তাই নিয়েও আর এক দফা হইচই হয়ে গেছে।

গঞ্জালো গম্ভীর মুখে ঘরময় পায়চারি করছিল। বোধহয় ভাবছিল কী করে পালানো যায়। এক সময় জয়ন্তর পাশে এসে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তোমার ক্ষুদ্র গাড়িটা কি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। না দেখে কী করে বলবো।

—আমাদের সময় কম।

—হুঁ। কিন্তু এঞ্জিনটা একবার দেখতে পারলে—জয়ন্তর

BanglaBook.org

কথা শেষ হবার আগেই সেই আধবুড়ো লোকটা চেঁচিয়ে উঠল—স্যার, পাগলাটা আবার পাগলামি শুরু করেছে।—কথায় বাধা পড়ায় গঞ্জালো ভীষণ চটে গেল। তলোয়ার খুলে এক লাফে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জয়ন্ত চেঁচিয়ে ডাকল—গঞ্জালো।—উঠে বাধা দিতে গেল। তার আগেই গঞ্জালোর তলোয়ারের এক লম্বা টানে লোকটার জামা দু'ফালি হয়ে গেছে।

—মেরে ফেললো স্যার, মেরে ফেললো। লোকটা পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করল। চিৎকার চেঁচামেচিতে সেপাইরা ছুটে এল। ও. সি-ও ছুটে এল। এসে জিজ্ঞাসা করল—আবার কী হল?

আধবুড়ো লোকটা ছেঁড়া জামা দেখিয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে উঠল—এই দেখুন স্যার, পাগলটা আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে।

—এ তো মহা মুশকিল হল।—ও. সি. জয়ন্তর দিকে তাকাল—কী ব্যাপার, ওর জামা ছিঁড়ে দিয়েছেন কেন?

—দেখুন সব সময় পাগল পাগল বললে মাথার ঠিক থাকে?

তাই বলে ওর জামা ছিঁড়ে দেবেন? যাক গে, সব সময়ের জন্যে একজন সেপাই দোরগোড়ায় রেখে যাচ্ছি। আবার বেচাল দেখলে—, জয়ন্ত দেখল মহাবিপদ, দোরগোড়ায় সেপাই বসে থাকলে পালাবার কোন আশাই নেই। তাড়াতাড়ি বলে উঠল—স্যার, আর কোন হুজ্জুতি হবে না। শুধু ওকে বলে যান আমাকে যেন পাগল-টাগল না বলে।

—বেশ।—ও. সি. আধবুড়ো লোকটাকে ধমক দিল—ফের যদি ওকে পাগল বলো তাহলে উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা হবে মনে থাকে যেন।

—স্যার, ও একা একা কথা বলে।—আধবুড়ো লোকটা বলল।

—বলুক, তাতে তোমার কী?

ও. সি. চলে গেল।

রাত আরো গভীর হল। হাজতঘরের আর দুজন ঘুমিয়ে পড়েছে। যে গঞ্জালো এক মিনিটের মধ্যে যেখানে সেখানে

BanglaBook.org

ঘুমিয়ে পড়ে তার চোখেও ঘুম নেই, আর জয়ন্তর তো ঘুমোবার উপায়ই নেই, নানা চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসছে।

জয়ন্ত এক সময় চুপিচুপি ডাকল—গঞ্জালো।

—কহ।—গঞ্জালো নড়েচড়ে উঠে বসল।

—পালানো ছাড়া কোন উপায় নেই।—জয়ন্ত বলল।

—আমি তাহাই বলিতেছি। চল, তোমার ক্ষুদ্র গাড়িটা রাখিয়া পালাইয়া যাই।

—উঁহু, ঐ গাড়ি নিয়েই পালাতে হবে।

—গাড়ি ভাঙিয়া গিয়াছে।

—সেটাই দেখতে হবে। তুমি দরজা খোল।

ঠং করে একটা অস্পষ্ট শব্দ হল। হাজতঘরের দরজা খুলে গেল। জয়ন্ত পা টিপে টিপে দুটো অন্ধকার ঘর পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় আলো জ্বলছে। একজন সেপাই বন্দুক কাঁধে পাহারা দিচ্ছে। জয়ন্ত সেই আলোতে দেখল, সামনের মাঠেই ওদের গাড়িটা রাখা হয়েছে। কিন্তু পাহারাদারের চোখে ধুলো না দিয়ে তো পালানো যাবে না। জয়ন্ত ফিসফিস করে ডাকল—গঞ্জালো।

—কহ।—গঞ্জালো এগিয়ে এসে বলল।

জয়ন্ত বলল—গেটটা আস্তে আস্তে খুলে দাও। তারপর ঐ সেপাইয়ের মাথার কাছে যে আলোটা জ্বলছে, ওটা ভেঙে ফেল। তলোয়ারের এক খোঁচা দিলেই ওটা ভেঙে যাবে। আলোটা ভেঙে সোজা গাড়িতে এসে উঠবে।

পাহারাদার সেপাইটা হঠাৎ দেখতে পেল, আবার গেটটা খুলে যাচ্ছে। ভাবল, কোন গাড়ি এসেছে, তাই ওরা গেটটা খুলে গাড়ি নিয়ে আসছে। কিন্তু দরজাটা পুরো খুলে গেলেও রাস্তায় কোন গাড়িই দেখা গেল না। আবার ভালো করে দেখতে যাবে এমন সময় মাথার ওপর বাল্‌বটা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। পাহারাদার সেপাইটি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না।

BanglaBook.org

জয়ন্ত এদিকে অন্ধকারে ছুটে এসে স্টেশন ওয়াগনটায় উঠল। পকেট থেকে চাবি বের করল। ও তখন ভয়ে উৎকণ্ঠায় দরদর করে ঘামছে। কী হয়, কী হয়। যদি গাড়ি স্টার্ট না নেয়। গাড়িটা একবার নড়ে উঠল। জয়ন্ত বুঝল, গঞ্জালো গাড়িতে উঠল। এবার স্টার্ট নেওয়া। জয়ন্তর হাতটা থরথর করে কাঁপছে। চাবি ঘোরাতেই এঞ্জিন গরগর শব্দে স্টার্ট নিল। জয়ন্ত আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে যেতেই পাহারাদার সেপাইটি বুঝল—গাড়ি করে কেউ পালাচ্ছে। সে 'এ রামদেও', 'হীরা সিং' বলে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। আবার ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। সবাই বারান্দায় ছুটে এল। কিন্তু ততক্ষণে অন্ধকারের মধ্যে জয়ন্তদের গাড়ি থানার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। জয়ন্ত থার্ড গীয়ার টেনে চূড়ান্ত স্পীড দিল। গাড়ি চলল ঝড়ের গতিতে।

জয়ন্ত গাড়ির হেডলাইট জ্বালাতে গিয়ে দেখল, হেডলাইট জ্বলছে না। তার মানে হেডলাইট দুটো গেছে। সামনের বাঁ দিকের চাকাটাও নড়বড় করছে। চাকাটা বেশী স্পীড সহ্য করতে পারবে না। হয়তো ছিটকে বেরিয়ে যাবে। জয়ন্ত স্পীড কমাল। গাড়ি ততক্ষণে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে অনেকটা এসে পড়েছে।

গাড়িটা যখন পলাশগড় স্কুলের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। জয়ন্ত গাড়ি থেকে নেমে কয়েকবার শিউচরণের নাম ধরে ডাকল। শিউচরণ চোখ ডলতে ডলতে এসে গেট খুলে দিল। শিউচরণ বলল—হাপনি আসলে হেডমাস্টারজী দেখা করতে বুলেছেন। জয়ন্ত বলল—ঠিক আছে। —জয়ন্ত গাড়িটা গ্যারেজে রেখে শিউচরণকে চাবিটা ফেরত দিল। তারপর হেডমাস্টারের কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়াল।

বারকয়েক ডাকাডাকি করতে হেডমাস্টার বিমলবাবু ঘুমচোখে

BanglaBook.org

উঠে এলেন। বললেন—কী বাপার জয়ন্তবাবু? আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—স্টেশন ওয়াগনটা নিয়ে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম।

—তা এ রকম হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই।

—ইয়ে হয়েছে—মানে হঠাৎই চিঠি পেলাম—বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই—

—ও। তা এখন উনি কেমন?

—ভালো। কিন্তু আর একটা ঝামেলা হয়েছে।

—কী ঝামেলা?

—রাস্তায় আর একটা লরীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে—না, না, তেমন ধাক্কা কিছু নয়। তবে—

—কী হয়েছে?

—আমাদের গাড়িটা একটু জখম হয়েছে। হেডলাইট দুটো ভেঙে গেছে আর একটা চাকা নড়বড়ে হয়ে গেছে।

—মুশকিলে ফেললেন। এখন মেরামতির খরচ তো—

—না, না। সে সব আমিই দেবো। বিকেলেই গাড়িটা মেরামতির জন্যে দিয়ে আসবো।

—বেশ।

—চলি স্যার। জয়ন্ত কোয়ার্টারে ফিরে এল। যাক, একটা ঝামেলা কাটানো গেল। কিন্তু গঞ্জালো? ওকে কাঁধ থেকে নামাবো কী করে?

পরদিন জয়ন্ত ঘুম থেকে উঠে দেখল, বিছানা খালি। গঞ্জালো নেই। দেখল, তলোয়ারের খাপটাও দেয়ালে ঝোলানো নেই। যাক বাঁচা গেছে। হার্মাদটা চলে গেছে। জয়ন্ত নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু কোথায় কি? একটু বেলা হতেই গঞ্জালো এসে হাজির। হাতে রোসগোল্লার হাঁড়ি। অনবরত খেয়ে চলেছে। একটার পর একটা। জয়ন্ত লক্ষ্য করল, গঞ্জালোর কোমরে খোলা তলোয়ার ঝুলছে। খাপটা নেই। ওটা আবার কোথায় রেখে এল? একবার

BanglaBook.org

হাঁড়ি থেকেই হাত দিয়ে তুলে তুলে খেতে লাগল। [পৃষ্ঠা ১১

জিজ্ঞেস করবে ভেবেও জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল না। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছে।

পলাশগড়ে বেশ জমজমাট রথের মেলা বসে। উলটো রথের দিন পর্যন্ত মেলা চলে। চৌরাস্তার মোড়েই রথতলা। সামনেই মাঠ। সেই মাঠেই প্রতি বছর মেলা বসে। খাবারের দোকান, দা, কুড়ুল, বঁটি, কোদাল, কাঁচির দোকান। কত রকমের যে দোকান বসেছে। আর এসেছে মৃত্যুকূপ, দেহ-হীন মুণ্ডু কথা বলছে, পুতুল নাচছে, গান গাইছে।

কয়েকজন মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে জয়ন্তও এল মেলা দেখতে। সঙ্গে যথারীতি গঞ্জালোও রয়েছে। বেল ফুলের মত আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে ওর গা থেকে। অন্য মাস্টারমশাইরা রয়েছেন। জয়ন্ত ওকে মানাও করতে পারল না। ঘুরে ঘুরে মেলা দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। এবার ফেরা। গঞ্জালো এতক্ষণ গাদা গাদা পাঁপড় ভাজা খেয়েছে, রসগোল্লা, পান্তুয়ার হাঁড়ি সাবাড় করেছে। জয়ন্ত না পারছে এ সব সহ্য করতে, না পারছে কিছু বলতে। গঞ্জালো যখচ এক হাঁড়ি দই চুরি করে নিয়ে এল, তখন আর জয়ন্ত সামলাতে পারল না। দাঁত চেপে ধমক দিল—গঞ্জালো, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। একজন মাস্টারমশাই-এর কানে গেল কথাটা। তিনি বললেন—কী হয়েছে জয়ন্তবাবু? জয়ন্ত সাবধান হল। বলল—না, কিছু না।

ফেরার পথে একটা দোকান পড়ল। খুব আলো-টালো দিয়ে সাজিয়েছে। তাকগুলোতে পরপর সাজানো টেবিল ঘড়ি, ট্রানজিস্টার, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, চায়ের সেট, এসব কিছু দামী দামী জিনিস। তাছাড়া রয়েছে ব্লেড, সিগারেট, সাবান, দেশলাই, এসব কম দামী জিনিস। একজন মুখটা মাইকের সামনে নিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে—আইয়ে আইয়ে—লাক টেরাই কিজীয়ে। এক রুপেয়ামে ঘড়ি, রেডিও, ইস্ত্রি লিজীয়ে। বেশ ভিড় হয়েছে দোকানটার সামনে। ভিড় ঠেলে জয়ন্তও ঢুকল। দেখা গেল একটা লোক চেয়ারে বসে আছে। সামনের

BanglaBook.org

টেবিলের ওপর ঘড়ির ডায়ালের মত গোল একটা জিনিস। তাতে নম্বর দেওয়া এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত। মাঝখানে একটা কাঁটা। এক টাকার টিকিট কিনে কাঁটা ঘুরিয়ে দাও। যে নম্বরে গিয়ে ঠেকবে, সেই নম্বরে জিনিস পাবে।

জয়ন্তরা কিছুক্ষণ দেখল। আশ্চর্য এই যে ঘড়ি, ট্রানজিস্টারের নম্বর কারো উঠছে না। কাঁটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন নম্বরে যে পাচ্ছে শুধু একটা বাজে সিগারেটের প্যাকেট, নয় তো সস্তা সাবান। লোকের ভিড় বেড়েই চলেছে। টিকিট কাটছে, কাঁটা ঘোরাচ্ছে—যদি ভাল একটা কিছু লেগে যায়। কিন্তু কপালে জুটছে দেশলাই, নয়তো সস্তা ব্লেডের প্যাকেট।

খেলা চলছে। হঠাৎ জয়ন্ত দেখল যে গঞ্জালো ঘড়ির নম্বর আঁকা টেবিলটার নীচে ঢুকেছে। জয়ন্ত অবাক্। গঞ্জালো নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড বাঁধাবে। ও গঞ্জালোকে ডাকতে যাবে, তার আগেই গঞ্জালো বেরিয়ে এল। জয়ন্তকে এক পাশে সরে আসতে ইঙ্গিত করল। জয়ন্ত ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার?

গঞ্জালো টেবিলের সামনে বসা লোকটাকে দেখিয়ে বলল—ঐ লোক অসৎ।

—কী করে বুঝলে?

—ঐ লোক পায়ের আঙুলের সহিত তার বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেই তার কাঁটার সহিত আটকাইয়া রাখিয়াছে। আঙুল দ্বারা তার টানিলেই কাঁটা থামিয়া যায়। সে যেখানে খুশী কাঁটা থামাইয়া দিতে পারে। জয়ন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল। ও, তাহলে এই ব্যাপার। এই জন্যেই কাঁটা দামী জিনিসের নম্বরে থামে না। হঠাৎ ও দেখল, গঞ্জালো কোমর থেকে তলোয়ার খুলছে। সর্বনাশ। খুন-টুন করবে নাকি। জয়ন্ত ওকে বাধা দিতে গেল। গঞ্জালো গোঁফদাড়ির ফাঁকে হাসল—নির্ভয় হও, দেখ কী করি।

BanglaBook.org

৫

খেলা চলছে তখনও। লোকের ভিড় বেড়েই চলেছে। কাঁটা ঘুরছে কিন্তু কারো ভাগ্যেই ভালো জিনিস উঠছে না। যে লোকটা চেয়ারে বসেছিল সে হঠাৎ কেমন উসখুস শুরু করল। আর তখনই একজনের ঘোরানো কাঁটা দশ নম্বরে থামল। তার মানে টেবিল-ঘড়িটা। সেই লোকটা টেবিলঘড়ি বগলে নিয়ে নাচতে লাগল। বোধহয় আগে বেশ কিছু টাকা জলে গেছে। এবার অন্য একজন। কাঁটা পনেরো নম্বরে এসে ঠেকল। তার মানে ট্রানজিস্টার সেট। সেও খুশীতে আত্মহারা। তখন টেবিলে-বসা লোকটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—খেল্ খতম। আর খেলা হোবে না। কিন্তু লোকেরা ছাড়বে কেন? তখনও চায়ের সেট, ইলেকট্রিক ইস্ত্রী রয়েছে। লোভে লোভে ততক্ষণে অনেক লোক জমে গেছে। তারা চিৎকার করে উঠল—খেলা চালাতে হবে। টেবিলে বসা লোকটাও চ্যাঁচাতে লাগল—নেহী আজ আউর খেলা হোবে না। কিন্তু লোকেরা টাকা বাড়িয়ে ধরল। বলল—টিকিট দাও—খেলা চালু কর। এমন সময় টেবিলে বসা মাইক মুখে যে লোকটা খদ্দের ডাকছিল তাকে কী যেন ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে মাইক-মুখে লোকটা বলতে লাগল—মেশিন কা কাঁটা খারাপ হো গিয়া, খেল বন্ধ। লোকেরা টেবিলে বসা লোকটাকে ঘিরে ধরল। হঠাৎ দেখা গেল—টেবিলে-বসা লোকটা চেয়ার টেবিলসুদ্ধ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উঠে ছুটতে যাবে—দেখা গেল ওর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে টেবিলের পায়ার সঙ্গে তার বাঁধা। ছুটে পালাবে তার উপায় নেই। ব্যস্—আর যায় কোথায়। ওর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে তার বাঁধা দেখেই লোকেরা বুঝল একটা কিছু জোচ্চুরি আছে এর মধ্যে। শুরু হল চড়-চাপড় লাথি। লোকটা তো পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করল।

BanglaBook.org

ওদিকে মাইক মুখে যে লোকটা খদ্দের ডাকছিল, মাইক ফেলে সেও বেপাত্তা। লোকের রাগ আর পড়ে না। তারা দোকান ঘর তছনছ করতে লাগল। এমন সময় ক্যাশবাক্স থেকে টাকা পয়সা কে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। লোকেরা দোকান-ভাঙা বন্ধ রেখে টাকা পয়সা কুড়ুতে লেগে পড়ল। জয়ন্ত সবই দেখল। গঞ্জালো কী করে তলোয়ার দিয়ে তার টেনে কাঁটা থামিয়ে দিচ্ছিল। তারপর চেয়ার টেবিল উলটে দিল। ক্যাশবাক্স থেকে টাকা পয়সা ওপরে ছুঁড়ে দিল, সবই দেখল। জয়ন্তর সঙ্গের মাস্টারমশাইরা কিছুই বুঝল না। কী করে কী হল? জয়ন্ত বলল—চলুন এবার ফেরা যাক। ওরা যখন ফিরে আসছে তখনও টাকা পয়সা কুড়োবার ধুম চলেছে।

দিন যায়। গঞ্জালো জয়ন্তর ঘাড় থেকে আর নামে না। শীগ্‌গির নামবে তারও লক্ষণ নেই। জয়ন্ত কী আর করে? গঞ্জালের জন্যে পার্মানেন্টলি থাকার বন্দোবস্ত করল। ছেলেদের হোস্টেল থেকে একটা বাড়তি তক্তপোশ আনাল। তার সঙ্গে বেঞ্চি জুড়ে বেশ লম্বা করা হল। গঞ্জালো পা ছড়িয়ে শুতে পেয়ে খুশীতে ডগমগ। ভাত, ডাল, মাছ, তরকারির পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশী করা হল। রাঁধুনী হরির মা জয়ন্তর খাওয়ার জিনিসের পরিমাণ দেখে অবাক। বাবুর কি হঠাৎ রাক্ষুসে খিদে পেল? প্রথম প্রথম হরির মা জিজ্ঞেস করেছে—বাবু এত জিনিস রেঁধে কী হবে? মিছিমিছি ফেলা যাবে। জয়ন্ত বলেছে—ফেলা যাবে কেন—দেখো ঠিক লেগে যাবে। সত্যিই তাই। হরির মা বাসন মাজতে গিয়ে দেখে একটা ভাতও পড়ে নেই। থালা বাসন কড়াই ডেকচি সব সাফ। তারপর থেকে হরির মা আর কিছু বলে না। কিন্তু হলে কি হবে! গঞ্জালোর পেট কি অত সহজে ভরে? খেতে বসে প্রত্যেক দিনই মিন্‌মিন্ করে বলে—এত অল্প খাইলে আমি মরিয়া যাইব।

জয়ন্ত ভাত মাছ তরকারির বরাদ্দ বাড়িয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দোকান থেকে দই রসগোল্লার হাঁড়ি চুরি করে আনে। আশে পাশের

BanglaBook.org

মাস্টার-মশাইদের কোয়ার্টার থেকে সুক্তুনী, আমের টক, মুড়ি-ঘণ্ট যা পায় চুরি করে আনে। জয়ন্ত বকে—আমার এখানে এত খেয়েও তোমার পেট ভরে না সাহেব। গঞ্জালো ব্রুশ দিয়ে দাঁত খোঁচায় আর হাসে। এদিকে এই খাবার চুরি নিয়ে বেশ কথা উঠল টাকা না পয়সা না, গয়নাগাঁটি না এমন কি পেতল কাঁসার বাসনও নয় শুধু রান্না করা খাবার চুরি হয়ে যাচ্ছে। সকলেই অবাক! ব্যাপারটা কী? জয়ন্তকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে—জয়ন্তবাবু, আপনার কিছু চুরি যায় না?'

জয়ন্ত বলে—হ্যাঁ, দু' দিন দু' হাঁড়ি ভাত চুরি হয়েছিল।

—হাঁড়ি ফেরত পেয়েছেন নিশ্চয়ই?

—এ্যাঁ—হ্যাঁ—তা পেয়েছি।

এও আর এক আশ্চর্য ব্যাপার। থালা বাসন ডেকচি চুরি যায় না। সেগুলো উঠোনে নয় বাগানে নয় সদর দরজায় পড়ে থাকে। শুধু ভেতরের খাদ্যবস্তু উধাও। কে যেন একেবারে চেটেপুটে খেয়ে গেছে। জয়ন্ত সবই বোঝে। কিন্তু কী করবে? চুপ করে থাকে।

জয়ন্ত একটা জিনিস লক্ষ্য করছে। গঞ্জালো প্রায় প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠে কোথায় চলে যায়। একটু বেলা হলে ফিরে আসে।

জয়ন্ত খেয়ে দেয়ে স্কুলে যায়। গঞ্জালো কোয়ার্টারেই থাকে। নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। জয়ন্ত বলেছে—সাবধান, তুমি কক্ষনো স্কুলে যাবে না। গঞ্জালো হেসে মাথা নাড়ে—বেশ। কিন্তু গঞ্জালোর বাজারে যাওয়া চাইই। জয়ন্ত অনেক মানা করেছে। কিন্তু গঞ্জালো যাবেই। অগত্যা জয়ন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাজার থেকে এসে গঞ্জালো ওর জোববার পকেটগুলো থেকে বার করে কোনদিন রুই মাছের মাথা কোনদিন পাঁঠার ঠ্যাং। অর্থাৎ যে জিনিসটা তার খাওয়ার শখ হবে সেটাই নিয়ে আসবে। জয়ন্ত রাগারাগি করে বলে গঞ্জালো এখন নতুন পথ ধরেছে। রান্নাটান্নার পরে জয়ন্ত খাওয়া-

BanglaBook.org

সেরে স্কুলে চলে যায়। তখন হরির মা হঠাৎ দেখে আনাজের ডালার মধ্যে একটা আস্ত ইলিশ মাছ। সে তো অবাক! বাবু ইলিশ মাছ আনল কখন? বাবু তো এনেছিল কাটা রুই। হরির মা আবার কী করবে, নিভন্ত উনুন আবার ধরায়। ইলিশ মাছ ভাজে, ঝোল করে। রাত্তিরের জন্যে রেখে দেয়। ইলিশ মাছের সবটাই যায় গঞ্জালোর পেটে। জয়ন্ত জানতেও পারে না কিছু।

এর মধ্যে একদিন গঞ্জালো ধরে পড়ল—জয়নাতো, আমি তোমার স্কুলে যাইব। গঞ্জালো 'জয়ন্ত' উচ্চারণ করতে পারে না, ডাকে 'জয়নাতো' বলে। জয়ন্ত ক্ষেপে গেল—না, তুমি স্কুলে যাবে না। সেখানে গিয়ে আবার কী কাণ্ড করবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। জয়ন্ত যখন স্কুলে যাচ্ছে—তখন গঞ্জালোও ওর পেছনে পেছনে চলল। জয়ন্ত সারা রাস্তা বকতে বকতে গেল। কিন্তু গঞ্জালো নির্বিকার।

স্কুলের মাঠ পেরিয়ে স্কুলবাড়ির দিকে যখন জয়ন্ত যাচ্ছে তখন হেডমাস্টারমশাই তাঁর দোতালার ঘর থেকে জানালা দিয়ে দেখলেন—মাঠ দিয়ে জয়ন্ত আসছে, দু' এক পা আসছে আবার থেমে পেছনে কাকে কী বলছে, কখনো মাটিতে পা ঠুকে বকছে, কখনো হাতজোড় করে অনুনয় করছে। অথচ আশ্চর্য! জয়ন্তর পেছনে কেউ নেই। হেডমাস্টারমশাই এর আগে শুনেছেন যে জয়ন্ত নাকি একা একা কথা বলে—কাকে যেন ধমকায় আবার কখনো কাকুতিমিনতি করে। আজকে উনি স্পষ্টই দেখতে পেলেন জয়ন্তর কাণ্ড।

জয়ন্ত টীচার্সরুমে সবে এসে বসেছে—বেয়ারা এসে বলল—আপনাকে হেডমাস্টার সাব ডাকছেন। জয়ন্ত ভাবল, দু'দিন পরেই ইন্টার-স্কুল টুর্নামেন্টের খেলা, হয় তো সেই ব্যাপারেই কিছু বলবেন।

জয়ন্ত গিয়ে দাঁড়াতেই হেডমাস্টার বিমলবাবু বললেন—জয়ন্তবাবু, আপনার শরীরটরীর ভালো আছে তো?

BanglaBook.org

জয়ন্ত অবাক। হঠাৎ শরীর ভালো আছে কিনা জিজ্ঞেস করছেন কেন? সে বলল—না স্যার আমি ভালোই আছি।

—হুঁ। মানে একটু আগে আপনি মাঠ পেরিয়ে আসছিলেন।

—হ্যাঁ।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন?

জয়ন্ত বুঝল বিপদ, তার মানে গঞ্জালোর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, তখন উনি জানালা দিয়ে দেখেছেন। জয়ন্তর মাথায় দ্রুত বুদ্ধি খেলে গেল। বলল—ইয়ে—পার্ট মুখস্থ করছিলাম।

—কীসের পার্ট?

—আজ্ঞে থিয়েটারের পার্ট। কলকাতায় আমাদের পাড়ায় থিয়েটার হবে তারই পার্ট।

—হুঁ। বোঝা গেল উত্তর শুনে খুব খুশী হলেন না হেডমাস্টার মশাই। বললেন—যাকগে—যে জন্যে ডেকেছি। কী মনে হয় আপনার? আমাদের ছেলেরা এবার বীরেন্দ্রনাথ ট্রফি পাবে?

—মানে মাস দু'য়েক এসেছি। কয়েকটা খেলা মাত্র দেখেছি।

—তা থেকে কী মনে হচ্ছে আপনার?

—আমাদের ডিফেন্স ভালো। কিন্তু ফরোয়ার্ড লাইন দুর্বল। আমাদের ভালো স্কোরার নেই। তুলনায় ব্রজনাথ স্কুলের ফরোয়ার্ড ভালো। তবে আমাদের লেফট্ ইন তপন যদি সুযোগ কাজে লাগাতে পারে তবে গোল হবে।

—এ ক'টা দিন ওদের একটু তালিম দিন।

—ঠিক আছে।

জয়ন্ত টীচার্সরুমে ফিরে এসে একটা নোটিশ লিখল। ছেলেদের নাম দিয়ে নোটিশটা ক্লাসে ক্লাসে পাঠাল। চারটের পর যারা খেলবে তাদের মাঠে হাজির হতে বলা হল। নোটিশ লিখতে লিখতে জয়ন্ত ট্যারা চোখে দেখলো গঞ্জালো টীচার্স রুমের কোণায় বেঞ্চিতে বসে বাদাম ভাজা খাচ্ছে। নিশ্চয়ই স্কুলের সামনের বাদাম চানাচুরের দোকান থেকে চুরি করে এনেছে।

BanglaBook.org

ফিফ্‌থ পিরিয়ডে জয়ন্ত ক্লাস সেভেন-এ গেল। আগের দিন ফুটবল মাঠের নক্সা আঁকতে দিয়েছিল। আজকে ওদের সেটা নিয়ে আসার কথা। আজকে সেটাই বোর্ডে এঁকে ভালো করে বোঝাতে হবে। সময় থাকলে ফুটবলের কিছু নিয়মকানুনও শেখাবে। ক্লাসে ঢুকে দেখল টেবিলে অনেক খাতা জমা পড়েছে। জয়ন্ত খাতাগুলো দেখল। একদিনের পড়ায় ছেলেরা মোটামুটি নির্ভুল নক্সা আঁকতে পেরেছে। খাতা সই হয়ে গেলে জয়ন্ত বোর্ডে ফুটবল মাঠের নক্সা আঁকল। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বোঝাতে গেল। দেখল, মূর্তিমান গঞ্জালো লাস্ট বেঞ্চ-এ বসে আছে। ব্যাটা হার্মাদের পো ক্লাস পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। একটু আগেই হেডমাস্টারমশাইয়ের নজরে পড়েছে সব। শেষে লোকে ওকে পাগল ঠাওরাবে। কাজেই থাক ব্যাটা বসে, জয়ন্ত বোঝাতে লাগল সেণ্টারের বর্ডার কতটা, পেনাল্টি বক্সের মাপ কী, গোল পোস্টের উচ্চতা কতটা। তারপর হ্যাণ্ডবল ফাউল এসবের নিয়মও সংক্ষেপে বোঝাল! এমন সময় একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—অফসাইডের নিয়ম কী স্যার? জয়ন্ত ছেলেটির বুদ্ধির প্রশংসা করল। বলল—খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। ফুটবল খেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল অফসাইডের সিদ্ধান্ত। এটা আমি সামনের দিন ভালো করে বোঝাব। ততক্ষণে বেল পড়ে গেছে। জয়ন্ত ক্লাস ছেড়ে টীচার্সরুমের দিকে চলল।

বারান্দা দিয়ে যাবার সময় জয়ন্ত বুঝল গঞ্জালো ওর পেছনে পেছনেই আসছে। সেই বেলফুলের মত আতরের গন্ধ। গঞ্জালো পেছনে যেতে যেতে ডাকল—জয়ন্তো? জয়ন্ত কোন উত্তর দিল না। গঞ্জালো আপন মনেই বলতে লাগল—এই খেলা খুব মজার খেলা। আমাকে শিখাইবে? জয়ন্ত দাঁতচাপা স্বরে বলল—জাহান্নামে যাও।

বিকেলে খেলার মাঠে অনুশীলন শুরু হল। জয়ন্তও খেলতে নামল। খেলা বেশ জমে উঠল। ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে গঞ্জালোও

BanglaBook.org

বসে আছে গোলপোস্টের ধার ঘেঁষে। ফুটবল খেলাটা ওর এত ভালো লেগেছে যে ও খেতে ভুলে গেছে। গোল হলে গঞ্জালো খুব উৎসাহের সঙ্গে লাফাতে লাগল।

পরের দু' দিনও সকাল বিকেল অনুশীলন চলল। গঞ্জালো ঠিক মাঠে হাজির থেকেছে। চোখ বড় বড় করে খেলা দেখেছে। দু'তিন দিন খেলা দেখেই ও খেলার নিয়ম বেশ বুঝে গেল। বল নিয়ে কেউ গোলের কাছে গেলেই ও দু' হাত তুলে চিৎকার করেছে। উৎসাহ দিয়েছে। তবে সেই চিৎকার কারো কানেই যাচ্ছে না।

সেদিন শনিবার ফাইনাল খেলা। স্কুলে ক্লাস-ট্রাস এক-রকম হলই না। থার্ড পিরিয়ডেই ছুটি হয়ে গেল। ছেলেরা সব মাঠের দিকে ছুটল। ভালো জায়গায় বসতে হবে। পলাশগড়ের লোকজনও বহু এল। বেশ ভিড় হল মাঠে। মাঠে একটা মঞ্চ মতো করা হয়েছে। বি. ডি. ও. সাহেব এলেন। তিনিই বিজয়ী স্কুলকে ট্রফি দেবেন। ব্রজনাথ স্কুলের ছেলেরাও দল বেঁধে এল। ব্রজনাথ স্কুল পর পর চার বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবার হলে পাঁচ বছর হবে। কাজেই মাঠে খুবই উত্তেজনা—কী হয় কী হয়!

দুই স্কুলের খেলোয়াড়েরা মাঠে নামল। খেলা শুরু হল। দুই দলই ভালো খেলতে লাগল। খেলার শুরু থেকেই উত্তেজনা। সমর্থকদের চিৎকারে কান পাতা দায়। এর মধ্যে পলাশগড় স্কুল যেন কোণঠাসা হয়ে পড়ল। আক্রমণের ভূমিকা নিল ব্রজনাথ স্কুল। পলাশগড় স্কুলের ছেলেরা একটু সামলে নিয়েই আক্রমণ শুরু করল। এবার চলল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দু' পক্ষই গোলের সুযোগ পাচ্ছে। নষ্টও হচ্ছে সুযোগগুলো। হাফটাইম পর্যন্ত কোন পক্ষই গোল করতে পারল না। হাফটাইমের পর খেলা শুরু হতেই নিজেদের দোষে পলাশগড় স্কুল একটা গোল খেল। ব্রজনাথ স্কুলের ছেলেরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। নেচে কুঁদে ডিগবাজি খেয়ে, ছাতা খুলে বন্ধ করে তারা তাদের আনন্দ

BanglaBook.org

প্রকাশ করল। পলাশগড় স্কুলের খেলোয়াড়েরা কেমন যেন মিঁইয়ে গেল। ব্রজনাথ স্কুলের আক্রমণের মুখে তারা যেন আর দাঁড়াতে পারছে না। ওরা চেষ্টা করতে লাগল যাতে আর গোল না হয়। জয়ন্ত নিজেও স্টপার হিসেবে খেলছিল। ও স্কুল ক্যাপ্টেনকে ডেকে বলল—'সবাইকে বলে দাও—আরো গোলে যদি হার হয় হোক—আক্রমণ চালিয়ে যাও।' ক্যাপ্টেন সবাইকে সে কথা জানিয়ে দিল। ওরা এবার এগিয়ে খেলতে লাগল। ওদের ব্যাকে খেলছিল যে ছেলেটি সে একাই বিরোধী দলের আক্রমণ ঠেকাতে লাগল। অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলছিল ছেলেটি। খেলা আবার জমে উঠল।

হঠাৎ ব্রজনাথ স্কুল একটা গোল খেল। অদ্ভুত গোল। প্রায় পেনাল্‌টি বক্সের সীমানার কাছ থেকে পলাশগড় স্কুলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড গোল লক্ষ্য করে বল সট করল। বলটা গোল পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বলটা কীসে যেন লেগে ঘুরে গোলে ঢুকে গেল। 'গো-ও-ও-ল।' সারা মাঠ চিৎকারে ভেঙে পড়ল। গোলকীপার হতবাক। কাছে দাঁড়ানো ব্যাকের অবস্থাও তাই। দু' জনেই অবাক—কী করে গোল হল? জয়ন্ত দেখল গণ্ডগোলের কাণ্ডটা। ও ছুটে রেফারীর কাছে গেল। বলল—এ গোল হয়নি। রেফারী যতই বলছে স্পষ্ট গোল হল, আমি নিজের চোখে দেখলাম, আর আপনি বলছেন গোল হয়নি। জয়ন্তও বলতে লাগল—এ গোল হয়নি। রেফারীও নিজের সিদ্ধান্তে অটল। জয়ন্ত বুঝল বৃথা চেষ্টা। কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। ও মাঠ ছেড়ে চলে এল। একজন বদলি খেলোয়াড় পাঠিয়ে দিল। এদিকে পলাশগড় স্কুলের ছেলেদের আনন্দ দেখে কে? কিন্তু জয়ন্তর ব্যবহারে অন্যান্য মাস্টারমশাইরা একটু অবাকই হলেন। স্পষ্ট গোল হল আর জয়ন্ত বলছে গোল হয়নি। দু' একজন জয়ন্তকে বললও সে কথা। জয়ন্ত হতাশার সুরে বলল, আমি

BanglaBook.org

কাউকেই বোঝাতে পারব না আসল ব্যাপারটা। ছেলেরা এল। বলল —স্যার আপনি না খেললে চলবে না। আপনি আসুন স্যার। কিন্তু জয়ন্ত গোঁ ধরে বসে রইল! সে কিছুতেই আর খেলতে রাজী হল না।

খেলা আবার শুরু হল। দু' দলই গোল করেছে। কাজেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। দু' দলই আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল গোল করবার জন্য। কোন পক্ষই আর গোল করতে পারছে না। উভয়পক্ষই কয়েকটা সুযোগ নষ্ট করল।

৬

এতক্ষণ গঞ্জালো ব্রজনাথ স্কুলের গোলপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে বাদাম খাচ্ছিল। জয়ন্ত আড়চোখে ওর দিকে লক্ষ্য রাখছিল। আবার যদি গঞ্জালো মাঠে নেমে গোল দিতে যায় ও বাধা দেবে। খেলা শেষ হ'তে মাত্র পাঁচ ছ' মিনিট বাকী। হঠাৎ গঞ্জালো মাঠে ঢুকে পড়ল। জয়ন্ত চেঁচিয়ে বলল—ওকে মাঠ থেকে বের করে দাও। মাস্টারমশাইরা অবাক। মাঠে আবার কে ঢুকল? জয়ন্ত তখনও চেঁচিয়ে বলছে—তুই বেরো মাঠ থেকে—বেরো বলছি। মাস্টারমশাইরা বারবার জয়ন্তকে শান্ত করতে লাগলেন —কেন রাগারাগি করছেন? কেউ মাঠে নামেনি। কিন্তু জয়ন্ত শান্ত হল না। সে বলে উঠল—আমাকে যেতেই হবে। সে মাঠে নামতে যেতেই মাস্টারমশাইরা তাকে ধরে ফেললেন। জয়ন্ত চিৎকার করে বলতে লাগল—এ অন্যায়। আমাকে ছেড়ে দিন। কিন্তু মাস্টারমশাইরা ওকে ছাড়লেন না। বারবার শান্ত করতে লাগলেন। ঠিক তখনই কিছুটা দূর থেকে সট করা একটা বল ব্রজনাথ স্কুলের গোলের দিকে উঁচু হয়ে যাচ্ছিল। খুবই সহজ বল। ব্যাক ছেড়ে দিল গোলকিপার ধরবে বলে।

BanglaBook.org

গোলকিপারও তৈরি বুকের কাছে বলটা ধরবে বলে। কিন্তু বলটা হঠাৎ গতি পরিবর্তন করে গোলকীপারের মাথার ওপর দিয়ে গোলে ঢুকে গেল। এক মুহূর্ত নীরবতা। ব্যাপারটা দর্শকদের বুঝতে একটু সময় লাগল। তারপরই সারা মাঠ ভেঙ্গে পড়ল—'গো-ও-ল' চিৎকারে। শুধু মাঠের দক্ষিণ দিকে যেখানে ব্রজনাথ স্কুলের ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একটা শব্দও শোনা গেল না। এদিকে জয়ন্ত মাস্টার-মশাইদের হাত ছাড়িয়ে রেফারীর কাছে ছুটে গেল। বলল—এ অন্যায়—এ গোল হয়নি। রেফারী অবাক। তিনি কঠিন স্বরেই বললেন—এভাবে ডিস্টার্ব করলে আমার পক্ষে খেলা চালানো অসম্ভব। জয়ন্তও নাছোড়বান্দা। সে বারবার বলতে লাগল—এ গোল হয়নি। বাইরের একজন লোক বল ঠেলে দিয়েছে। এবার রেফারী বুঝলেন—কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। ভদ্রলোক বোধহয় ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। রেফারী জয়ন্তর পিঠে হাত দিয়ে বললেন—ঠিক আছে। আপনি বাইরে যান—আমাকে খেলা আরম্ভ করতে দিন। এর মধ্যে মাস্টারমশাইরাও এসে পড়েছেন। তাঁরা জয়ন্তকে একরকম জোর করেই মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন।

আবার খেলা শুরু হল। মিনিট দুই তিন খেলা চলার পরই হুইসল্ বাজল। পলাশগড় স্কুলের ছেলেরা হইহই করতে করতে ছুটল পুরস্কার বিতরণী মঞ্চের দিকে। বি. ডি. ও. সাহেব উভয় পক্ষের খেলোয়াড়দের খেলারই প্রশংসা করলেন। তারপর বেশ বড় কাপটা তুলে দিলেন পলাশগড় স্কুলের ক্যাপ্টেনের হাতে। সবাই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল পলাশগড় স্কুলের খেলোয়াড়দের।

এতক্ষণ জয়ন্ত মাঠের এক কোণায় চুপচাপ বসে ছিল। মাস্টার-মশাইরা ওকে মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার পর জয়ন্ত আর একটি কথাও বলেনি। কাউকেই বোঝানো যাবে না কী অন্যায় পথে তার স্কুল জিতে গেল। জয়ন্ত দেখল, ছেলেরা সব কাপ

BanglaBook.org

নিয়ে থ্রী চিয়ার্স করতে করতে স্কুলের দিকে যাচ্ছে। গঞ্জালো এতক্ষণ বোধহয় পুরস্কার বিতরণী দেখছিল। এবার লম্বা লম্বা পা ফেলে জয়ন্তর কাছে এল। বলল—জয়নাতো তোমার কী হইয়াছে? জয়ন্ত কোন কথা বলল না। গঞ্জালো বলল—তুমি রুষ্ট হইয়াছ? জয়ন্ত এবারও চুপ করে রইল। গঞ্জালো বলল—তোমার দল জিতিয়াছে। আনন্দ কর।

জোচ্চুরি করে জিতে আমার আনন্দ হয় না।—রাগত স্বরে জয়ন্ত বলল।

মাস্টারমশাইরা জয়ন্তকে খুঁজছিলেন। একটি ছেলে এসে বলল—জয়ন্ত স্যার মাঠে বসে আছেন। মাস্টারমশাইরা দল বেঁধে এলেন। জয়ন্তকে ডাকলেন—আসুন জয়ন্তবাবু। জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। মাস্টারমশাইদের সঙ্গে স্কুল কোয়ার্টার্সের দিকে চলল। একজন মাস্টারমশাই বললেন—জয়ন্তবাবু, আপনি গোল দেওয়া নিয়ে ও-রকম পাগলামি করছিলেন কেন? জয়ন্ত আস্তে আস্তে বলল—সেটা এখন আমি আপনাদের বোঝাতে পারবো না। যদি কোনদিন সুযোগ আসে আপনাদের দেখাব।

সকলেই ধরে নিল জয়ন্তর মাথায় কিছু গোলমাল হয়েছে। নইলে একা একা কথা বলে, চিৎকার করে কাকে বকে কেন?

হেডমাস্টার বিমলবাবুও জয়ন্তকে পরে জিজ্ঞেস করেছিলেন—জয়ন্তবাবু, আপনি আর খেললেন না কেন? জয়ন্ত চুপ করে থেকেছে। কোন উত্তর দেয়নি। কী আর বলবে? কাউকে কিছু বলতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। কেউ সে কথা বুঝবেও না—উলটে ওকেই বদ্ধ পাগল ঠাওরাবে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস, স্থানীয় পূজাপার্বণ আর রবিবার এইসব মিলিয়ে দিন পাঁচেক ছুটি পাওয়া গেল। জয়ন্ত ঠিক করল এ ক'টা দিন বাড়ি ঘুরে আসবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে গঞ্জালোকে নিয়ে। ওকে তো ঠেকানো যাবে না। ওর চোখকে ফাঁকি দিয়েও পালানো চলবে না। ও ঠিক পিছু ধাওয়া করবে। উপায় নেই—ওকে সঙ্গে

BanglaBook.org

নিতেই হবে। তবে বাড়িতে গিয়ে উপদ্রব না শুরু করে। গঞ্জালোর কাছ থেকে আগে কথা আদায় করে তবেই ওকে নিয়ে যাবে।

ছুটির আগের দিন রাত্রিবেলা জয়ন্ত বিছানায় শুয়ে আছে। একটু আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। গঞ্জালো খাওয়া-দাওয়া সেরে 'একটু ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই খাবার চুরির ধান্ধায় বেরিয়েছে। জয়ন্ত অনেক বারণ করেছে। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। ও যত বারণ করে, গঞ্জালো ততই মিনমিনে গলায় বলে—জয়নাতো, তোমার সব কথা মানিব কিন্তু আমাকে খাইতে বারণ করিও না। আমি তাহা হইলে না খাইয়া মরিয়া যাইব। কাজেই জয়ন্ত আর কিছু বলে না।

একটু রাত হয়েছে। গঞ্জালো ফিরলো। ইদানীং গঞ্জালোর আবার পান খাওয়ার অভ্যেস হয়েছে। ভগবান জানেন কী করে পান যোগাড় করে। বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার পর মাঝে মাঝে পান খায় ও। আজও পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকল। দু'হাত ওপরে তুলে মুখ হাঁ করে হাই তুলল। তারপর আতরের শিশি থেকে আতর গায়ে ছিটিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। জয়ন্ত ডাকল—গঞ্জালো।

—কহ।

—তুমি কি আমার সঙ্গে কলকাতা যাবে?

—কলকাতা কোথায়?

—সে গেলেই দেখতে পাবে। আমি কলকাতায় আমার বড়িতে যাচ্ছি। তুমি যাবে?

—না যাইয়া উপায় কি? এখানে আমাকে কে খাইতে দিবে?

—হুঁ। কিন্তু কয়েকটা শর্তে তোমাকে নিয়ে যেতে রাজী আছি।

—কহ।

BanglaBook.org

—এক নম্বর, বাড়িতে গিয়ে এমন কোন কাণ্ড করবে না যাতে মা বা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা ভয় পায়। মা হার্টের রোগী। ভয়টয় পেলে বিপদ ঘটবে।

—বেশ।

—দু' নম্বর, আমরা যা খেতে দেব তাই খাবে। বাড়ি থেকে কিছু চুরি করে খাবে না।

গঞ্জালো এবার মিনমিন করে বলল—তাহা হইলে আমি না খাইয়া মরিয়া যাইব।

—কেন? বাইরে দোকান-টোকান থেকে খাবে। কিন্তু বাড়ির কোন জিনিসে হাত দেবে না।

—বেশ।

—আমি যা বলবো তাই করতে হবে।

—বেশ, তাহাই হইবে।

—তাহলে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার।

জয়ন্ত পাশ ফিরে শুল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাত্রে হঠাৎ জয়ন্তর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে যেন ঘরের মধ্যে পরিত্রাহি চিৎকার করছে। ধড়মড় করে উঠে বসল। আলো জ্বালাল। দেখল গঞ্জালো একটা লোকের ঘাড় চেপে ধরে আছে, আর লোকটা প্রাণপণে চিৎকার করছে—মেরে ফেল্লে গো—বাঁচাও—বাঁচাও। গঞ্জালোর সাঁড়াশীর মত আঙ্গুলের চাপে লোকটার দম বন্ধ হয়ে আসার মত অবস্থা। জয়ন্ত বুঝল লোকটা চোর। গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গুটানো। জয়ন্ত বলল—ওকে ছেড়ে দাও।

গঞ্জালো বলল—লোকটি চুরি করিতে আসিয়াছিল। ঐ দেখ—দরজা খোলা।

—তা হোক, ছেড়ে দাও।

—বেশ। গঞ্জালো লোকটার ঘাড় ছেড়ে দিল। চোরটার এক ছুটে খোলা দরজা দিয়ে পালিয়ে যাবার কথা, কিন্তু লোকটা

BanglaBook.org

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কে যে এতক্ষণ ওর ঘাড় চেপে ধরেছিল, সেটা ও তখনও ভেবে পাচ্ছিল না। চোরটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে গঞ্জালো দিলো এক ধাক্কা। লোকটা ছিটকে খোলা দরজা দিয়ে বারান্দায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। এক ছুটে পালিয়ে গেল।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে জয়ন্ত দেখল—গঞ্জালোর বিছানা খালি। বুঝল গঞ্জালো যেমন মাঝে মাঝে সকালবেলা চলে যায় তেমনি বেরিয়েছে। একটু বেলা হলেই আসবে। গঞ্জালো যে মাঝে মাঝে কেন বেরোয়, কোথায় যায় ও কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। আজকে ভাবল জিজ্ঞেস করবে।

একটু বেলা হলে গঞ্জালো ফিরে এল। হরির মাকে তাড়াতাড়ি রান্না সেরে নিতে বলে জয়ন্ত ঘরে এল। দেখল গঞ্জালো খুব চিন্তিত মুখে বিছানায় বসে আছে। আজকে আর চুরি করে আনা জিলিপি, সিঙ্গাড়া, রুটিও খাচ্ছে না। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা গঞ্জালো, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

—কহ।

—তুমি প্রায় দিনই সকালবেলা কোথায় যাও ?

গঞ্জালো চুপ করে রইল। জয়ন্ত আবার প্রশ্নটা করল। তখন গঞ্জালো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল—আমার জাহাজ আসিবে—আমাকে লইয়া যাইবে।

—জাহাজ আসবে ? কোত্থেকে ?

—সে তুমি বুঝিবে না।

—ও।

—জান জয়নাতো—জাহাজ আসিবার সময় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জাহাজ আসিতেছে না।

—সত্যিই জাহাজ আসবে ? জয়ন্ত বেশ আশ্চর্য হল।

—তাহা হইলে আমি কি ঝুট কথা বলিতেছি ? গঞ্জালো বেশ রেগেই বলল। জয়ন্ত আর কথা বাড়াল না।

BanglaBook.org

বেলা দশটার মধ্যেই দু'জনে খেয়ে নিল। হেডমাস্টারের কাছ থেকে আগেই জয়ন্ত স্টেশন ওয়াগান চেয়ে রেখেছিল। শিউচরণের কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে নিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল। মেন গেট ছেড়ে গাড়িটা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর ছুটল কলকাতার দিকে।

গাড়িতে আসতে আসতে এতক্ষণ ধরে গঞ্জালো জয়ন্তকে নানা কথা জিজ্ঞেস করেছে। গুরুজনদের মত গম্ভীর ভঙ্গীতে জানতে চেয়েছে—জয়ন্তর বাড়ি কোথায়? বাড়িতে কে কে আছেন? বাবা কী করেন? এ সব নানা প্রশ্ন। কলকাতা পৌঁছে কিন্তু গঞ্জালো একেবারে চুপ করে গেল। হাঁ করে দেখতে লাগল—বিরাট বিরাট বাড়ি গাড়ি দোকানপাট লোকজন। জয়ন্ত ইচ্ছে করেই গাড়িটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে নিয়ে এল। গঞ্জালোর হয় তো দেশের কথা মনে পড়ল। হয় তো পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে এ ধরনের বিরাট কম্পাউণ্ডওলা বাড়ি দেখে থাকবে। তাই গঞ্জালো খুশী মনে শিস্ দিল। সেণ্ট পলস্ গীর্জা দেখে গঞ্জালো বলে উঠল—গীর্জা।

জয়ন্ত বলল, হ্যাঁ, সেণ্ট পলস্ গীর্জা। গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে গীর্জার ঘড়িটা দেখা যাচ্ছিল। গঞ্জালো তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এই একটা জিনিসই বোধহয় ওর কাছে পরিচিত বলে মনে হল। তারপরেই উঁচু উঁচু সব বাড়ি। জয়ন্ত দেখল, গঞ্জালো গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়িগুলো দেখছে। ওর চোখে বিস্ময়। এত উঁচু বাড়ি!

BanglaBook.org

৭

এক সময় গাড়ি এসে জয়ন্তদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। ওদের বাড়িতে গাড়ি রাখার জায়গা নেই। জয়ন্ত একটু এগিয়ে রায়-বাবুদের মোটর কারখানায় গেল। গাড়ি সারাইয়ের কারখানার পাশেই গাড়ির গ্যারেজ। রায়বাবু জয়ন্তর খুবই পরিচিত। রায়বাবুকে বলতেই উনি রাজী হলেন। গাড়িখানা সেই গ্যারেজে রেখে জয়ন্ত বাড়ির দিকে পা বাড়াল। বাড়িতে ঢোকবার আগে জয়ন্ত ডাকল —গঞ্জালো।

—কহ।

—যা বলেছি মনে আছে তো?

—হ্যাঁ। গঞ্জালো তখন চারিদিকে তাকিয়ে ঘরবাড়ি দেখছে।

বাড়িতে ঢুকতে মার সঙ্গেই প্রথম দেখা হল। মা তো অবাক। বললেন—কী রে। তোর চিঠি নেই পত্তর নেই! আমরা তো ভেবে মরি। জয়ন্ত মাকে প্রণাম করল। বলল—আসব বলে আগেই ঠিক করেছিলাম। তাই চিঠিপত্র আর দিইনি।

—খেয়ে দেয়ে এসেছিস তো!

—হ্যাঁ। তুমি বরং একটু চা করে দাও। আর ইয়ে—খাবার দাবার কিছু আছে?

—মুড়ির মোয়া আছে।

—ও। তাহলে গোটা দশেক মোয়া দিও। মা একটু অবাক হলেন। বললেন—হ্যাঁরে, তুই তো মুড়ির মোয়ার চেয়ে চিঁড়ের মোয়াই বেশি ভালবাসিস্?

—উঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ—কিন্তু অদ্দূর থেকে আসছি তো, খিদে পেয়েছে।

BanglaBook.org

—বেশ।

—আর চা এক গ্লাস ভর্তি করে দিও।

—গ্লাসে চা খাবি?

—হ্যাঁ। ইয়ে মা, বৌদি কোথায়?

—শ্যামবাজারে বাপের বাড়ি গেছে।

—আজকেই ফিরবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সন্ধের আগেই ফিরবে।

নিজের ঘরটায় ঢুকে জয়ন্ত জামাটা খুলে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখল। তারপর জুতো মোজা খুলে বিছানায় চোখ বুঁজে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। একসময় চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে দেখল—গঞ্জালো ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। গঞ্জালো এসে বিছানায় বসল। পকেট থেকে আতরের থলিটা বের করে গন্ধ শুঁকল। জোব্বায় লাগাল। তারপর তক্তপোশে মট্ মট্ শব্দ তুলে জয়ন্তর পাশে আধ-শোয়া হল। জয়ন্ত এবার চোখ খুলে ডাকল—

—গঞ্জালো?

—কহ।

—তোমার শুতে খুব অসুবিধে হবে।

—আমি নীচে শুইব।

—পারবে?

—কত রাত্রি জাহাজের পাটাতনে শুইয়া কাটাইয়াছি।

মা এক গ্লাস চা আর মোয়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, কী একা একা বকর বকর করছিলি?

—এ্যাঁ, না তো—ইয়ে হয়েছে, মা মন্তু রুমা কখন ফিরবে?

—তিনটে সাড়ে তিনটের মধ্যে। নে খেয়ে নে। মা চলে গেলেন।

মুড়ির মোয়া দেখে গঞ্জালোর চোখদুটো খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনেকদিন মুড়ির মোয়া খায়নি বোধহয়। আশ্চর্য! জয়ন্ত

BanglaBook.org

লক্ষ্য করেছে গঞ্জালো বাঙালীদের খাওয়ার জিনিস ভীষণ পছন্দ করে। ও বোধ হয় মাংস ফেলে শুক্তো খাবে। গঞ্জালো এদিকে মোয়া খেতে ব্যস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই দশটা মোয়া শেষ। চায়ের গ্লাসটা টেনে নিয়ে বলল—জয়নাতো, তুমি চা খাইবে না?

—নাঃ বিকেলে খাবো।

শুয়ে থাকতে থাকতে জয়ন্ত একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল মন্তু আর রুমার খুশীর চিৎকারে। 'কাকু কাকু' বলে ডাকতে ডাকতে দু'জনেই জয়ন্তর বিছানায় উঠে পড়ল। রুমা তো গিয়ে সোজা জয়ন্তর বুকের ওপর বসে পড়ল। মন্তু নিজে বসবে বলে ওর হাত ধরে টানতে লাগল। জয়ন্ত হেসে বলল, নে দু'জনেই বোস। তখনও মন্তু রুমা স্কুলের য়ুনিফর্ম ছাড়েনি। কাকু এসেছে শুনে ওদের বোধহয় আর তর সইছিল না। অনেক কষ্টে জয়ন্ত ওদের শান্ত করল। তারপর বলল—যাও স্কুলের য়ুনিফর্ম ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে তারপর আমার কাছে আসবে। মন্তু রুমা হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল। জয়ন্ত দেখল—গঞ্জালো ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ও এতক্ষণ বোধহয় মন্তু আর রুমার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। গঞ্জালো আস্তে আস্তে বলল—জয়নাতো—তুমি খুব সুখী। জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—হ্যাঁ গঞ্জালো, সত্যিই আমি সুখী। গঞ্জালো এসে বিছানায় বসল। জিজ্ঞেস করল—তোমার পিতা ভ্রাতা কোথায়?

—অফিসে। সন্ধ্যাবেলা ফিরবে।

জয়ন্ত একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে যে গঞ্জালো বেশ সুন্দর সাধুভাষায় কথা বলে। অবশ্য থেমে থেমে বলে, উচ্চারণেও অনেক ভুল। তবু ভাষাটা সাধু বাঙলা। গঞ্জালোকে এই প্রশ্নটা করবে অনেকদিন ভেবেছে। আজকে সুযোগ পেল। তাই জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা গঞ্জালো—তুমি বাঙলা ভাষা শিখলে কী করে?

গঞ্জালো হাসল। বলল—এক পাদ্রীর নিকট হইতে।

BanglaBook.org

—তোমরা তো জাহাজ লুঠ করে বেড়াতে—পাদ্রী পেলে কোথায় ?

—এই গঙ্গা নদীর একটি নৌকায় তাহাকে পাইয়াছিলাম। জয়নাতো—পাদ্রী অনেক কাজে লাগে। নরহত্যার পাপ করিতাম —পাদ্রীর কাছে সেই পাপ স্বীকার করিতাম—জেসাসের অনুগ্রহ চাহিতাম। তাহা ছাড়া—আমাদের মধ্যে যাহারা লড়াইয়ের সময় মারা পড়িত—যাহারা অসুস্থ হইয়া মারা যাইত—তাহাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার আগে পাদ্রী বাইবেল পড়িয়া শুনাইত—শেষ কাজ করিত। সেই একজন পাদ্রীকে পাকড়াও করিয়া জাহাজে লইয়া আসিয়াছিলাম।

—সেই পাদ্রীসাহেব বাঙলা জানতো বুঝি ?

—খুব ভাল জানিত। এই বাঙলাদেশে সে অনেকদিন ছিল। তাহার নিকট হইতে কিছু কিছু বাঙ্‌লা শিখিয়াছি। সে খুব ভাল বাঙ্‌লা বলিত। আমি তাহা পারি না।

—তা হলেও তোমার বাঙ্‌লা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ওরা কথা বলছে এমন সময় হৈ হৈ করতে করতে মন্তু আর রুমা ঘরে ঢুকল। এর মধ্যেই ওরা স্কুলের জামাটামা খুলে এসেছে। রুমা তো ঘরে ঢুকেই আগেভাগে জয়ন্তর বুকের উপর উঠে বসল। বলতে লাগল—কাকু আমাদের বেড়াতে নিয়ে চল। জয়ন্ত হেসে বলল—কোথায় যাবি বল ? মন্তু বলল—মোড়ের পার্কটায় তো মা প্রত্যেকদিনই নিয়ে যায়। আজকে অনেক দূরে বেড়াতে যাবো।

—কীসে চড়ে যাবি ? ট্রামে না বাসে ?

—তোমার যা খুশী।

—যদি ট্যাক্‌সি করে নিয়ে যাই ?

—তাহলে তো খুব মজা। মন্তু হাততালি দিল। জয়ন্ত মনে মনে হাসল। এখনও তো ওরা স্টেশন ওয়াগানটা দেখেনি। ওটা দেখলে ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। জয়ন্ত বলল—

BanglaBook.org

ঠিক আছে আমি গাড়ি আনতে যাচ্ছি। হর্ণ শুনলেই তোমরা নেমে আসবে।

—আজকে কী মজা ট্যাকসি চড়ে যাবো। বলতে বলতে রুমা ছুটল ঠাকুরমার কাছে। বোধহয় বিনুনী বেঁধে সাজিয়ে দিতে বলবে। মন্তুও পেছনে পেছনে ছুটল।

জয়ন্ত গাড়ি নিয়ে বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। দেখল রাস্তার পাশে গঞ্জালো দাঁড়িয়ে আছে। জয়ন্ত বলল—কী সাহেব —তুমিও বেড়াতে যাবে নাকি? গঞ্জালো দাড়ি চুলকে হাসল। তারপর গাড়ির দরজা খুলে সামনের সীটে বসল। জয়ন্ত দু' তিনবার হর্ণ দিল। মন্তু আর রুমা ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। কিন্তু গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। এ তো ট্যাক্সি নয়। অন্য রকম গাড়ি। মন্তু গম্ভীর মুখে বলল—কাকু —এ তো ট্যাক্সি নয়।

—ট্যাক্সির চাইতে অনেক ভালো। উঠে আয়।

এ রকম গাড়িতে ওদের চড়া অভ্যেস নেই। দু'জনেই বেশ জড়োসড়ো হয়ে পেছনের সীটে বসল। গাড়ি কিছুক্ষণ চলতেই আস্তে আস্তে ওদের জড়তা কেটে গেল। দুজনেই সীটে লাফা-লাফি আরম্ভ করে দিল। বোঝা গেল ট্যাক্সির চেয়ে এই গাড়িটাই ওদের পছন্দ হয়েছে বেশী। রুমা জিজ্ঞেস করল—কাকু, কোথায় যাচ্ছো?

—লেক-এ যাচ্ছি। দু'জনই শুনে খুশী। বেশ দূরে পড়ে বলে ওদের কোনদিন লেকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এই প্রথম যাচ্ছে লেকে। ওদের খুশী আর ধরে না।

লেকে যখন ওরা গিয়ে পৌঁছল তখন বিকেল। কত লোকজন চারিদিকে। লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেঞ্চে বসে আছে। লেকের জলে ছেলেমেয়েরা সাঁতারের পোশাক পরে সাঁতার কাটছে। কয়েকজন লোককে দেখা গেল দাঁড় বাইতে বাইতে লম্বামত কাঠের নৌকো চালাচ্ছে। জয়ন্ত রুমাদের বুঝিয়ে

BanglaBook.org

দিল—এই সব নৌকো দিয়ে নৌকো চালানোর প্রতি-যোগিতা হয়।

লেকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রুমাদের বেশ খিদে পেল। জয়ন্তরও খিদে পেয়েছিল। গঞ্জালোর তো খিদে লেগেই আছে। জয়ন্ত রুমাদের জন্যে এক ঠোঙা করে ঝাল-মুড়ি কিনল। গঞ্জালোর জন্যে কিনল চার ঠোঙা। রুমাদের লুকিয়ে সেটা গঞ্জালোর হাতে চালান করে দিল। মুড়িওয়ালার পেঁয়াজ ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাই একটু দূরে আর একজন মুড়িওয়ালার কাছ থেকে সে পেঁয়াজ আনতে গেল। জয়ন্ত রুমাদের বলল—পেঁয়াজ দরকার নেই—চল আমরা ঐ বেঞ্চিটাতে বসে বসে খাই। ওরা মুড়ির ঠোঙা হাতে বেঞ্চিতে এসে বসল। মুড়ি খেতে খেতে জয়ন্ত হঠাৎ দেখল—গঞ্জালো নেই। চারিদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল। রুমা বলল—কাকু, কাকে খুঁজছো?

—উঁ? না—ও কিছু না। তোরা খা—আমি একটু ঘুরে আসছি। খবরদার—এই বেঞ্চি ছেড়ে কোথাও যাবি না।

জয়ন্ত কাছাকাছি এদিক ওদিক ঘুরে দেখল। কিন্তু কোথায় গঞ্জালো? হঠাৎ নজরে পড়ল একটা গাছের আড়ালে টুপির কোণা। গঞ্জালো গাছের আড়ালে কী করছে? জয়ন্ত সেইদিকে এগোচ্ছে তখনই শুনতে পেল মুড়িওয়ালা চ্যাঁচাচ্ছে—কৌই হামারা মুড়িকা টিন লে কে ভাগা। কয়েকজন লোক মুড়িওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর মুড়িওয়ালা চেঁচিয়ে চলেছে। জয়ন্তর বুঝতে বাকী রইল না এটা কার কাণ্ড? গাছের পেছনে গিয়ে দেখল—ঠিক তাই। গঞ্জালো মুড়ির টিনটা কোলের ওপর রেখে গোগ্রাসে মুড়ি খাচ্ছে। জয়ন্তকে দেখে ওর মুখ কালো হয়ে গেল। আর খাওয়া হবে না—টিন ফেরৎ দিতে হবে। জয়ন্ত চাপাস্বরে বলল—গরীব মুড়িওয়ালার মুড়ির টিন চুরি করে এনেছো—তোমার লজ্জা করে না। গঞ্জালো কোন কথা না বলে নিঃশব্দে মুড়ির টিনটা জয়ন্তর হাতে ফেরৎ দিল। জয়ন্ত দেখল—মুড়ি প্রায়

BanglaBook.org

মুড়ির টিন চুরি করে এনেছো—তোমার লজ্জা করে না। [পৃষ্ঠা ৫৬

শেষ তবুও টিনটা নিল, মুড়িওয়ালার কাছে গিয়ে বলল—এটা তোমার ?

মুড়িওয়ালা তো অবাক। বলল—হাঁ বাবুজী, কুথায় পেলেন ?

—সে জেনে কী হবে। এই নাও তোমার টিন আর এই নাও দুটো টাকা। মুড়ি কিনে নিও। মুড়িওয়ালা কিছুই বুজতে না পেরে হাঁ করে জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জয়ন্ত তাড়া দিল—'এই নাও টাকা।' মুড়িওয়ালা টাকাটা নিল। জয়ন্ত ফিরে এল বেঞ্চিটার কাছে। ততক্ষণে মন্তুদের ঝালমুড়ি খাওয়া হয়ে গেছে। একটু পরে গঞ্জালো ফিরে এসে বেঞ্চিটার এক কোণে বসল। বেশ বোঝা গেল পেট পুরে খেতে পায়নি বলে মন খারাপ। জয়ন্ত ওকে কিছু বলল না। ও গঞ্জালোর অবস্থা ভাল করেই বুঝল। কিন্তু উপায় নাই। এভাবে চুরি করে খেতে দেওয়া যায় না।

এবার ফেরার পালা। সব ব্যাপারে মন্তুর উৎসাহ খুব বেশী। গাড়ি চলতে শুরু করলে ও বলল—কাকু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে চলো না। জয়ন্ত বলল—বেশ তার আগে রাস্তায় কোন দোকানে কিছু খেয়ে নিতে হবে। জয়ন্ত দেখে দেখে একটা বেশ বড় মিষ্টির দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল।

দোকানে ঢোকবার আগে জয়ন্ত চাপাস্বরে গঞ্জালোকে বলল—গঞ্জালো, তুমি গাড়িতেই থাকো। জয়ন্ত দুটো কারণে গঞ্জালোকে দোকানে ঢুকতে দিল না। এক মন্তুদের সামনে বসে খেলে মন্তুরা এত খাবার উড়ে যাচ্ছে দেখলে ভয় পেয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ গঞ্জালো নির্ঘাৎ চুরি করে খাবে। তার চাইতে ও গাড়িতে থাক। ওর খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

যে ছেলেটা খাবার অর্ডার নিতে এল জয়ন্ত তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল—পাঁচ টাকার সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া একটা হাঁড়িতে করে গাড়িতে রেখে এস। ছেলেটি জয়ন্তর কথামত এক হাঁড়ি মিষ্টি গাড়িতে রেখে এল। জয়ন্ত নিশ্চিন্ত হল—যাক্—পাঁচ

BanglaBook.org

টাকার মিষ্টি খেয়ে গঞ্জালো অন্ততঃ ঘণ্টা দু' তিন চুপ করে থাকবে। চুরিটুরি করবে না।

খাওয়া সেরে জয়ন্ত মন্তুদের নিয়ে গাড়িতে এসে উঠল। গাড়ি চলল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে। যাওয়ার পথে জয়ন্ত ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে যেতে লাগল। মন্তুদের চেনালো —এই দেখ—ন্যাশনাল লাইব্রেরী। গঞ্জালোও বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ওরা যখন এসে পৌঁছল—তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে পুকুরের ধারে ধারে মন্তুরা ঘুরে বেড়ালো। তারপর একটা বেঞ্চে বসল। আলো-আঁধারিতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাড়িটা আরো সুন্দর লাগছিল। কিছুক্ষণ বসে থেকে মন্তুরা উঠল। জয়ন্ত দেখল গঞ্জালো তখনও ঘুরে ঘুরে দেখছে। বুঝল জায়গাটা আর বাড়িটা গঞ্জালোর খুব মনে ধরেছে। ওর জন্যেই জয়ন্ত ঠিক করল—সেণ্ট পল্‌স গীর্জেটা দেখতে যাবে।

গাড়িতে উঠল সবাই। গাড়ি স্টার্ট নিতে গঞ্জালো ওর জামার পকেট থেকে একগাদা বেলুন বের করে জয়ন্তর কোলের ওপর ফেলে দিল। আবার চুরি! নিশ্চয়ই কোন বেলুনওয়ালার ঝোলা থেকে তুলে নিয়েছে। জয়ন্ত কিছু বলল না। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কিছু দিতে হয় এই জন্যেই গঞ্জালো চুরি করেছে। থাক্ কী হবে মিছামিছি ওকে বকাঝকা করে? জয়ন্ত কোল থেকে বেলুনগুলো তুলে পেছনের সীটে বসা মন্তুদের দিল। ওরা তো খুশীতে লাফিয়ে উঠল। ওরা মজাসে বেলুন ফোলাতে লাগল। গাড়ি এসে দাঁড়ালো সেণ্ট পল্‌স গীর্জার সামনে।

ওরা গীর্জার মধ্যে ঢুকল। ঘুরে ঘুরে দেখল সব উপাসনার ঘর, রঙীন কাঁচের শার্শি, বেদী ঝড়লণ্ঠন। সামনের বাগানেও ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। গঞ্জালো জয়ন্তকে বলল—এই রকম

BanglaBook.org

গীর্জা আমাদের দেশেও আছে। গীর্জা দেখা হলে ওরা গাড়িতে এসে উঠল। এবার বাড়ি ফেরা।

৮

জয়ন্ত বাড়ি ফিরে দেখল, বাবা দাদা দুজনেই অফিস থেকে ফিরেছেন। বৌদিও ফিরেছেন। বাবা জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করলেন—

—ক'দিনের ছুটি তোর?

—পাঁচ দিনের।

কেমন লাগছে চাকরী?

—খুব ভালো।

দাদা ওকে জিজ্ঞেস করল—পলাশগড় জায়গা কেমন—স্কুলটা কত বড়—স্কুল থেকে কিছু বাড়তি ভাতা দেয় কি না—এইসব। কথাবার্তা বলতে বলতে রাত হয়ে গেল। উঠে আসার সময় জয়ন্ত বৌদিকে বলল—বৌদি, আমার খাবারটা আমার ঘরেই দিয়ে এসো।

—কেন? রান্নাঘরে একসঙ্গে খাবে না?

—না—মানে—ইয়ে হয়েছে—লেখাপড়া কাজ আছে একটু—ঘরে বসেই খেয়ে নেবো।

—বেশ।

নিজের ঘরে এসে জয়ন্ত গঞ্জালোকে দেখতে পেল না। এ তো এক ঝামেলা হল। কোথায় গেলো গঞ্জালো? ভাবলো—দেখি একটু অপেক্ষা করে। ততক্ষণে না এলে বাইরে গিয়ে খুঁজতে হবে। একটা গল্পেই বই নিয়ে জয়ন্ত বিছানায় আধশোয়া হল। রাত বাড়ছে কিন্তু গঞ্জালোর দেখা নেই। একবার বাইরে গিয়ে খুঁজে আসবে বলে উঠতে গেল তখনই দেখল বুকে ঝোলানো ক্রুশটা দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে গঞ্জালো ঘরে ঢুকল। আর

BanglaBook.org

দেখতে হবে না। নিশ্চয়ই কোথাও থেকে চুরি করে খেয়ে এল? জয়ন্ত আর কী বলবে? চুপ করে রইল। গঞ্জালো বিছানার ওপর এসে বসল। দুজনেই চুপচাপ বসে রইল।

বৌদি খাবার নিয়ে ঢুকল। জয়ন্ত খাবারের থালার দিকে চেয়ে বলল—বৌদি, আরো গোটা দশেক রুটি আর হাতা পাঁচেক ভাত দিয়ে যাও।

বৌদি অবাক। বলল—ঠাকুরপো, তুমি রাত্তিরে তো বেশী খাও না।

—ইয়ে—ওখানে গিয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে। অঢেল চাল ওখানে।

—ও। ঠিক আছে দিয়ে যাচ্ছি।

—একটু বেশী করে তরকারি এনো।

—আচ্ছা।

বৌদি সব দিয়ে গেলে জয়ন্ত ডাকলো—এসো সাহেব, খাবে এসো।

গঞ্জালো নড়ল না।

জয়ন্ত বলল—কী হল তোমার?

গঞ্জালো বলল—আমাকে খাইতে দিলে আর সকলকে না খাইয়া থাকিতে হইবে।

জয়ন্ত বলল—সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। যা দিয়েছে তাতে তোমার একটু পেট ভরবে বৈকি।

তবু গঞ্জালো ওঠে না। জয়ন্ত উঠে গিয়ে ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—তুমি কে কোন দোকান থেকে সেঁটে এসেছো—মানে খেয়ে এসেছো, সেটা জানি। নাও এখন এটুকু খেয়ে নাও।

অগত্যা গঞ্জালো এসে খেতে বসল। খাওয়াদাওয়ার পর জয়ন্ত সব এঁটো বাসনপত্র রান্নাঘরে রেখে এল। নিজেই জায়গাটা জল ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিল। তারপর একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে

BanglaBook.org

দিল। নিজের কোল বালিশটা গঞ্জালোকে দিল মাথায় দেবার জন্যে। গঞ্জালোর আর কথাবার্তা নেই। সেই শতরঞ্জির ওপরই বসে পড়ল। জোব্বার পকেট থেকে আতরের শিশিটা বের করে গায়ে একটু আতর ছিটিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম।

পরদিন সকালে শিবতোষ এসে হাজির। শিবতোষ জয়ন্তর বাল্যবন্ধু। বলল—তুই এসেছিস্ একটা খবর দিলি না?

—আজকেই তোর কাছে যাচ্ছিলাম।

—হ্যাঁ যাচ্ছিলি। রায়বাবু বলল তুই নাকি একটা গাড়ি এনেছিস?

—হ্যাঁ রে ওটা স্কুলের গাড়ি। আয় ভেতরে আয়। শিবতোষ এসে বিছানায় বসল। বলল—তুই এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে।

—কেন রে?

—তুই কালকে থাকবি তো? শিবতোষ জানতে চাইলো।

—হ্যাঁ। আরো দিনকয়েক আছি। জয়ন্ত বলল।

—কালকে আমরা লঞ্চে করে সুন্দরবনের দিকে বেড়াতে যাবো। তুইও চল্ না—বৌদি, রুমা ওদের নিয়ে।

—তোরা কি কালকেই ফিরবি? জয়ন্ত বলল।

—সে সব কিছু ঠিক হয়নি। তবে কিছু খাবার-দাবার নিয়ে যাবো। প্রথমে ডায়মণ্ডহারবার যাবো। সেখান থেকে নামখানা। তারপর আরো ভেতরে গিয়ে ঘুরে আসবো। এই রকম প্ল্যান। শিবতোষ বলল।

—আর কারা যাবে?

—অনেকেই যাবে। কুণাল, রমেশ, কানাইদা—সকলেই বাড়ির লোকজনও নিয়ে যাবে।

—বাবা—তাহলে তো আসর জমজমাট। জয়ন্ত বলল।

—তুইও চল্ না? শিবতোষ বলল।

BanglaBook.org

—বেশ। যাবো। জয়ন্ত যেতে রাজী হল। তার পরের দিন সকাল থেকেই বাড়িতে সাড়া পড়ে গেল। বাসনপত্র, স্টোভ, কাপড়জামা গোছগাছ চলল। রুমা আর মন্তু খুশীতে আত্মহারা। সুন্দরবন নামই শুনেছে। আজকে স্বচক্ষে দেখতে যাচ্ছে। বন্ধুমহলে এর মধ্যেই বলা হয়ে গেছে সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার গল্প।

সকাল দশটা নাগাদ চান খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই তৈরি হল। শিবতোষ খবর পাঠিয়েছে—লঞ্চ থাকবে বাবুঘাটের কাছে। কথা হয়েছে সবাই বাবুঘাটে গিয়ে একত্র হবে। জয়ন্ত একটা ট্যাক্সি ডেকে সব মালপত্র তুলল! বৌদি রুমা মন্তুকে নিয়ে পেছনের সীটে বসল। জয়ন্তও ওদের সঙ্গে বসল। ড্রাইভারের বাঁ পাশের দরজাটা হঠাৎ খুলে বন্ধ হয়ে গেল। ড্রাইভার অবাক। জয়ন্ত দেখল—গঞ্জালো ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। ড্রাইভারের হতবুদ্ধি ভাব দেখে জয়ন্ত তাড়া লাগায়—'জলদি চলিয়ে।' ড্রাইভার আর ভাববার সময় পেল না। গাড়িতে স্টার্ট দিল। জয়ন্ত একবার ভেবেছিল—গঞ্জালোকে মানা করবে। কিন্তু বুঝল —কোন লাভ নেই। না নিয়ে গেলে এখানে আবার কী কাণ্ড করে বসে ঠিক কি!

বাবুঘাটে সকলের সঙ্গেই দেখা হল। সবাই বাড়ির লোকজন নিয়ে এসেছে। সবার মনেই আনন্দ। লঞ্চে করে বেড়ানো তো বড় একটা হয়ে ওঠে না। বাবুঘাটের পাশেই লঞ্চটা বাঁধা ছিল। সবাই গিয়ে লঞ্চে উঠল। মাল-পত্রও তুলল।

লঞ্চে উঠে, গঙ্গার জল দেখে গঞ্জালোর আনন্দ দেখে কে? সমুদ্রে সমুদ্রে জাহাজে জাহাজে যার জীবনের এতগুলো বছর কেটেছে—সে জল দেখে, ক্ষুদে জাহাজ দেখে খুশী হবে এটাই স্বাভাবিক। ও সারা লঞ্চ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কিন্তু ওর যেন খুব মনে ধরল না। এত ছোট্ট জাহাজ—খেলনা জাহাজ বললেই হয়। নদীটাও ক্ষুদে, জাহাজটাও ক্ষুদে। তবু সব মিলিয়ে

BanglaBook.org

ওর ভালোই লাগল। খুশীতে ডগমগ গঞ্জালো লঞ্চের ছাতে গিয়ে বসল। একটু পরেই জয়ন্ত শুনতে পেল গঞ্জালো হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে—'এ সে মেইস মান্দো হোভেরা, লা চেগারা।' পর্তুগীজ ভাষার গান। ভগবান জানে কী অর্থ তার।

কিছুক্ষণ পরেই লঞ্চ ছেড়ে দিল। বড় বড় জাহাজ নৌকো স্টিমারের পাশ কাটিয়ে লঞ্চ ছুটল ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। গঙ্গার দুধারে কলকারখানা, বাড়িঘর, বাগ-বাগিচা ছবির মত দূরে দূরে সরে যেতে লাগল। আধুনিক কালের বড় বড় বাষ্পীয় জাহাজ দেখে গঞ্জালোর মনের অবস্থা কেমন হলো—এটা জয়ন্তর আর দেখা হল না। কারণ গঞ্জালো লঞ্চের ছাতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে তখন। ছোট ছোলমেয়েরা খুব খুশী। রুনা আর মন্তু তো কোথাও স্থির হয়ে বসছিলই না। একবার লঞ্চের এ জানালাতে, আর একবার ও জানালাতে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। বড় বড় জাহাজের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে হাঁ করে দেখছে জাহাজের বিরাট খোল। পৃথিবীর কত না দেশের পতাকা উড়ছে সেইসব জাহাজগুলোতে। জলে বড় বড় ঢেউ তুলে স্টীমার যাচ্ছে। সেই ঢেউ লাগছে নৌকার গায়ে। নৌকাগুলো তখন উঠছে পড়ছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর গঙ্গা প্রশস্ত হতে লাগল। দূরে সরে গেল ঘরবাড়ি কলকারখানা।

বাতাস শান্ত। গঙ্গায় ঢেউ নেই তেমন। বেশ জোরেই চলছিল লঞ্চটা। কিন্তু লঞ্চটার যন্ত্রপাতিতে গোলমাল দেখা দিল। বার তিনেক এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। সারেঙ তার দুজন শাগরেদ নিয়ে এঞ্জিন সারাই করল। লঞ্চ আবার চলল। জয়ন্তরা নিজে-দের মধ্যে কথা বলল, নামখানা ছাড়িয়ে আরো যাওয়া হবে কি না। বেশির ভাগই বলল, এই ভাঙা লঞ্চ নিয়ে বেশী দূর যাওয়া ঠিক হবে না। অবশ্য উৎসাহী কয়েকজন বলল, চলো সাগরদ্বীপ স্যাণ্ডহেড পর্যন্ত ঘুরে আসি। অন্যেরা সবাই অত দূর যেতে রাজী

BanglaBook.org

হল না। সোমবার ভোর ভোর কলকাতা ফিরবে—এই ইচ্ছে প্রায় সকলের। অফিস কাছারি রয়েছে।

বিকেল নাগাদ লঞ্চ ডায়মণ্ডহারবার পৌঁছল। সকলেরই খিদে পেয়েছে। চা জলখাবারের আয়োজন চলল। জয়ন্ত অনেকক্ষণ গঞ্জালোকে দেখেনি। নিশ্চয়ই ছাতে আছে। জয়ন্ত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। দেখল গঞ্জালো ছাতে বসে খাচ্ছে। হাতে মাখন মাখানো এক পাউণ্ড রুটি একটা। গোগ্রাসে গিলছে। ওদিকে লঞ্চের মধ্যে খোঁজা-খুঁজি চলছে এক পাউণ্ড রুটি ব্যাগ থেকে হাওয়া। সেই সঙ্গে আমূল মাখনের একটা প্যাকেটও। জয়ন্তর কানে গেল সব। তার বুঝতে বাকি রইল না এটা কার কাণ্ড। জয়ন্তর বেশ রাগ হল। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মুখের খাবার। এতটুকু বিবেচনা নেই পর্তুগীজ সাহেবের। জয়ন্ত ছাতে উঠে ছুটে গিয়ে গঞ্জালোর হাত চেপে ধরলো। বলল—লজ্জা করে না? বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খাবে, সেই সব তুমি চুরি করে খাচ্ছো!

গঞ্জালো খাওয়া থামিয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জয়ন্তকে এতটা রাগ করতে ও কখনো দেখেনি। গঞ্জালো আস্তে আস্তে বলল জয়নাতো, রুষ্ট হইও না। ক্ষুধা পাইলে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

জয়ন্ত ভালো করে জানে সেটা। বুঝল—ওকে বকাঝকা করে কোন লাভও নেই। আর কোন কথা না বলে ও লঞ্চ থেকে পাড়ে নামল। বাজার বেশী দূরে নয়। সেখানে গিয়ে এক পাউণ্ড রুটি আর মাখন কিনে নিয়ে এল। চা জলখাবার খেয়ে সবাই পাড়ে নামল। ঘুরে ঘুরে ডায়মণ্ডহারবার জায়গাটা দেখে এল। সবাই লঞ্চে ফিরে এলে আবার যাত্রা শুরু হল নামখানার দিকে। স্থির হল রাত্তিরের খাওয়াদাওয়া নামখানাতেই হবে।

ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়ে গঙ্গার চেহারা অন্য রকম। তীর নজরে পড়ে দূরে দূরে। গঙ্গা এখানে অনেক চওড়া। ঢেউও আছে

BanglaBook.org

তেমনি। ভট্ ভট্ করতে করতে লঞ্চ চলল ঢেউ ভেঙে। রাত হয়েছে তখন। জলের ওপর সার্চলাইট ফেলে লঞ্চ এগিয়ে চলল।

লঞ্চ যখন নামখানায় গিয়ে পৌঁছল তখন রাত হয়ে গেছে। নদীর ধারে একটা ভালো জায়গা দেখে লঞ্চের নোঙর ফেলা হল। রান্নার সরঞ্জাম তীরে তোলা হল। একটা হ্যাজাক জ্বালানো হল। একটা গাছের নীচু ডালে ঝোলানো হল ওটা। আলোয় ভরে গেল চারদিক। অল্প জ্যোৎস্নাও ছিল। মেয়েরা রান্নার আয়োজন করে ফেলল। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সবাই লঞ্চেই রইল। জয়ন্তরা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরলো। দেখবার কিছুই নেই। জংলা জায়গা। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় গাছগাছালি আর দূরে কিছু বাড়িঘর নজরে পড়ে। রাতজাগা কিছু পাখির ডাক—ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুধু। নইলে চারদিক নিস্তব্ধ। জয়ন্তরা ফিরে এসে তাস নিয়ে বসল। এদিকে তাস খেলা চলল, আর ওদিকে রান্না। ছোটরা একদল লুডো নিয়ে বসল। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা লঞ্চের মধ্যেই ছুটোছুটি করে খেলতে লাগল। সকলেরই সময় কাটছিল কিন্তু সময় কাটছিল না গঞ্জালোর। ঘুম ভাঙতে সে নেমে এলো না। লঞ্চের ছাতেই চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। আড়মুড়ি ভাঙল। কিন্তু কাঁহাতক আর একনাগাড়ে শুয়ে থাকা যায়। খিদেও পেয়েছে বেশ। খালি পেটে ছুঁচো ডন মারছে। হঠাৎ রান্নার গন্ধ। গঞ্জালো বার তিনেক নাক টানলো। আঃ, ঠিকই তো রান্নার গন্ধ। গঞ্জালো তড়াক করে উঠে বসল। দেখল হ্যাজাক জ্বেলে রান্না বান্না চলছে। একবার ইচ্ছে হল স্টোভে বসানো হাঁড়ি থেকেই কিছু মাংস নিয়ে আসে। কিন্তু জয়নাতো আবার রেগে যাবে। রান্না হয়ে গেলে খেতে তো দেবেই। ততক্ষণ ক্ষিদেটাকে কী করে ভুলে থাকা যায়? গঞ্জালো ভেবে দেখল রান্নার গন্ধ নাকে গেলে ওর মাথার ঠিক থাকবে না। হু-হু করে ক্ষিদে বেড়েই যাবে। তার চাইতে একটু দূরে যাই, রান্নার গন্ধ যেখানে পৌঁছবে না।

BanglaBook.org

গঞ্জালো লঞ্চ থেকে নেমে এলো তারপর কিছু দূরে একটা সুতুঁরী গাছের নীচে দাঁড়াল। জায়গাটা বেশ জংলা মত। চার-পাশেই ঝোপঝাড়। গঞ্জালো সেখানেই আপনমনে পায়চারি করতে লাগল। অত দূর পর্যন্ত রান্নার গন্ধ গিয়ে পৌঁছলো না। গঞ্জালোর খিদের তীব্রতাও অনেকটা কমে গেল। ও আপনমনে পায়চারি করছে হঠাৎ জ্যোৎস্নার অল্প আলোতে দেখল একটা ছায়ার মত মানুষ সুতুঁরী গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। কে লোকটা? গঞ্জালো পায়ে পায়ে গাছটার দিকে এগোলো। কোথায় লোকটা? সুতুঁরী গাছটার পেছনে গিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। তবে কি চোখের ভুল? হবে হয়তো। এখানে এই রাত্তিরবেলা কে আসবে আবার। গঞ্জালো এদিক-ওদিক তাকালো। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা। ওদিকে জয়ন্তদের হাঁকডাক শুরু হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে নিশ্চয়ই। গঞ্জালো আর দাঁড়ালো না। যেখানে রান্না হচ্ছিল সেখানে এসে দাঁড়াল। জয়ন্ত এতক্ষণ গঞ্জালোকেই খুঁজছিল। এবার দেখতে পেয়ে কাছে এল। চাপাস্বরে বলল—গঞ্জালো, আমার পাশে খেতে বসবে চলো।

জয়ন্ত আলো থেকে একটু দূরে খাবার জায়গা করল। গঞ্জালোকে ইঙ্গিত করল পাশে বসবার জন্যে। এখান পর্যন্ত আলো এসে ভালোভাবে পড়ছিল না। বন্ধুরা ডাকল—এদিকে আলোর কাছে এসে বোস।

জয়ন্ত বলল—না রে, এখানে বেশ চাঁদের আলো আছে, আমার কোন অসুবিধা হবে না।—বন্ধুরা আর আপত্তি করল না।

খাওয়াদাওয়া শুরু হল। সেই সঙ্গে গল্প হাসিও চলল। এদিকে জয়ন্ত অল্প আলোতে গঞ্জালোর জন্যেও পাতা পেতে রেখেছিল একটা। পরিবেশন করছিল মেয়েরা। জয়ন্ত পাশের পাতেও খাবার দিতে বলল। ভাত মাংস আর পাতে পড়ছিলই না যেন। সঙ্গে সঙ্গে উধাও। সেই অল্প আলোয় সেসব আর কে লক্ষ্য করছে। গঞ্জালোও পেট পুরে খেয়ে নিচ্ছিল।

BanglaBook.org

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকতে বেশ রাত হয়ে গেল। সবাই লঞ্চের মধ্যে জায়গা করে শুয়ে পড়ল। জয়ন্ত একটা চাদর আর দুটো বালিশ নিয়ে লঞ্চের ওপরে ছাতে গিয়ে শুয়ে পড়লো। গঞ্জালো এসে পাশে বসল, দু'হাত ওপরে তুলে হাই তুলল। ওর খাওয়াটা আজকে বেশ ভালোই হয়েছে। তারপর জোব্বার পকেট থেকে আতরের শিশিটা নিয়ে ভেতরে গেল।

সারেঙ বিকেল বেলাই বলেছে—এঞ্জিনে একটু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে কিন্তু একটু পরেই থেমে যাচ্ছে। কাজেই জয়ন্তরা আর সাহস করল না আরো ভেতরে যেতে। বিকেল থেকেই দুই শাগরেদ নিয়ে সারেঙ উঠে পড়ে লেগেছে এঞ্জিনের পেছনে। ঠিক ছিল রাতের খাওয়া-দাওয়া হলেই লঞ্চ কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে। কিন্তু এঞ্জিনের গোলমাল। তাই স্থির হল এঞ্জিন ঠিক হলেই লঞ্চ ছেড়ে দেবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত কখন ঘুমিয়ে পড়ল। সারেঙরা এঞ্জিন ঠিক করতে লাগল। রাত বাড়ল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ মেয়েদের ভয়ার্ত চিৎকারে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। লঞ্চের ভেতরে কাদের শাসানি শোনা গেল। আবার চিৎকার। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ছাত থেকে নেমে এল। কিন্তু লঞ্চের সিঁড়ির মুখেই কে জানি ওকে জাপটে ধরল। জয়ন্ত এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। দেখল, তিন চারজন বলিষ্ঠ লোক, একজনের হাতে একটা বন্দুক—বাকি সকলের কারো হাতে ছোরা, কারো হাতে লোহার রড, কারো হাতে পাইপ গান। জয়ন্ত চমকে উঠল—ডাকাত পড়েছে। ও একটা লাঠিগোছের পায় কি-না চারদিকে তাকিয়ে তাই খুঁজছিল। তখনি সিঁড়ি বেয়ে দু'জন ডাকাত দ্রুতপায়ে নেমে এসে জয়ন্তর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা বেশ ধস্তাধস্তির পর জয়ন্তকে কাবু করে ফেলল। পিছমোড়া করে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। মুখে ভুষো কালি মাখা, মাথায় গামছা বাঁধা ডাকাতগুলো তখন

BanglaBook.org

বন্দুক হাতে লোকটার কানে কানে কী বলল। বোঝা গেল ঐবন্দুক হাতে লোকটাই ডাকাতদলের সর্দার। সর্দার বার দুয়েক মাথা নেড়ে মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেল। দাঁতচাপা স্বরে বলল—এখানে চিৎকার করে মরে গেলেও কেউ আসবে না। শীগ্‌গির যার যা গয়না-গাঁটি আছে এই রুমালে দিয়ে দাও। সর্দার একটা রুমাল হাতে করে এগিয়ে দিল।

জয়ন্ত সেই অল্প আলোতে এতক্ষণে দেখল, শিবতোষ কুণাল রমেশকে লঞ্চের একপাশে আটকে দুজন ডাকাত পাহারা দিচ্ছে। মেয়েরা ওদের দিকে তাকাল। জয়ন্তর দিকে তাকাল। তারা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। জয়ন্ত বুঝল, ডাকাত দলের সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা বৃথা। মেয়েরা রয়েছে, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা রয়েছে। লড়াই করার প্রশ্নই ওঠে না। ডাকাতসর্দার এবার চড়া গলায় বলল—শীগগির দিয়ে দাও সব—নইলে বন্দুকের গুলিতে মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

জয়ন্ত বিপদের আশঙ্কা করল। ঘুম থেকে উঠে রুমা মন্তুরা ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল। জয়ন্ত চেঁচিয়ে বলল—বৌদি, তোমার গয়না-গাঁটি সব দিয়ে দাও।

ডাকাতসর্দার দাঁত বার ক'রে হাসল—এই তো ভালো ছেলের মত কথা। তারপর হাতের রুমালটা আবার এগিয়ে ধরল—শীগ্‌গির, জল্‌দি।

মেয়েদের মধ্যে তখন কান্না শুরু হল। জয়ন্তর বৌদি কিন্তু কাঁদল না। হাতের চুড়ি খুলতে খুলতে বলল—আমরা পুলিসে খবর দেব। কাউকে রেহাই দেব না।

ডাকাতসর্দার হো হো করে হেসে উঠল। জয়ন্তর বৌদি চুড়িগুলো দিতে হাত বাড়াল। ডাকাতসর্দার নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, ঠিক তক্ষুনি এক কাণ্ড। হঠাৎ ডাকাতসর্দার 'ওঁক' করে একটা শব্দ তুলে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল। কী হল ব্যাপারটা সেটা বোঝবার আগেই ঘাড়ে এক রদ্দা। এবার পড়ল উবু

BanglaBook.org

সেটা বোঝবার আগেই ঘাড়ে এক রদ্দা [পৃষ্ঠা ৬৯

হয়ে একেবারে লঞ্চের মেঝেতে। তারপর একবার লঞ্চের এধারে আর একবার ওধারে ছিটকে পড়তে লাগল। বাকি ডাকাতগুলো ব্যাপার দেখে হতবাক। দু'জন এগিয়ে গেল সর্দারকে লঞ্চের মেঝে থেকে তুলতে। কিন্তু দু'জনেই থুঁতনিতে ঘুঁষি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। বাকি ডাকাতগুলো যারা জয়ন্তদের পাহারা দিচ্ছিল তারা ভয় পেয়ে পড়িমরি করে ছুটল সিঁড়ির দিকে। ওপরেও উঠল। কিন্তু পালাতে পারল না। লাথি খেয়ে ঝপাং ঝপাং করে নদীর জলে গিয়ে পড়ল।

জয়ন্ত এতক্ষণ গঞ্জালোর কাণ্ডকারখানা দেখছিল। ডাকাতসর্দার তখনও কাতরাচ্ছে। যা অবস্থা ওর, গঞ্জালোর হাতের গোটাকয়েক ঘুঁষি খেলে ও আর বাঁচবে না। গঞ্জালো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল। জয়ন্ত চেঁচিয়ে বলল—গঞ্জালো, আর না। গঞ্জালো মাথা ঝাঁকাল—বেশ। তারপর জয়ন্তর দড়ির বাঁধন খুলে দিল। দু'জন ডাকাত ভীত চোখে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সর্দারকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর পড়িমরি করে ছুটল সিঁড়ির দিকে। গঞ্জালো তাকিয়ে দেখল শুধু। সর্দারকে কাঁধে নিয়ে ডাকাতরা পালিয়ে গেল।

সকলেই হতভম্ব। এতক্ষণ ধরে চোখের সামনে যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যা ঘটল তা তো নিজের চোখে দেখা। অবিশ্বাসই বা করে কি করে? যা হোক কোন বিপদ-আপদ ঘটেনি এই ভেবেই সবাই খুশী হল। সকলেই লঞ্চ ছেড়ে দেবার জন্যে বলতে লাগল। জয়ন্ত তখন সারেঙকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সারেঙের শাগরেদ দু'জনও সারেঙের নাম ধরে ডাকতে লাগল। লঞ্চের কোণার দিকে দেখা গেল একটা বড় ড্রাম নড়ছে। জয়ন্ত বুঝল সারেঙ নিশ্চয়ই ওটাতে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছে। জয়ন্ত এক হ্যাঁচকা টানে ড্রামের মুখটা খুলে নিল। বলল—সারেঙসাহেব উঠুন। সারেঙ তো ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

তারপর ভীত চোখে চারিদিকে তাকাতে লাগল। জয়ন্ত হেসে বলল—ভয় নেই, ডাকাতরা পালিয়েছে। সারেঙকে ধরাধরি করে ড্রামের বাইরে আনা হল। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল—এবার এঞ্জিনের কী অবস্থা বলুন ?

—আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

—বেশ আমরা শুয়ে পড়ছি। এঞ্জিন ঠিক হলেই লঞ্চ ছেড়ে দেবেন সোজা কলকাতা।

—ঠিক আছে।

বাকি রাতটুকু প্রায় সকলেই জেগে কাটাল। শেষ রাত্রির দিকে লঞ্চের এঞ্জিন চালু হল। লঞ্চ চলল কলকাতার দিকে। গঞ্জালো কিন্তু তখনও লঞ্চের ছাতে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল।

ঘরে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে জয়ন্তর সময় যেন কাটছিল না। আজকেই ছুটির শেষ দিন। কাল সকালেই পলাশগড় রওনা হতে হবে। জয়ন্ত ভাবল—অনেকদিন সিনেমা দেখা হয়নি। আজকে যাওয়া যাক। ও উঠে প্যাণ্টজামা পরছে—দেখল গঞ্জালো মেঝেয় শতরঞ্জির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। এই এক জ্বালা। ওকেও তো সঙ্গে নিতে হবে। নইলে বাড়িতে কোন কাণ্ড করে বসে। জয়ন্ত ডাকলো—গঞ্জালো গঞ্জালো—গঞ্জালোর ঘুম ভাঙল। ধড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। জয়ন্ত বলল—

—চলো আমার সঙ্গে।

—কোথায় ? গঞ্জালো চোখ ডলতে ডলতে বলল।

—চলোই না। দেখবে'খন।

ওরা যখন মেট্রো সিনেমার সামনে এসে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যের শো আরম্ভ হয় হয়। জয়ন্ত বাইরের ছবি-টবি দেখে বুঝল ছবিটা জল-দস্যুদের কাহিনী নিয়ে তৈরী। দুটো টিকিট কেটে ওরা যখন ভেতরে ঢুকল তখনও হলের আলো নেভেনি। গঞ্জালো চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এক সময় বলল—

BanglaBook.org

—জয়নাতো, এখানে থিয়েটার হয় ?—গঞ্জালো চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বলল

—না, সিনেমা।

—উহা কী ?

—দেখলেই বুঝবে—সামনের পর্দায় ছবি পড়বে—লোকজন হেঁটে চলে বেড়াবে—যুদ্ধ করবে হাসবে কাঁদবে—

—সব ছবিতে হইবে ? গঞ্জালোর চোখেমুখে বিস্ময় !

—হ্যাঁ।

সিনেমা শুরু হল। প্রথমে নানারকম প্রচারের ছবি-টবি দেখান হল। গঞ্জালো হাঁ করে দেখতে লাগল। এও কি সম্ভব ? ছবির লোকজন চলছে ফিরছে কথা বলছে। ইণ্টারভেলের পর শুরু হল আসল ছবি। প্রথমেই দেখা গেল পুরোনো আমলের বিরাট একটা জাহাজ সমুদ্রে ভেসে চলেছে। গঞ্জালো লাফিয়ে উঠল—জয়নাতো দেখ দেখ জাহাজ সমুদ্র।—জয়ন্ত বুঝতে পারল জলদস্যুদের কাহিনী নিয়ে তোলা এই ছবি গঞ্জালোর খুব ভালো লাগবে।

জাহাজ ভেসে চলেছে। হঠাৎ দূরে দেখা গেল একটা জলদস্যুদের জাহাজ। ক্রুশের মত মড়ার হাত আর ওপরে মাথার খুলি আঁকা কালো পতাকা উড়ছে জাহাজটায়। এই জাহাজে তখন সাজো সাজো রব পড়ে গেল। জাহাজের ক্যাপ্টেনের হুকুমে সবাই ডেক-এ এসে তলোয়ার হাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। গোলন্দাজরা গিয়ে জায়গা নিল কামানের পেছনে। এইবার ক্যাপ্টেনের হুকুম পেলেই গোলা ছোঁড়া শুরু হবে। দূরের জলদস্যুদের জাহাজটা অনেকটা কাছে চলে এল। দেখা গেল ঐ জাহাজের জলদস্যুরাও তলোয়ার হাতে তৈরি। মাথায় কালো ফেটি বাঁধা খালি গা কোমরে বেল্ট বাঁধা জলদস্যুর দল এই জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। এই জাহাজের ক্যাপ্টেন মাথার ওপর তলোয়ার তুলে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়েছিল ডেক-এর ওপর। যখন দেখল জলদস্যুদের জাহাজটা অনেক কাছে চলে এসেছে মাথার ওপর তোলা তলোয়ারটা কোপ দেবার মত এক ঝটকায় নামিয়ে হুকুম দিল—ফায়ার। পরপর চারটে কামান গর্জে উঠল। তিনটে কামানের গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সমুদ্রের জলে পড়ল। একটা গিয়ে লাগল পালে। পালটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সমুদ্রের হাওয়ায় সেই আগুন আরো দুটো পালে গিয়ে লাগল। জলদস্যুরা দ্রুতহাতে তাড়াতাড়ি বাকি পালগুলো নামিয়ে ফেলল। এবার জলদস্যুদের জাহাজ থেকে দুটো কামান গর্জে উঠল। গোলা দুটোর একটা এই জাহাজ পেরিয়ে জলে গিয়ে পড়ল। অন্যটা পড়ল একটা কামানের কাছে। সেই গোলার আঘাতে কামানটা ভেঙে গেল। দু'তিনজন গোলন্দাজ আহত হল। ক্যাপ্টেন আবার হুকুম দিল—ফায়ার। আবার কামানের গোলা ছুটল। এবার একটা গোলা জলদস্যুদের জাহাজের ডেক-এ গিয়ে পড়ল। বেশ করেকজন জলদস্যু মারা গেল আহতও হল। এবার দু'পক্ষের জাহাজ থেকেই গোলা ছোঁড়া চলল। চারদিক বারুদের ধোঁয়ায়, আগুনের ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। সেই ধোঁয়ার আড়ালে জলদস্যুদের জাহাজ এসে লাগল এই জাহাজের গায়ে। জলদস্যুর দল খোলা তলোয়ার হাতে চিৎকার করতে করতে এই জাহাজের ডেক-এ এসে লাফিয়ে পড়ল। তারপর শুরু হল তলোয়ারের লড়াই। এরা প্রাণপণে লড়তে লাগল। কিন্তু বিশাল চেহারা জলদস্যুদের সঙ্গে এরা পারবে কেন? এরা হেরে যেতে লাগল।

জয়ন্ত তন্ময় হয়ে দেখছে। হঠাৎ গঞ্জালো চেঁচিয়ে উঠল—ইহারা তলোয়ার চালাইতে জানে না। গঞ্জালো সীট ছেড়ে একেবারে উঠে দাঁড়ালো। বলল—ইহা কি লড়াই হইতেছে। জয়ন্ত ওর হাত ধরে বসাবার চেষ্টা করল। বলল—ছবির লড়াই এই রকমই হয়। চুপচাপ দেখে যাও। কিন্তু গঞ্জালোর রাগ আর পড়ে না। সে তো সীটে বসলই না, উপরন্তু জয়ন্তর

BanglaBook.org

হাত ছাড়িয়ে পর্দার দিকে ছুটল। জয়ন্ত হতবাক। পরক্ষণেই ছুটল গঞ্জালোর দিকে। কিন্তু গঞ্জালো ততক্ষণে তলোয়ার খুলে মঞ্চের ওপর উঠে পড়েছে। জয়ন্ত ছুটে গিয়ে বাধা দেবার আগেই গঞ্জালো পর্দার ওপর তলোয়ার চালাতে লাগল আর পর্তুগীজ ভাষায় কী সব বলতে লাগল। পর্দা কেটে কয়েক ফালি হয়ে গেল। দর্শকেরা হৈ-হৈ করে উঠল। ছবি দেখানো বন্ধ হয়ে গেল। আলো জ্বলে উঠল। সবাই দেখল, পর্দা কয়েক ফালি হয়ে গেছে। কিন্তু কী করে হল কেউ বুঝে উঠতে পারল না। মঞ্চের কাছে জয়ন্ত বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কয়েকজন দর্শক জয়ন্তর কাছে ছুটে গেল। একজন জিজ্ঞেস করল—মশাই পর্দাটা কি আপনি ছিঁড়েছেন?

জয়ন্ত বুঝল, কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক হলে দোষটা তার ঘাড়েই চাপবে। কাজেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আমি ছিঁড়তে যাবো কেন? কাছে এসে দেখছিলাম কতটা ছিঁড়েছে।

ওদিকে দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। এরকম ঘটনা তো ঘটে না। ছবি আর শুরু হবে না—এটা বোঝা গেল। হলের ম্যানেজার এসে মঞ্চে উঠে দাঁড়াল। দু'হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বলল। সবাই চুপ করলে বলল—ছেঁড়া পর্দায় ছবি দেখানো যায় না। কাজেই শো বন্ধ রইল। কাউন্টারে ফুল টিকিটের দাম ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

হৈ হট্টগোল থেমে গেল, সবাই বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগল। এতক্ষণ গঞ্জালো মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সব দেখছিল। বোধহয় ভাবছিল—জাহাজ সমুদ্র জলদস্যু এরা সব কোথায় গেল? জয়ন্ত কী আর করে। গঞ্জালোকে ইশারায় ডাকল। গঞ্জালো খোলা তলোয়ার হাতেই মঞ্চ থেকে নেমে এলো। কাছে এলে জয়ন্ত বলল—তলোয়ারটা কোমরে গোঁজ। খুব তলোয়ারের লড়াই দেখিয়েছো—এবার বাড়ি চলো। জয়ন্তরা

BanglaBook.org

বাইরে এল। কাউণ্টার থেকে টিকিটের পয়সা ফেরত নিয়ে বাড়ির দিকে চলল। জয়ন্ত আর কোথাও যেতে ভরসা পেল না, কে জানে গঞ্জালো কোথায় গিয়ে কী কাণ্ড করে বসে?

ছুটি ফুরিয়ে গেল। জয়ন্ত গাড়ি নিয়ে পলাশগড় রওনা হল। সঙ্গে যথারীতি গঞ্জালো। প্রায় সারা রাস্তা গঞ্জালো হেঁড়ে গলায় তার প্রিয় দেশোয়ালি গানটা গাইতে গাইতে এল। জয়ন্ত গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—সাহেব তোমার গানের অর্থটা কী বলো তো?

গঞ্জালো হেসে বলল—তোমাদের ভাষা ভাল জানি না, বুঝাইতে পারিব না।

—যেটুকু বোঝাতে পার বোঝাও।—জয়ন্ত বলল।

—গান হইতেছে—'জার্দিম দা ইওরোপা এ বেইরা মাস প্ল্যানতাদো'। আমাদের দেশ পর্তুগালের কথা বলা হইতেছে—সমুদ্রের ধারে রোপিত ইউরোপের বাগান।

—এই তো বুঝিয়ে দিলে।

গঞ্জালো বেশ উৎসাহিত হল। বলল—তোমাদের দেশ এই ইণ্ডিয়া সম্বন্ধেও গান আছে।

—বলো কি? শুনি তো।—জয়ন্ত বলল।

—তোমাদের ইণ্ডিয়াতে আমাদের দেশের কত লোক আসিয়াছিল।—গঞ্জালো বলল।

—হাঁ, তারমধ্যে ভাস্কো-ডা-গামাও একজন।—জয়ন্ত বলল।

—হ্যাঁ। সেই সব লোকদের সম্বন্ধে বলা হইতেছে—শোন। আ ইণ্ডিয়া মেইস ভাও দো কু তরনাও।

—অর্থ কী?—জয়ন্ত জানতে চাইল।

—অর্থ হইল—ইণ্ডিয়াতে বেশী যায়, ফেরে কম।

—বাঃ—সুন্দর তো।—জয়ন্তর খুব ভালো লাগল কথাটা।

BanglaBook.org

১০

দেখতে দেখতে শীতের দিন এসে গেল। স্কুলের ছেলেদের দিয়ে মার্চ পাস্ট করানো, ড্রিল করানো, খেলাধূলা করানো—এসব কাজেই জয়ন্তর দিন কেটে যেতে লাগল। এর মধ্যে ২৪ পরগনা জেলার স্কুলগুলোর মধ্যে ক্রিকেট খেলার প্রতিযোগিতা শুরু হল। পলাশগড় স্কুলের মাঠের পীচ খুব ভালো। তাই সমস্ত খেলাই এখানে হবে স্থির হল। প্রথম যেদিন পলাশগড় স্কুলের সঙ্গে বাটা-নগর স্কুলের খেলা পড়ল, সেদিন মাঠে বেশ ভিড় হল।

অন্য স্কুলের ছেলেরাও এসেছে খেলা দেখতে। স্থানীয় লোকেরা তো আছেই। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে খেলা শুরু হল। জয়ন্ত খুব পরিশ্রম করেছে ছেলেদের তৈরী করতে। তাই জয়ন্তর বড় আশা—যে পলাশগড় স্কুল বরাবর হেরে এসেছে, এবার নিশ্চয়ই জিতবে।

পলাশগড় স্কুল টসে হেরে গেল। বাটানগর স্কুল ব্যাটিং নিল। পলাশগড় স্কুলের ছেলেরা প্রথম থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল যাতে অপর পক্ষ বেশী রান না তুলতে পারে। কিন্তু কপাল মন্দ। অপর পক্ষের দু'জন ব্যাটসম্যান ছক্কার পর ছক্কা হাঁকিয়ে সহজেই ২০৫ রান তুলে ফেলল। তখনও তিনজন ব্যাটসম্যান রয়েছে। তবু ওরা ডিক্লেয়ার দিয়ে পলাশগড় স্কুলকে ব্যাট করতে দিল। জয়ন্ত বুঝল—হারা ছাড়া গতি নেই। ওর সবচেয়ে বেশী ভরসা ছিল বোলারদের ওপর। তারাই যখন রান করা আটকাতে পারল না তখন ব্যাটসম্যানদের ওপর ভরসা করে কী হবে?

পলাশগড় স্কুলের ছেলেরা ব্যাট করতে লাগল। এক ওভার বল না হতেই সবচেয়ে ভালো ব্যাটসম্যান শূন্য রানে প্যাভেলিয়ানে ফিরে এল। আর একজন গেল ব্যাট করতে। বলে ততক্ষণে স্পিন

BanglaBook.org

ধরতে শুরু করেছে। আউট। ব্যাটসম্যানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো। বলতে গেলে ক্রীজে দাঁড়িয়ে তারা কাঁপতে লাগল। আবার আউট। রান সংখ্যা দুই উইকেটের বিনিময়ে ছয়। খেলা চলল। আবার আউট। আবার আউট। তখন ছয় উইকেটের বিনিময়ে রান সংখ্যা ৭৮। জয়ন্ত মাঠের একধারে মাথা নীচু করে বসে রইল। এখন তো ব্যাটসম্যানরা আসবে আর ফিরে যাবে। খেলার পরিণতি এখন স্পষ্ট।

হঠাৎ মাঠে সোরগোল। চিৎকার উঠল—ছক্কা মেরেছে। ছক্কাটা যে কীভাবে হল তা ফিল্ডসম্যানরা বা ব্যাটসম্যান নিজেও বুঝতে পারল না। ব্যাটসম্যান আন্দাজেই ব্যাট চালিয়েছিল। ব্যাটে বল লেগে কোন শব্দও হয়নি। কিন্তু বল ছুটল বাউণ্ডারী সীমানার বাইরে। বল হচ্ছে আর বল ব্যাটসম্যানের ব্যাট কখনও ছুঁয়ে কখনো না ছুঁয়ে ছুটছে বাউণ্ডারী ছাড়িয়ে। উল্লাসে চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগল পলাশগড় স্কুলের ছেলেরা। বাটানগর স্কুলের ক্যাপ্টেন ফিল্ডারদের দূরে দূরে সরিয়ে নিল। বল আর বাউণ্ডারীর বাইরে যেতে দেবে না। খেলা চলল। হঠাৎ একটা ক্যাচ উঠল। বেশ উঁচুতে উঠে বলটা নেমে আসতে লাগল ডিপ ফাইন লেগ এলাকায়। সেখানকার ফিল্ডসম্যান ক্যাচ ধরার জন্যে তৈরী। সহজ ক্যাচ। আর রক্ষা নেই। কিন্তু বলটা ফিল্ডসম্যানের হাতে পড়বার ঠিক আগেই গতি পরিবর্তন করে ছুটল বাউণ্ডারী সীমানার দিকে অর্থাৎ চার। সকলেই অবাক। আম্পায়ার একবার চশমার কাচটা রুমাল দিয়ে মুছে নিল। আবার খেলা চলল। ততক্ষণে রান সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় উইকেটের বিনিময়ে ১৭৫। সাত নম্বর ব্যাটসম্যান যে এমন অঘটন ঘটাবে, কেউ সেটা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু জয়ন্ত সবই বুঝতে পারল। দেখল লেগ আম্পায়ারের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান গঞ্জালো। জয়ন্ত যখন ক্লাসে ছেলেদের ক্রিকেট খেলার নিয়মকানুন শিখিয়েছে গঞ্জালো তখন শিখেছে। তারপর বেশ ক'দিন এই মাঠে খেলাও

BanglaBook.org

দেখেছে। আরো ভালোভাবে নিয়মগুলো শিখেছে। তারপর আজকে মাঠে নেমেছে।

এতক্ষণে সাত নম্বর ব্যাটসম্যান যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। দু'চারটে মার ভালোই হল। বাউণ্ডারীও হল। কিন্তু জয়ন্তর এই অন্যায় সহ্য হল না। ও আম্পায়ারের কাছে ছুটে গেল। বলল—খেলা বন্ধ রাখুন।

আম্পায়াররা বলল—কেন বলুন তো?

জয়ন্ত কোন উত্তর দিতে পারল না। শুধু বলল—খেলাটা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না।

আম্পায়াররা বলল—কিন্তু আমরা তো খেলা বন্ধ রাখার কোন কারণ দেখছি না।

স্কুলের অন্যান্য মাস্টারমশাইরা ততক্ষণে জয়ন্তকে এসে ধরল। বলল—কী পাগলামী করছেন? খেলা বন্ধ রাখতে বলছেন কেন?

জয়ন্ত গঞ্জালোর দিকে তাকালো। দেখল—ও দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে মিটি মিটি হাসছে। জয়ন্ত ওর দিকে আঙ্গুল তুলে বলল—ঐ লোকটার জন্যে।

কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়েও কেউ কিছু বুঝল না জয়ন্ত কাকে দেখাচ্ছে? মাস্টারমশাইরা এবার জয়ন্তকে এক রকম জোর করে ধরে মাঠের বাইরে নিয়ে গেল। কিন্তু জয়ন্ত আর খেলা দেখল না, নিজের কোয়ার্টারে চলে গেল। ওদিকে পলাশগড় স্কুলের ছেলেদের রান সংখ্যা দাঁড়ালো আট উইকেটের বিনিময়ে ৩১৫।

পলাশগড় স্কুল কয়েকটা স্কুলকে হারিয়ে ফাইন্যালে উঠল। খেলা পড়ল নৈহাটী স্কুলের সঙ্গে। সেদিনও মাঠে অঘটন ঘটতে লাগল। নৈহাটী স্কুলের ব্যাটসম্যানরা চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল। শর্ট পীচের বল লম্বা লাফ মেরে স্ট্যাম্প উড়িয়ে দিচ্ছে। বল ব্যাটে লেগে ক্যাচ ওঠেনি, কাজেই ক্যাচ আউট

BanglaBook.org

নয়—নৈহাটী স্কুলের ফিল্ডারদের এই আবেদন আম্পায়াররা নাকচ করে দিল এই যুক্তিতে যে বল ব্যাটে না লেগে এদিক ওদিক ছুটছে কী করে—ক্যাচই বা উঠছে কী করে? বল নিশ্চয়ই লাগছে তবে শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না।

খেলা চলল এবং দু'ইনিংসে নৈহাটী স্কুল করল সর্বমোট ৮৭ রান। পলাশগড় স্কুল তুলল ২৬৮ রান। পলাশগড় স্কুল জয়ী হল। একই বছরে ফুটবলে আর ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ান সোজা কথা নয়। দু'দিন ধরে আনন্দ উৎসব চলল। বাজি ফাটল, স্কুলবাড়ি আলো লতাপাতা দিয়ে সাজানো হল, খাওয়াদাওয়া হল। স্কুল কর্তৃপক্ষ জয়ন্তকে দিলেন একসেট করে ফুটবল আর ক্রিকেটের পোশাক। জয়ন্তকে মুখ বুজে সবই নিতে হল। ছেলেদের উৎসাহও দিতে হল সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে। কিন্তু মনে মনে ও দুঃখ পেল, বিরক্তও হল।

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে জয়ন্ত এসব কথাই ভাবছিল। গঞ্জালো পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকল। গলায় ঝোলানো ক্রসটা দিয়ে দাঁত খোঁচাল। নিজের বিছানায় বসে গায়ে আতর ছিটোল। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। জয়ন্ত ডাকলো—গঞ্জালো?

—কহ।

—তুমি এসব করতে গেলে কেন?

—কেন? তোমার দলের বালকেরা জয়লাভ করুক, তুমি কি চাহ না?

—চাই। কিন্তু জোচ্চুরি করে নয়।—জয়ন্ত বলল।

—জোচ্চুরি অর্থ কী?—গঞ্জালো জানতে চাইল।

—জোচ্চুরি মানে অন্যায়ভাবে।

—তোমার দলের বালকেরা জিতিলে আনন্দ করিবে—তুমি খুশী হইবে, তাই এইসব করিয়াছি।

—সামনের মাসে ইন্টার-স্কুল স্পোর্টস। সাবধান তুমি যাবে না। —জয়ন্ত বলল।

BanglaBook.org

—কোথায় হইবে ?—গঞ্জালো বলল।

—রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে—কলকাতায়।

—আমি যাইব না? একা একা এইখানে পড়িয়া থাকিব? —গঞ্জালোর কণ্ঠে বেদনার আভাস।

—যেতে পার কিন্তু এক শর্তে—তুমি মাঠে নামবে না।

—উত্তম, তাহাই হইবে।—গঞ্জালো চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মাত্র মাসখানেক হাতে। জয়ন্ত দিনরাত খেটে কয়েকটা ছেলেকে তৈরী করল। ৪০০ মিটার রান, ব্রড জাম্প আর হাই জাম্প—এগুলোতে একটা প্লেস নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। খুবই আশা জয়ন্তর।

দেখতে দেখতে স্পোর্টস-এর দিন এসে গেল। সেদিন সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সেরে জয়ন্ত স্কুল বাসে করে ছেলেদের নিয়ে চলল কলকাতা। গঞ্জালোও চলে ওদের সঙ্গে। ও অবশ্য ড্রাইভারের পাশে বসতে চেয়েছিল কিন্তু জয়ন্ত রাজী হয়নি। ড্রাইভারকে ঠেলে দিয়েই হয় তো স্টিয়ারিং ধরে বসবে। তখন সমূহ বিপদ। থানা পুলিস তো পরের কথা—এতগুলো ছেলে রয়েছে, তাদের নিরাপত্তার কথাই তো প্রথমে ভাবতে হয়। দুর্ঘটনা ঘটা কিছুই বিচিত্র নয়। কাজেই জয়ন্ত গঞ্জালোকে স্কুল বাসের মধ্যে নিজের পাশে বসালো।

স্কুল বাস যখন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে পৌঁছুল তখন বারোটা বাজতে বেশী দেরী নেই। জয়ন্ত গ্যালারীতে পলাশগড় স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ছেলেদের এনে বসাল। বলা বাহুল্য, গঞ্জালোও সেখানেই বসল। তার দুই পকেট ভর্তি বাদাম ভাজা, তাই ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতে লাগল। তারপর জয়ন্ত ছুটল প্রতিযোগিতার কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে। যে যে ইভেন্ট-এ ছেলেদের নাম দেওয়া হয়েছে, সে-সব মিলিয়ে নিল। নতুন ইভেন্ট-এও কয়েকটা নাম দিল। প্রতিযোগীদের নম্বর ব্যাজ—এসব নিল।

BanglaBook.org

প্রতিযোগিতা শুরু হল। মেয়েদের কয়েকটা ইভেণ্ট-এর পরই শুরু হল ছেলেদের ৪০০ মিটার রান। জয়ন্তর অনেক আশা—ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ডের মধ্যে একটা প্লেস নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। দৌড় শুরু হল। পলাশগড় স্কুলের ছেলেটি পেছনে পড়ে গেল। তবুও ফিনিশিংএর কাছাকাছি অনেকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু পারল না। ফিফথ্ প্লেস পেল। জয়ন্ত মুষড়ে পড়ল। আর মাত্র দুটো ইভেণ্ট-এর উপর ভরসা—হাই জাম্প আর ব্রড জাম্প।

শুরু হল ৮০০ মিটার দৌড়। পলাশগড় স্কুলের প্রতিযোগী সকলের শেষে গিয়ে পৌঁছল। জয়ন্ত তবু আশা ছাড়ল না। দেখা যাক। এর পরে শুরু হল ব্রড জাম্প। সব প্রতিযোগীরই যখন একবার করে লাফ দেওয়া হয়ে গেল, জয়ন্ত দেখল, তার স্কুলের প্রতিযোগীর প্লেস ফোর্থ-এ। একটু আশা হল জয়ন্তর। দ্বিতীয় দফা লাফের সময় যে থার্ড হয়েছিল, সে দু' ইঞ্চি বেশী লাফাল। আর কোন আশা নেই। জয়ন্ত সেখান থেকে সরে এল। মাঠের একধারে বসে ভাবতে লাগল—এত কষ্ট এত পরিশ্রমের বিনিময়ে একটা প্রাইজও জেতা যাবে না। ওদিকে পলাশগড় স্কুলের প্রতিযোগীর তৃতীয় বারের জাম্প সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সে, প্রথম যে হয়েছে, তার চেয়ে দু'ফুট বেশী লাফিয়েছে। উপস্থিত সকলেই হাততালি দিয়ে প্রতিযোগীকে উৎসাহিত করল। এটা ইণ্টার-স্কুল স্পোর্টসের রেকর্ড নয়—ইণ্টার ইউনিভার্সিটির রেকর্ড ছুঁয়েছে। প্রতিযোগী ছেলেটি লাফ দেবার আগে কল্পনা করেনি সে এতটা যাবে। লাফ দেবার পর ওর পা যখন মাটিতে পড়ে পড়ে তখনই কে যেন এক ধাক্কায় তাকে অনেকটা দূরে ফেলে দিল। ও শুধু এইটুকুই বুঝেছিল। আর উপস্থিত দর্শকরা এ সবের কিছুই বুঝতে পারেনি। পলাশগড় স্কুল ব্রড জাম্পে ফার্স্ট হল। প্রতিযোগী কয়েকটি ছেলে ছুটল জয়ন্ত স্যারকে খবরটা দিতে। জয়ন্ত শুনল সে কথা আর বুঝতেও পারল—গঞ্জালো কথা শোনেনি। নির্ঘাত মাঠে নেমেছে। জয়ন্ত

BanglaBook.org

দেখল—যেখানে ব্রড জাম্প হাই জাম্পের জায়গা, সেখানে গঞ্জালোর টুপি দেখা যাচ্ছে। জয়ন্তর কেমন রাগ হল। জোচ্চুরি করে এভাবে জেতার কোন মানে হয় না। ও উঠে দাঁড়াল। চলল যেখানে ব্রড জাম্প হচ্ছে সেদিকে। জয়ন্তকে আসতে দেখে গঞ্জালো কাষ্ঠ হাসি হাসলো। যা করেছে সেটা যেন খুব মজার। পলাশগড় স্কুলের যে দু'তিনজন শিক্ষক ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা আগ বাড়িয়ে জয়ের সংবাদ দিতে ছুটল। জয়ন্ত কিন্তু তাদের কথায় কান দিল না। সোজা এসে দাঁড়ালো গঞ্জালোর সামনে। চিৎকার করে বলল—এক্ষুণি মাঠের বাইরে যাও। গঞ্জালো আমতা আমতা করে কী বলতে গেল। জয়ন্ত একইভাবে চেঁচিয়ে বলল—কোন কথা না, বেরোও।

আশপাশের লোকজন, কর্মকর্তারা, প্রতিযোগী সবাই অবাক। কী কাণ্ড রে বাবা! কাকে ধমকাচ্ছেন ভদ্রলোক? পলাশগড় স্কুলের শিক্ষকরা ছুটে এলেন। তাঁরা জানেন যে জয়ন্তবাবুর মাঝে মাঝে এ রকম হয়। তাঁরা জয়ন্তকে একথা সেকথা বলে বোঝাতে লাগলেন। অনেক কষ্টে জয়ন্তকে শান্ত করলেন। যদিও তাঁরা কেউই বুঝতে পারলেন না—জয়ন্তর এত রাগের কারণ কী? তাঁরা ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে মাঠের মধ্যে বসালেন। দু'জন শিক্ষক জয়ন্তকে পাহারা দেবার জন্যে রইল। বলা যায় না—জয়ন্তবাবু যদি আবার পাগলামি শুরু করেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১১

যখন হাইজাম্প শুরু হল তখন জয়ন্ত সেখানে এসে দাঁড়াল। প্রতিযোগীরা হাইজাম্প দিতে লাগল। পলাশগড় স্কুলের ছেলেটি দ্বিতীয় দফা লাফাতে গিয়ে আটকে গেল। তিনটে সুযোগ পেয়েও সেই উচ্চতা ডিঙোতে পারল না। জয়ন্ত অনেক আশা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সবই বৃথা। ওদিকে ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড প্রায় স্থির হয়ে গেছে। আর দু' ইঞ্চি বেশী লাফাতে পারলে ছেলেটি থার্ড হতে পারতো। জয়ন্ত ভাবল—ছেলেটির পেছনে এত পরিশ্রম করেছে যে সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে?

এবার ঘটল উলটো ব্যাপার। জয়ন্তই চলল গঞ্জালোর কাছে। গঞ্জালো পকেট থেকে একটার পর একটা শশা বের করছে আর খাচ্ছে। ও গঞ্জালোর সামনে এসে দাঁড়াল। গঞ্জালো দেখেও দেখল না। আপন মনে শশা চিবোতে লাগল। জয়ন্ত বুঝল—গঞ্জালোর অভিমান হয়েছে। এভাবে ওকে মাঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। জয়ন্ত কেশে গলাটা পরিষ্কার করল। তারপর বলল—গঞ্জালো, একটা উপায় কর। আমাদের ছেলেটা হেরে যাচ্ছে। গঞ্জালো শশা চিবোতে চিবোতে বলল—আমি কী করিব। তুমি আমাকে বিতাড়িত করিলে। জয়ন্ত হেসে বলল—সেজন্য কিছু মনে কোর না। কিন্তু তুমি থাকতে আমরা হেরে যাবো? গঞ্জালো শশা চিবোনো থামিয়ে বলল—উহাদের বল বালকটিকে আর একবার লাফাইতে দিতে। তখনও প্রতিযোগীরা ভিক্টরি স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়নি। জয়ন্ত ছুটল কর্মকর্তাদের কাছে। তাঁদের বুঝিয়ে বলল—তার স্কুলের ছেলেটির পায়ের শিরায় টান ধরেছিল, তাই জাম্পে সুবিধে করতে পারেনি। ওকে আর একটা সুযোগ দেওয়া হোক। কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে কথা বললেন। তারপর জানালেন—ছেলেটি মাত্র আর একবার লাফাতে পারবে। জয়ন্ত শুধু এইটুকুই চাইছিল।

BanglaBook.org

সে ছেলেটিকে পাঠাল লাফ দেবার জন্যে। তারপর ছুটল গঞ্জালোকে ডাকতে। গঞ্জালো তখন পকেট থেকে ভুট্টাপোড়া বের করে খাচ্ছিল। ভগবান জানে কোথা থেকে কী করে এসব যোগাড় করেছে। জয়ন্ত বলল—শীগগির এসো সাহেব—আর মাত্র একটা চান্স পাওয়া গেছে। গঞ্জালো তখনও ভুট্টা-পোড়া খেয়ে চলেছে। জয়ন্ত তাড়া লাগাল। এদিকে জয়ন্তর কাণ্ডকারখানা দেখে মাস্টারমশাইরা হতবাক। সত্যিই কি জয়ন্তবাবু পাগল হয়ে গেলেন? কিন্তু জয়ন্তর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে গঞ্জালোকে আবার তাড়া দিতে লাগল। এবার গঞ্জালো হাত ঝেড়ে নিয়ে উঠল। তারপর গজেন্দ্র-গমনে হাইজাম্পের জায়গায় এসে দাঁড়ালো। পলাশগড় স্কুলের ছেলেটি তখন লাফাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। কর্মকর্তাদের একজন তাকে ইঙ্গিত করলেন লাফাবার জন্যে। ছেলেটি ছুটে এসে লাফ দিল। কী করে কী হল সে নিজেও বুঝল না। কিন্তু কোমরে একটা জোর ধাক্কা খেয়ে সে প্রায় দেড় ফুট উঁচু দিয়ে দড়িটা পার হল। সবাই অবাক। এ যে একেবারে অঘটন। আবার নতুন করে ফার্স্ট আর সেকেণ্ড প্রতিযোগীকে লাফ দিতে বলা হল। তারা যে উচ্চতা লাফিয়ে পার হতে পারল না সেই উচ্চতায় দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। যদি পলাশগড়ের ছেলেটি পারে তাহলে সেই ফার্স্ট হবে। জয়ন্ত কর্মকর্তাদের বলল—আরো একফুট উঁচুতে দড়ি তুলে দিতে পারেন। কর্মকর্তারা রাজী হলেন। যে উচ্চতায় দড়িটা ঝোলানো হল সেটা ইণ্টার য়ুনিভার্সিটি রেকর্ডেরও দু'ইঞ্চি ওপরে। ছেলেটি লাফ দিল। পারও হয়ে গেল। হাততালি দিল সবাই। ছেলেটি অবিশ্বাস্যরকম উচ্চতা লাফিয়ে পার হয়েছে। কর্মকর্তারা ছেলেটির পিঠ চাপড়ালো। উৎসাহ দিল। কিন্তু ছেলেটির বিমূঢ় অবস্থা তখনও কাটেনি। কী করে যে কী হল সেটা ওর মাথায় ঢুকল না! গঞ্জালো তার কাজ সেরে আবার মাঠের মধ্যে গিয়ে বসল। পকেট থেকে

BanglaBook.org

ভুট্টাপোড়া বের করে খেতে লাগল। ওদিকে গ্যালারীতে খবর পৌঁছে গেছে। পলাশগড় স্কুলের ছেলেরা আনন্দে হইহই করতে লাগল।

এবার শুরু হল পোল ভল্ট। জয়ন্ত এই ইভেন্ট-এ একটি ছেলের নাম দিয়েছিল। কিন্তু তেমন ভরসা করতে পারছিল না। পোল ভল্ট শুরু হল। প্রথম ছেলেটি অন্য স্কুলের। ও পোল হাতে লাফ দিতে আসছে। হঠাৎ এ কি! জয়ন্ত চমকে উঠলো। দেখল গঞ্জালো খোলা তলোয়ার হাতে সেদিকে ছুটেছে। জয়ন্তও চিৎকার করতে করতে ছুটল—সাবধান গঞ্জালো, কারো কোন ক্ষতি হলে আমি তোমাকে ছাড়বো না। অন্য মাস্টারমশাইরাও জয়ন্তর পেছনে পেছনে ছুটল। জয়ন্ত আবার কী কাণ্ড করে বসে। ছেলেটি তখন অনেকটা এসেছে। এবার পোলটা মাটিতে ঠেকিয়ে লাফ দেবে। মাটিতে ঠেকাতে যাবে, ঠিক তক্ষুণি গঞ্জালো তলোয়ারের এক কোপে পোলের অর্ধেকটা কেটে দিল। ছেলেটি মাত্র কয়েক ফুট লাফাল। পোল লেগে দড়িও পড়ে গেল। সবাই অবাক। এটা কী করে হল? শক্ত পোল ভেঙ্গে গেল কী করে? আরো একটা পোল ছিল। ডাক পড়ল পলাশগড় স্কুলের ছেলেটির। ছেলেটির পোল অক্ষতই রইল। সে দশ ফুট ডিঙ্গিয়ে গেল। এবার অন্য প্রতিযোগী। সেও ছুটে এসে পোল মাটিতে ঠেকাবার আগেই সেটা কেটে দু'খানা। ডিসকোয়ালিফায়েড হল। খোঁজ খোঁজ। আর পোল আছে কিনা। আর পোল পাওয়া গেল না। অগত্যা এই ইভেন্টটি পরিত্যক্ত হল।

দূরপাল্লার রানের ইভেন্ট হল এর পর। পলাশগড় স্কুলের ছেলেরা সুবিধে করতে পারল না। আসলে বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে গঞ্জালোর পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। গঞ্জালো তাই বসে বসে ততক্ষণ ধরে তলোয়ার দিয়ে আখ কেটে কেটে চিবিয়েছে। জয়ন্তও বুঝল—দৌড়ের ব্যাপারে গঞ্জালো কিছু করতে পারবে না।

BanglaBook.org

এবার শুরু হল থ্রোয়িং দ্য জ্যাভেলিন—বর্শা ছোড়ার প্রতি-যোগিতা। প্রতিযোগীরা একে একে জ্যাভেলিন ছুঁড়তে লাগল। হালতু স্কুলের একটি ছেলে বেশ ভাল ছুঁড়লো। এবার পলাশগড় স্কুলের প্রতিযোগীর ডাক পড়ল। ছেলেটি ছুটে এসে জ্যাভেলিন ছুঁড়ল। অল্প দূরে গিয়ে জ্যাভেলিনটা মাটিতে পড়তে পড়তে আবার উঁচু হয়ে বেশ দূরে গিয়ে পড়ল। কিন্তু মাটিতে গাঁথল না বলে ছেলেটি ডিসকোয়ালিফায়েড হল। আবার ছোঁড়া শুরু হল। এবার পলাশগড় স্কুলের ছেলেটির জ্যাভেলিন একবার নীচু হয়ে পড়তে পড়তে উঁচু হয়ে তীরবেগে ছুটল গ্যালারীর দিকে। জ্যাভেলিন ছুটে আসতে দেখে দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যাক, ভাগ্যি ভালো জ্যাভিলিনটা গ্যালারীতে পড়ল না, পড়ল বেড়া ডিঙিয়ে গ্যালারির সামনের মাটিতে। এবার মাটিতে গাঁথল। কর্মকর্তারা হতভম্ব। এতদূর ছুঁড়েছে ছেলেটি? যা হোক দূরত্বটা দু'বার মাপতে হল। দেখা গেল এশিয়ান গেম্‌সের রেকর্ড ছাড়িয়ে জ্যাভেলিন পড়েছে। যে ছেলেটি জ্যাভেলিন ছুঁড়েছে, তাকে পিঠ চাপড়ে সবাই উৎসাহ দিল। ছেলেটি কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কর্মকর্তারা স্পোর্টসের ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ। তাঁরা জয়ন্তকে ডাকলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন ওর স্কুলের ছেলেদের। নামঠিকানা রেখে দিলেন। তাঁরা সেখানেই স্থির করলেন—পরবর্তী এশিয়ান গেমস-এ তারা এই ছেলেদের দিয়েই ভেল্কি দেখাবেন। কর্মকর্তারা এসব কথাবার্তা বলছেন, জয়ন্ত ফাঁক বুঝে পালালো। এশিয়ান গেমস্ পর্যন্ত কি আর গঞ্জালো ভেল্কি দেখাবার জন্যে বসে থাকবে? ওর জাহাজ এলেই তো ও চলে যাবে। তখন?

সবশেষে রীলে রেস। জয়ন্ত বুঝল—দৌড়ের ব্যাপার। কাজেই গঞ্জালোর কাছে গিয়ে বলল—তুমি সব ইভেন্টগুলোতেই খেল দেখালে কিন্তু দৌড়ের ইভেন্টগুলোতে কিছুই করতে পারলে না। গঞ্জালোর আখ খাওয়া তখনও শেষ হয়নি। আখ চিবোতে

BanglaBook.org

চিবোতে ও হাসল—দেখ—আমি কী করি। জয়ন্ত হাসল—বেশ, দেখাও।

রীলে রেস শুরু হল। প্রতিযোগীদের হাতে দেওয়া হল একটা করে কাঠের ছোট লাঠির মত। সেটাই নিজের নিজের গ্রুপের প্রতিযোগীর হাতে পরপর পৌঁছে দিতে হবে। দৌড় শুরু হল। পলাশগড় স্কুলের প্রতিযোগী ছেলেটি পরের প্রতিযোগীর হাতে লাঠি দিল সবার পরে। লাঠি হাতে পরের ছেলেটি ছুটল সবার শেষে। হঠাৎ দেখা গেল, আগে আগে ছুটছিল যারা তারা সব ফিরে আসছে। কারণ সকলের হাতেই লাঠির বদলে আখের টুকরো, শশা, কোকাকোলার খালি বোতল, ভুট্টা এসব। কাজেই ওরা লাঠি নেবার জন্যে ফিরে এল। ততক্ষণে পলাশগড় স্কুলের ছেলেটি ওর সঙ্গীর কাছে লাঠি পৌঁছে দিয়েছে। সেও তখন ছুটতে শুরু করল। অন্য প্রতিযোগীরা বিরতির স্থানে পৌঁছবার অনেক আগেই পলাশগড় স্কুলের প্রতিযোগীটি সেখানে পৌঁছে গেল। আবার জয়ী হল পলাশগড় স্কুল। গ্যালারিতে পলাশগড়ের ছেলেরা আনন্দে লাফাতে লাগল।

পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠান শুরু হল। উপস্থিত দর্শকরা সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়াল। ফার্স্ট প্রাইজগুলো প্রায় সবই পেল পলাশগড় স্কুলের ছেলেরা। তাদের আনন্দ দেখে কে? সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট পেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর পুরস্কারও পেল সেই স্কুলেরই একজন ছাত্র।

বাসে করে ফিরছে সবাই। ছেলেদের আনন্দ আর বাঁধ মানে না। সারা রাস্তা ওরা 'হীপ হীপ হুর রে' ধ্বনি দিতে দিতে এল। খুশী মাস্টারমশাইরাও। তারাও গলা মেলালেন। শুধু জয়ন্ত চুপচাপ বসে রইল। দেখতে লাগল—গঞ্জালো জোব্বার পকেট থেকে কলা বের করছে আর খাচ্ছে। এত সব খাবার কোত্থেকে কীভাবে যে যোগাড় করে, জয়ন্ত বুঝতেই পারে না। সে মাঝে মাঝেই জয়ন্তর দিকে তাকাতে লাগল আর চোখ পিট্‌পিট্‌ করে দাঁড়ি-গোফের ফাঁকে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

BanglaBook.org

পরদিন স্কুলে আনন্দের বান ডাকল যেন। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া চলল। সবাই দেখবে বলে প্রাইজগুলো বাইরে একটা টেবিলে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হল। রাত্রিবেলা হাউই উড়ল, আলোর মালা দিয়ে সাজানো হল স্কুল বাড়িটিকে।

জয়ন্তর খুব সুনাম হল। সবাই একবাক্যে জয়ন্তর চেষ্টা উদ্যমের প্রশংসা করলেন। স্কুলের তরফ থেকে জয়ন্তকে পাঁচশো টাকা আর ধুতি পাঞ্জাবি চাদর উপহার দেওয়া হল। জয়ন্তকে নিরুপায় হয়েই এসব নিতে হল। ও শুধু ভাবছিল এর পরের কথা। গঞ্জালো তো বলে জাহাজ এলেই সে চলে যাবে। তখন কী হবে? সবই ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু বিপদ হল জয়ন্ত কাউকেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারবে না।

সেদিনও গঞ্জালো সকালবেলাই বেরিয়ে গেছে। জয়ন্ত বাজার-টাজার সেরে হরির মাকে বলছিল কী কী রান্না করতে হবে। হঠাৎ দেখে গঞ্জালো ছুটতে ছুটতে আসছে। ঘরে ঢুকেই গঞ্জালো প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—জয়নাতো—আজ আমার জাহাজ আসিবে। জয়ন্ত শুধু বলল—ও। গঞ্জালো কিন্তু আনন্দে আত্মহারা। সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। তারপর বলল—আইস, জয়নাতো—নৌকা দেখিবে। জয়ন্ত অবাক। নৌকোর আবার দেখবার কী আছে? তাই বলল—নৌকো?

—হ্যাঁ—ঐ নৌকাতে চড়িয়াই আমি জাহাজে গিয়া উঠিব। নৌকা আসিয়াছে—এইবার জাহাজ আসিবে। নৌকা দেখিবে আইস।

—চলো।

জয়ন্ত গঞ্জালোর সঙ্গে গঙ্গার ধারের সেই ভাঙাগড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। জয়ন্ত দেখল—সত্যিই একটা অদ্ভুত নৌকো। ভাঙা-গড়ের একটা লোহার আঙটার সঙ্গে বাঁধা। নৌকোটাতে শুধু দুটো দাঁড় লাগানো। ওপরে কোন ছাউনি নেই। নৌকোর

BanglaBook.org

গায়ে রঙ দিয়ে পরীর ছবি আঁকা। আঁকাবাঁকা অক্ষরে কী সব লেখা।

দু'জনে গিয়ে নৌকোয় উঠল। গঞ্জালো নৌকো ছেড়ে দিল। গঙ্গার ওপর নৌকো ভেসে চলল। গঞ্জালো দাঁড় টানতে লাগল। কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ালো দু'জনে। জয়ন্ত একসময় বলল —চলো এবার ফেরা যাক, স্কুলের বেলা হয়ে গেছে। গঞ্জালো দাঁড় বেয়ে নৌকো ফিরিয়ে আনল। ভাঙাগড়ের আঙ্‌টায় বাঁধল। জয়ন্ত নৌকো থেকে নামল কিন্তু গঞ্জালো নামল না। বলল— জয়নাতো—তুমি যাও। আমি এখানেই থাকিব। যদি আমাকে না পাইয়া জাহাজ ফিরিয়া যায়।

—কিন্তু কখন তোমার জাহাজ আসবে—ততক্ষণ তুমি না খেয়ে থাকতে পারবে? গঞ্জালো হেসে ওর জোব্বার দুই পকেট থেকে এক পাউণ্ড করে দুটি রুটি আর এক ডেলা গুড় বের করল। জয়ন্ত আর কিছু বলল না। কোয়ার্টারে ফিরে এল।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। আজকে আর স্কুলে যাওয়া হবে না। অনেক কাজ। সবাইকে নদীর ধারে জড়ো করতে হবে। এমন কি বেহালা থানার ও সি-কেও। থানা থেকে ও কীভাবে কার সাহায্যে পালিয়ে এসেছিল সবই বলবে। এতদিন তো সবাই দেখেছে জয়ন্ত কেমন যেন স্বাভাবিক নয়। একটা ক্ষ্যাপাটেগোছের মানুষ হয়ে গেছে। একা একা কথা বলে। হঠাৎ হঠাৎ কার ওপর যেন রেগে যায়। বকাঝকা করে। পরক্ষণেই শান্ত—আগের মত। এসব যে সে কেন করেছে তার কারণটা সবাইকে বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে। গঞ্জালোর তলোয়ারের খাপে লেখা মন্ত্রটা সে সবাইকে পড়ে শোনাবে। গঞ্জালো নাকি সেই ভাঙাগড়ের কোন পবিত্র বেদীতে খাপটা রেখে এসেছে। এবার তো তার চলে যাবার সময় এল। এবার নিশ্চয়ই ও তলোয়ারের খাপের মন্ত্রটা পড়তে দেবে। গঞ্জালোর

BanglaBook.org

জাহাজ আসবে। ওকে নিয়ে চলে যাবে চিরদিনের মত। আর গঞ্জালোকে দেখা যাবে না। শেষবারের মত গঞ্জালোকে সবাই দেখুক।

জয়ন্ত খেয়েদেয়ে একটু শুল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল কী কী করতে হবে। হেডমাস্টারমশাইকে বলতে হবে। অন্য সহকর্মী মাস্টারমশাইদেরও বলতে হবে। তারপর গলাশগড়ের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি—বিধুবাবু, নরেন উকীল, পঞ্চায়েৎ-এর প্রেসিডেণ্ট দিলীপবাবু—এঁদের বলতে হবে। সবাই যেন গঙ্গার ধারে ভাঙা-গড়টার কাছে বিকেলে একবার আসেন।

বেলা বারোটা নাগাদ জয়ন্ত স্কুলে গেল। হেডমাস্টার বিমল-বাবুর কাছে প্রথম গেল। গাড়িটা চাই যে।

বিমলবাবু বেশ অবাকই হলেন জয়ন্তকে দেখে। বললেন—কী ব্যাপার জয়ন্তবাবু?

—আমি আজকে ছুটি নিয়েছি।

—ও। তা আমার কাছে কী মনে করে?

—একটা অনুরোধ স্যার।

—বলুন।

—স্টেশন ওয়াগনটা নেব একটু। বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবো।

—বেশ নিয়ে যান। কিন্তু দেখবেন আবার যেন—

—না না। সাবধানে চালাব। আর একটা অনুরোধ।

—কী?

—বিকেলে গড়ের ধারে আপনাকে একবার আসতে হবে।

—আবার সাঁতরাবেন নাকি? বিমলবাবু হেসে জানতে চাইলেন।

—না অন্য ব্যাপার।—জয়ন্ত বলল।

—কাজের ঝামেলায় সময় পাবো কি?

BanglaBook.org

একটু সময় করে আসতেই হবে।

—বেশ, যাবো। কিন্তু ব্যাপারটা কী ?—বিমলবাবু বললেন।

—সে সব আমি সময়মত বলবো।—জয়ন্ত বলল।

টিচার্স রুমে এসে জয়ন্ত দেখল—সবাই তখনো ক্লাস থেকে ফেরে নি। একটু অপেক্ষা করতে হবে। যাঁদের লেজার ছিল জয়ন্ত তাঁদের বলল—বিকেলে আপনারা কিন্তু একবার গড়ের ধারে আসবেন। কেউ কেউ কারণটা জানতে চাইল। কিন্তু জয়ন্ত কিছু ভেঙে বলল না। বলল—এলেই দেখতে পাবেন। ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ল। সব মাস্টারমশাইরা টিচার্স রুমে এলেন। জয়ন্ত সবাইকেই গড়ের ধারে আসার জন্যে অনুরোধ জানাল। কারণটা জানতে চাইল অনেকেই। কিন্তু জয়ন্ত সেই এককথাই বলল—এলেই দেখতে পাবেন।

জয়ন্ত এবার চলল শিউচরণের কোয়ার্টারের দিকে। গাড়ির চাবি নিতে হবে। গাড়ি নিয়ে জয়ন্ত বিধুবাবুর কাছে গেল। বিকেলে আসবার জন্য অনুরোধ জানাল। নরেন উকিলকে পেল না, পঞ্চায়েৎ-এর প্রেসিডেন্ট দিলীপবাবুকে তার আড়তেই পাওয়া গেল। জয়ন্ত তাঁকেও অনুরোধ জানাল বিকেলে গঙ্গার ধারে আসতে।

BanglaBook.org

১২

জয়ন্ত এবার গাড়ি চালালো বেহালার দিকে। বেহালা থানার কাছে এসে গাড়ির স্পীড কমাল। থানার ভেতরকার উঠোনে ঢুকে দেখল, ও. সি. টেবিলে মাথা নীচু করে কী লিখছে। জয়ন্ত চিনল—সেই ভদ্রলোকই আছেন। ভালোই হল। ও. সি. ওকে লক্ষ্য করেনি। লিখেই চলেছে। জয়ন্ত একবার গলা খাঁকারী দিল। ও. সি. মুখ তুলে চাইল। বলল—কি ব্যাপার?

—আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা ছিল।

ও. সি. লিখে চলল। এক সময় লেখা শেষ করে বলল—কী জরুরী কথা?

জয়ন্ত বলল—ইয়ে হয়েছে—আজ থেকে প্রায় মাস ছয়েক আগের কথা। আমাকে রাশ ড্রাইভিং-এর জন্য মানে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্যে এখানে ধরে এনেছিলেন।

—কে?

—রাধাকান্ত দত্ত নামে একজন সার্জেন্ট।

—হুঁ। তারপর?

—আপনার বোধ হয় মনে আছে।

—মাথা খারাপ। কত কেস আসছে। সব কেস কি মনে রাখা সম্ভব?

—মানে, আর একটু বললে বোধহয় আপনার মনে পড়বে। —জয়ন্ত বলল।

—বলুন।—ও. সি. বলল।

—আমি আপনার চোখে ধুলো দিয়ে গাড়িটা নিয়ে পালিয়েছিলাম।

ও. সি. ভুরু কোঁচকাল। বলল,—দাঁড়ান, দাঁড়ান। হুঁ, মনে

BanglaBook.org

পড়ছে। গাড়িটা ছিল স্টেশন ওয়াগন। তাই না?—ও. সি. গম্ভীর মুখে বলল।

—হ্যাঁ। দেখুন, সেদিন আমি মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলাম।—জয়ন্ত বলল।

—হুঁ।

—আমার তা না করে কোন উপায় ছিল না।

—কেন?—ও. সি, জানতে চাইল।

—এক অদৃশ্য জলদস্যুর পাল্লায় পড়েছিলাম আমি। সে-ই বেপরোয়া গাড়ি চালিয়েছিল। আমাকে এখান থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল।—জয়ন্ত বলল।

—অদৃশ্য জলদস্যু? সে আবার কী? ও. সি.-র চোখেমুখে বিস্ময়।

—সেই জলদস্যুকে আজকে আপনাদের দেখাব।

—ও।—ও. সি. ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। চোখ কুঁচকে জয়ন্তর দিকে তাকাল।

—আমার সঙ্গে আপনাকে একটু আসতে হবে।—জয়ন্ত বলল।

—কোথায়?—ও. সি. জানতে চাইল।

—পলাশগড়ে।

—পলাশগড়? ও, ডায়মণ্ডহারবারের কাছে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কাজের চাপ—আমার কি না গেলেই নয়?—ও. সি. এড়াতে চাইল।

—বিশেষ অনুরোধ—চলুন।—জয়ন্ত মিনতির সুরে বলল।

—বেশ। দাঁড়ান—একটু চা খেয়ে বেরোই।

ও. সি. ডাকল—হীরা সিং!

হীরা সিং এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

—দু' কাপ চা নিয়ে এসো আর আমার গাড়িটা বের করতে বল।

BanglaBook.org

হীরা সিং চলে গেল। ও. সি. জয়ন্তকে বলল—একটু বসুন। হাতের কাজগুলো একটু এগিয়ে রাখি।

ও. সি. কয়েকটা ফাইল খুলল। নোট লিখল। কয়েকটা চিঠি সই করল। কয়েকটা খাতা খুলে কী পড়ল। সই করল। চা খেয়ে ও. সি. উঠে দাঁড়াল। বলল—চলুন।

জয়ন্তর গাড়ির পেছন পেছন ও. সি.-র জীপ চলল। ওরা যখন পলাশগড় পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। শীতের দিন। এর মধ্যেই চারদিকে ছায়া ঘনিয়েছে। গড়ের ধারে ততক্ষণে বেশ ভিড় জমে গেছে। মাস্টারমশাইরা এসেছেন, হেডমাস্টার বিমলবাবু, বিধুবাবু, দিলীপবাবু সকলেই এসেছেন। সকলেই জানতে চাইলেন—জয়ন্তবাবু এখানে আসতে বললেন কেন? ওদিকে বেশ কিছু ছাত্রও জমেছে। জয়ন্তর গাড়িটা ভিড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। ও. সি.-র জীপ দেখে সকলেই একটু আশ্চর্য হল। কী এমন ব্যাপার যে পুলিস এসেছে?

জয়ন্ত গাড়ি থেকে নেমে সবাইকে লক্ষ্য করে বলল—বেহালা থানার ও. সি. আমার পরিচিত। তাই তাঁকে নিয়ে এলাম—তাঁর আসার অন্য কোন কারণ নেই। ততক্ষণে ও. সি.-ও জীপ থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। জয়ন্ত আবার বলতে শুরু করল—আপনারা অনেকেই জানেন—দেখেছেনও—আমি মাঝে মাঝে আপন-মনে কথা বলতাম—অদ্ভুত ব্যবহার করতাম। কার সঙ্গে আমি যেন রাগারাগি করতাম। কাকে যেন অনুনয় করতাম—মোট কথা আমি মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপাটের মত আচরণ করতাম। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও বলছি—আমি এক পর্তুগীজ জলদস্যুর পাল্লায় পড়েছিলাম। আপনারা অনেকেই জানেন—এই ভাঙা গড় থেকে আমি একটা তলোয়ারের খাপ পেয়েছিলাম। সেই খাপে পর্তুগীজ ভাষায় একটা শ্লোকের মত কিছু খোদাই করা ছিল। ওটা একদিন রাত্রে আমি জোরে জোরে পড়ছিলাম। তখনই দেখেছিলাম

BanglaBook.org

এই পর্তুগীজ জলদস্যু গঞ্জালোকে। তারপর থেকে ও আমার সঙ্গ ছাড়েনি। যেখানে গেছি, ও আমার সঙ্গে গেছে। অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটিয়েছে, যার কারণ আর কেউ বোঝেনি কিন্তু আমি বুঝতাম। এই গঞ্জালোর জন্য আমি ছেলেদের হোস্টেল থেকে ভাত মাংস চুরি করেছি, পুলিসের হাতে পড়েছি, আবার ওর সাহায্যেই পালিয়েছি। ফুটবল, ক্রিকেট আর স্পোর্টসে আমাদের ছেলেরা যে জয়ী হয়েছে সেটা ওই গঞ্জালোর জন্যেই। তলোয়ারের খাপে খোদাই করা মন্ত্র শুধু আমিই পড়েছিলাম—তাই শুধু আমিই গঞ্জালোকে দেখতাম আর কেউ দেখতে পেত না। সে ছিল সকলের কাছে অদৃশ্য।

জয়ন্ত একটু থেমে বলতে লাগল—আজ সকালে গঞ্জালোর নৌকো এসেছে। এখন আসবে জাহাজ। গঞ্জালো সেই জাহাজে চড়ে চলে যাবে। কোথায় যাবে আমি জানি না। কিন্তু চলে যাবার আগে আমি ওকে অনুরোধ করবো, ও যেন তলোয়ারের খাপটা এনে দেয়। আর সেটায় খোদাই করা মন্ত্র আমাদের সবাইকে পড়তে দেয়। যদি ও আপত্তি না করে আর তলোয়ারের খাপটা আমাকে দেয় তাহলে মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে আপনারা সবাই তাকে দেখতে পাবেন।

গঙ্গার বুকে তখন অল্প অল্প কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। সন্ধ্যে হতেও খুব বেশী দেরী নেই। হঠাৎ জয়ন্ত দেখল, মাঝগঙ্গা থেকে গঞ্জালোর নৌকোটা এদিকেই আসছে। পরক্ষণেই শুনল গঞ্জালোর হেঁড়ে গলার গান—জার্দিম দা ইওরোপা এ বেইরা মাস প্ল্যান্‌জদো—ও—ও।

জয়ন্ত সবাইকে শুনিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—ঐ দেখুন—সেই পর্তুগীজ জলদস্যু গঞ্জালো নৌকো করে আসছে। আপনারা ওকে দেখতে পাবেন না। শুধু দেখবেন নৌকোটা আর দাঁড়।

সত্যি সকলে তাই দেখল। খালি নৌকোটা এদিকে আসছি। কোন আরোহী নেই। কিন্তু নৌকোর দাঁড় ঠিকই জলে পড়ছে—উঠছে। ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ হচ্ছে।

BanglaBook.org

নৌকো এসে তীরে ভিড়ল। গঞ্জালো গান থামিয়ে হাসতে হাসতে জয়ন্তর দিকে এগিয়ে এল। গঞ্জালো দূর থেকেই বলল—

—জয়নাতো, ঐ দেখ আমার জাহাজ। ও আঙুল তুলে মাঝ-গঙ্গার দিকে দেখাল।

জয়ন্ত দেখল—সত্যিই জাহাজের মতই কী যেন। কিন্তু ততক্ষণে দিনের আলো কমে গেছে। কুয়াশাও ঘন হয়ে পড়তে শুরু করেছে। ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বিরাট এক জাহাজের আভাস দেখা যাচ্ছে। জাহাজটার মুখের কাছে একটা পরীর মূর্তি খোদাই করা। রঙ-বেরঙের কাজ করা সেখানে। পাল খাটাবার দড়িদড়াও দেখা যাচ্ছে। বিরাট বিরাট কয়েকটা পালের আভাস। জয়ন্ত বেশ অবাকই হল। তাহলে জাহাজটা গঞ্জালোর কল্পনার জাহাজ নয়। সত্যিকারের জাহাজ।

গঞ্জালো ছুটে এসে জয়ন্তকে জড়িয়ে ধরল। ভারী গলায় ডাকল —জয়নাতো। আবেগে কাঁপছে যেন ও! জয়ন্ত গঞ্জালোর গায়ে পোশাকে সেই আতরের পরিচিত গন্ধ পেল। গঞ্জালো অনেক জ্বালিয়েছে, তবু ও চলে যাচ্ছে চিরদিনের মত—এটা ভেবে জয়ন্তর সত্যি মন খারাপ হয়ে গেল। সে গঞ্জালোর আলিঙ্গন থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল—

—তাহলে গঞ্জালো, তোমার জাহাজ এসেছে?

—হ্যাঁ, জয়নাতো।—গঞ্জালো খুশীর স্বরে বলল।

—গঞ্জালো, একটা কথা বলবো?—জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল।

—কহ।

—তুমি তো চলেই যাচ্ছো। যাবার আগে তোমার তলোয়ারের খাপটা যদি আমাকে দাও।—জয়ন্ত অনুরোধ করল।

—অবশ্যই দিব জয়নাতো। উহা আমার নৌকাতে আনিয়া রাখিয়াছি।

—তুমি খাপটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

—তুমি যেইখানে উহা পাইয়াছিলে সেই পবিত্র বেদীর নীচে।

BanglaBook.org

আজ উহা বাহির করিয়া আনিয়াছি। অপেক্ষা কর—আমি লইয়া আসিতেছি।

কথাটা বলে গঞ্জালো নৌকোর কাছে গেল। তারপর নৌকোর গলুই থেকে তলোয়ারের খাপটা নিয়ে এলো। উপস্থিত সকলেই দেখল, একটা তলোয়ারের খাপ শূন্যে হেঁটে যাচ্ছে। খাপটা জয়ন্তর কাছে গিয়ে হাজির হল। জয়ন্ত তলোয়ারের খাপটা হাতে নিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সবাইকে বলছি—আমি যা যা বলবো, তা আমার সঙ্গে বলে যাবেন। তাহলেই যে অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা একটু আগে বললাম তার অর্থ বুঝতে পারবেন।

তারপর জয়ন্ত তলোয়ারের খাপে খোদাই করা মন্ত্রটা জোরে জোরে পড়তে লাগল—

আজভিনহো, মেন মেনিনো
এ্যাকুইতে ভেনাহা কল্‌হার
প্যারাক মে দেস ফরচুনা
নো কম্পারার এ নো ভেন্দার
এ এম তো দো সস নিগোসিয়স
এ মেক্‌ মে এন মেডার।

গঞ্জালো—।

খটমট ভাষা। উচ্চারণও হতে চায় না। তবু জয়ন্তর সঙ্গে গলা মিলিয়ে পড়তে লাগল সবাই। পড়া শেষ হতেই আকাশে যেন বিদ্যুৎ চমকালো। একটা তীব্র নীল আলো সমস্ত জায়গাটা মুহূর্তের জন্য আলোকিত করে তুলে পরমুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। তখন সবাই অবাক হয়ে দেখল—সত্যি জয়ন্তর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত পোশাক পরা একটা মোটা লোক। তার মাথায় কোণা বাঁকানো টুপী, সারা মুখে গোঁপদাড়ি। কোমরে বেল্ট। তাতে খোলা তলোয়ার ঝুলছে। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জুতো। লোকটা মিটিমিটি হাসছে। জয়ন্ত বলে উঠল—এই সেই গঞ্জালো—যার কথা এতক্ষণ বলছিলাম।

BanglaBook.org

গঞ্জালো বলল—জয়নাতো, আর বিলম্ব করিব না। জাহাজে ফিরিবার সময় হইয়া গিয়াছে।

—বেশ, যাও।—জয়ন্ত বলল।

সবাই দেখল, গঞ্জালো ধীর পায়ে হেঁটে নৌকোটায় গিয়ে উঠল। তারপর দাঁড় বেয়ে নৌকো চালাতে লাগল মাঝগঙ্গার দিকে। সবাই শুনল, গঞ্জালো হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে—'জার্দিম দা ইওরোপা এ বেইরা মাস প্ল্যানতাদো—ও—।'

সবাই দেখল—গঙ্গার বুকে ঘন কুয়াশার মধ্যে সত্যি একটা বিরাট জাহাজের মত কী যেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু জাহাজের পরী খোদাই করা মুখ দেখা যাচ্ছে আর দড়িদড়া আর বিরাট পালের কিছু অংশ। গঞ্জালোর নৌকোটা কুয়াশায় ঢাকা পড়ল।

সন্ধ্যে হল। অন্ধকারে আর কিছুই দেখা গেল না।

পলাশগড় স্কুলের ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর শিক্ষক জয়ন্ত চ্যাটার্জীর কাছে এখনও সেই তলোয়ারের খাপটা আছে। যে কেউ দেখতে চাইলেই জয়ন্ত দেখায়। কিন্তু ওটার গায়ে খোদাই করা মন্ত্র পড়লে গঞ্জালো কিন্তু আর আসবে না। গঞ্জালো চিরদিনের মত চলে গেছে। কোথায় তা কেউ জানে না।

শেষ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG